ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

কর্ত্তৃক

কুটীরে যোগভক্তিবিষয়ক উপদেশ।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

৭২ নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮০৯ শক। ভাদ্র।

মূল্য ।।০ আনা

সূচীপত্র।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

অর্থাৎ

কুটীরে আচার্য্যের উপদেশ।

স্থায়ী বৈরাগ্য।

হে যোগশিক্ষার্থী, পথ কখনও গম্য স্থান হইতে পারে না। পথ অবলম্বন করিয়া গম্য স্থানে যাইতে হয়। বৈরাগ্য পথ না গম্য স্থান? বৈরাগী হওয়া উচিত না বৈরাগী থাকা উচিত? বৈরাগ্য উপায় না বৈরাগ্য লক্ষ্য? মনোভিনিবেশ করিয়া এই বিষয় চিন্তা কর। বৈরাগ্যের অর্থ যেখানে অসার বস্তুকে অসার বলিয়া জানা, অথবা অসার কখন সার নহে এই যে জ্ঞানগত বৈরাগ্য, ইহা চির-স্থায়ী থাকিবে। ধন মানে মুগ্ধ হইবে না, কেন না এ সকলই অসার। আর এক প্রকার বৈরাগ্য আছে, যাহার অর্থ বস্তুকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করা। ঘৃণা না করিয়াও শুধু ত্যাগ করা যায়। কেবল আদেশের অনুরোধে অথবা উচ্চ লক্ষ্য সাধনের জন্য বিলাস, সুখভোগ অথবা বিষয়

ত্যাগ করা যায়। যে ব্যক্তি সংসারকে ঘৃণা করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করত বনে চলিয়া যায়, তাহার বিশেষ নাম সন্ন্যাসী অথবা ত্যাগী বৈরাগী। তাহার পক্ষে ত্যাগের জন্যই ত্যাগ। কাহারও কাহারও সংস্কারানুসারে এই বৈরাগ্যকেও চিরস্থায়ী রাখা উচিত; কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যশাস্ত্রে যদিও এক বার সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া উচিত, চিরকাল সন্ন্যাসী থাকা উচিত নহে। চিত্তশুদ্ধি, যোগবল, ব্রহ্মনিষ্ঠা, এবং পর-লোকনিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য, এবং মৃত্যুভয় বিনাশ করিবার জন্য উপায়স্বরূপ, পথস্বরূপ এক বার সন্ন্যাস অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু যে পরিমাণে এবং যত কালের জন্য, এ সকল উচ্চলক্ষ্যসাধনার্থ বিষয়ত্যাগ অত্যাবশ্যক সেই পরিমাণে এবং তত কালই বিষয় পরি-ত্যাজ্য। এই প্রকার যে বৈরাগ্য, অথবা সন্ন্যাস, ইহার নাম তপস্যা। আশু কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য শরীরকে কষ্ট দেওয়া, নিষ্ঠুররূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা, চক্ষু শত্রু হইয়াছে, তাহাকে তাহার বাঞ্ছিত বস্তু না দেখিতে দেওয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে অভিলাষ হইয়াছে, উত্তম বস্ত্র পরিধান না করা, উপাদেয় সামগ্রী আহার করি-বার বিলাস বাড়িয়াছে, তিক্তদ্রব্য আহার করা, ইত্যাদি। এই যে সকল তপস্যা, এই গুলি অত্যাবশ্যক কিন্তু প্রাচীন তপস্যাশাস্ত্রে উপবাস করা, জল পান বন্ধকরা,

ঊর্দ্ধবাহু হওয়া, শরীরকে লৌহ দ্বারা বিদ্ধ করা, অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করা, তীক্ষ্ণ বস্তুর উপরে শয়ন করা, তীব্র উত্তাপ এবং শীত বর্ষাদি সহ্য করা ইত্যাদি যত গুলি কঠোর ব্যাপার লিখিত হইয়াছে, এ সমুদায় কি যথার্থ তপস্যা? তপস্যা-শাস্ত্র সম্বন্ধে তোমার স্থির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কত দূর শরীর নিগ্রহ করিতে পার, এবং কোন্ স্থলে শরীরনিগ্রহ প্রকৃত তপস্যাশাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা পরিষ্কাররূপে জানিয়া রাখিবে। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ জীবন এবং স্বাস্থ্যভূমির সীমা মধ্যে বৈরাগ্যের অধিকার নাই। সুস্থতা এবং প্রাণ রক্ষা করিয়া তপস্যা দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিবে। যেমন গম্য স্থানে যাইবার জন্য রথারোহণ, সেইরূপ একাগ্রতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, এবং উচ্চ যোগবল ইত্যাদি অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য তপস্যা অবলম্বন করিবে। যেমন গৃহ নির্ম্মিত হইলে আর বাঁশের ভারার প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আর তপস্যার আবশ্যক কি? ক্ষুধা নিবারণ করিয়া শরীরকে পুষ্ট করিবার জন্য লোকে আহার করে। সমস্ত দিনত কেহ আহার করে না। তপস্যার নিয়মাদি সেইরূপ আত্মাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য। সুখে দুঃখে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তপস্যার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম হইবে। তপস্যার মূল অভিপ্রায় এই যে ঈশ্বরের আদেশানুসারে বিশেষ বিশেষ ভোগ বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া তজ্জনিত কষ্ট দ্বারা মনকে পরিষ্কার করা। অগ্নির ভিতরে

সোণাকে চির কাল রাখে না। যত ক্ষণ সোণার খাদ বাহির হইয়া না যায় তত ক্ষণই সোণাকে অগ্নির মধ্যে সংশোধন করে। খাদ মুক্ত হইয়া সোণা নির্ম্মল হইলেই অগ্নি হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা দ্বারা সুন্দর অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করে। সেইরূপ যখন তপস্যারূপ হোমের অগ্নিতে আত্মা নির্ম্মল হইযা উঠিবে তখন আর তপস্যার প্রয়োজন কি? চিত্ত-শুদ্ধি লক্ষ্য, কষ্ট তপস্যা উপায়। সোণা নির্ম্মল হইলে যেমন অগ্নির আর মূল্য মহিমা নাই, সেইরূপ চিত্ত শুদ্ধ হইলে আর তপস্যার প্রয়োজন নাই। তপস্যাসাধনে তোমার নেতা কে? তুমি নহ, দেশাচাব নহে, কোন মনুষ্য নহে, ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বর যদি বলেন, এত ক্ষণের জন্য এই বিষয় পরিত্যাগ কর, ঠিক তত ক্ষণেব জন্য সেই বিষয় পরিত্যাগ করিবে, আপনার রুচিকে কখনও নেতা করিবে না। তপস্যারূপ হোম অগ্নি দ্বারা আপনার আত্মরূপ গৃহ পরিষ্কার হইলে আর সেই অগ্নি রাখিবে না। জিজ্ঞাসা করিতে পার তবে বৈরাগ্যের কি কোন চিরস্থায়ী নিয়ম নাই? বৈরাগ্যের চক্র কি চিরকাল ঘুরিবে? কিছুই কি সমস্ত জীবনের নিয়ম নাই? আছে, বৈরাগী জীবন আছে। তাহা সন্ন্যাসী কিংবা তপস্বী জীবন নহে। তবে স্থায়ী বৈরাগী জীবন কি? নিদ্রা পরিত্যাগ নহে, নিদ্রাধিক্য নহে; আহার পরিত্যাগ নহে, আহারাধিক্য নহে; সংসার পরিত্যাগ নহে, সংসারাসক্তি নহে; লোকসঙ্গ

পরিত্যাগ নহে, জনসমাজে আবদ্ধ নহে; শরীরকে খুব সুখ দেওয়া নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া নহে; মৃত্যুকে অভিলাষ করা নহে, মৃত্যুকে ভয় করা নহে। শুন্‌লে! অত্যন্ত কষ্ট হইলেও মৃত্যু ইচ্ছা করিবে না। মৃত্যু ইচ্ছা মহাপাপ, আবার মৃত্যু ভয়ও মহাপাপ। বৈরাগীর মুখ কি সর্ব্বদা সহাস্য? না। তবে বৈরাগীর মুখ দর্শনে, এই ব্যক্তি বড় সুখী, এ বলিয়া কাহারও হিংসা হয় না, দ্বিতীয়তঃ, তদ্দর্শনে ইনি বড় দুঃখী এ বলিয়াও কাহারও দয়া হয় না। তবে বৈরাগীর মুখের ভাব কি? ধর্ম্মজনিত এক প্রকার গম্ভীর প্রশান্ত ভাব। গাম্ভীর্য্য এবং শান্তি এই দুই ভাব মিশ্রিত হইলে যে এক প্রকার শ্রী হয় তাহাই সমাহিত শান্তভাবপ্রধান বৈরাগীর মুখে প্রকাশিত হয়। দীনতা বৈরাগীর আর একটি প্রধান লক্ষণ। দীনতা কি? গরিব ভাব, বড় হইবার ইচ্ছা নাই, নম্রভাব, অল্পেতে সন্তোষ। দীনতা সন্তোষ বর্দ্ধন করে। সর্ব্বত্যাগ দীনতা নহে। এই সকল বৈরাগ্যের লক্ষণ। আজ এই পর্য্যন্ত।

ত্যাগেতেই ফল নহে, আদেশানুসারে ত্যাগ করিলেই ফল হয়। এক জন যদি অসময়ে, অশুভক্ষণে সমস্ত সংসারও ত্যাগ করে, তাহারও শুভ ফল হইবে না।

ধর্ম্মজনিত দীনতায় দুঃখবোধ নাই, ধর্ম্মার্থ দীন ব্যক্তি অকিঞ্চন হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

মঙ্গলময়ের দর্শনে ফল।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, যদি জল আসিল মরুভূমিতে, তবে সেই মরুভূমি উর্ব্বরা হওয়ার ও উপায় হইল। আকাশের জল, নদীর প্লাবনের জল ক্রমাগত দুই দিক্ থেকে এসে হৃদয়-ভূমিকে অভিষিক্ত করিলে হৃদয় ভিজে কোমল এবং নরম হইল, ক্রমে শক্ত ভূমি উর্ব্বরা হওয়ার উপক্রম হইল। হৃদয় প্রেমচন্দ্র দ্বারা আকৃষ্ট হইবা মাত্রই ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় নরম হইল। বিনয়, দীনতা এবং দয়া এই কয়েকটি ফুল বিশেষ-রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া সেই স্থানকে সুশোভিত করিল। হৃদয় উদ্যানের ন্যায় হইল। চারি দিক্ লতা, বৃক্ষ, পুষ্প, ফলে সুন্দর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে ভূমি পাথরের মত কঠোর, তীব্র এবং নয়ন কষ্টকর ছিল, এখন তাহা মনোহর হইল। যত ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় হৃদয় ততই নরম হয়; অহঙ্কার, তেজ অথবা গর্ব্বিতভাব চলিয়া যায়। অহঙ্কার ভক্তির শত্রু, ভক্তি অহঙ্কারের শত্রু, যেখানে একটি থাকে সেখানে আর একটি থাকিতে পারে না। যথার্থ ভক্ত, বিনয়ী, দীনাত্মা, এবং অকিঞ্চন, তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না। তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার নিজের বল, নিজের জ্ঞান, নিজের ভাব কিছুই নাই। যত ভক্তি বৃদ্ধি হয় ততই এ সকল ভাব বৃদ্ধি হয়, এবং যত এ সকল ভাব বৃদ্ধি হয় ততই ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ভক্ত ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হন,

ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার আর কিছুই থাকে না, তাঁহার আমিত্ব পর্য্যন্ত জলপ্লাবনে ধৌত হইয়া যায়। কেবল যাহা ঈশ্বরকে ভক্তি এবং সেবা করে সেই টুকু থাকে। যেমন একটি বাগানের মধ্যে ফকীর বসে আছে, ভক্তির অবস্থা সেইরূপ। যাহা মরুভূমি ছিল প্রেমচন্দ্রগুণে তাহা বাগান হইল। সেখানে রাজার ঐশ্বর্য্য, বিপুল ধন সম্পত্তি আসিয়া নূতন দৃশ্য সৃজন করিল। যিনি ভক্ত তিনি তাহার মধ্যে দীন, বৈরাগী, অকিঞ্চন, এবং নিঃসম্বল ফকীরের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

প্রেমোদ্যানের মধ্যে ভক্তের এই ছবি। ভক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত অহঙ্কারী, ধনাভিমানী, এবং স্বার্থপর ছিলেন। কিন্তু ভক্তির সমাগম মাত্র তিনি পর-প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বস্ব পরের জন্য হইল। পূর্ব্বে তাঁহার দান করিবার অনেক সামগ্রী ছিল, কিন্তু সকলি নিজের জন্য ব্যবহার করিতেন অন্যকে দিতেন না, এখন নিজের জন্য কিছুই রাখিলেন না, সকলই পরের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে ভক্তি আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়, দীনতা, এবং দয়া আসে। এই তিন ভাবই মূলে এক। ভক্ত যিনি তিনি কেবল আধার হইলেন; আধেয় রহিল না, শরীর মন রহিল কিন্তু তাহার ভিতরে যে কর্ত্তা, ভূস্বামী, ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিল সে আর নাই, সে আধারেতে ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ হইল। দয়ার স্বধর্ম্ম এই

যে তাহা চারি দিকে ধাবিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অহঙ্কার, ধনগর্ব্ব, নির্দ্দয়তা, এই তিনটি ভক্তির শত্রু। অহ-ঙ্কার এবং ধনগর্ব্ব থাকিলে পরের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। যখন অহঙ্কার চলিয়া যায়, তাহাব সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ-পরতা এবং পরের প্রতি নির্দ্দয়তাও কমিয়া যায়। এ সমু-দয়ের মূলে কি বুঝিলে? অহম্, আপনার প্রতি আসক্তি, স্বার্থপরতা। যখন অহম্ পরিত্যক্ত হইল, তখন ঈশ্বর আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জগদ্বাসী লোক-সকলও আসিল। জলপ্লাবনে আমিত্বের রাজ্যবিপ্লব হইল। আমিত্ব নির্ব্বাসিত হইয়া যে আধার প্রস্তুত হইল তাহার মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার আপনার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন ইহার অর্থ এই যে ভক্ত বিনয়ী, দীন, এবং দয়া-বান্ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা ছিল তত দিন আপ-নার উপর দয়া ছিল, যখন আমিত্ব চলিয়া গেল, তখন সেই দযা অন্যের প্রতি ধাবিত হইল। এক ভক্তি আসিয়া এত দূর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। যত ভক্তি বাড়ে ক্রমে বিনয়, দীনতা, দয়াফুল আরও প্রস্ফুটিত হয়। প্রেম-চন্দ্রপানে তাকাইয়া আছেন যে ভক্ত তাঁহার হৃদয় হইল উদ্যানের ন্যায়। ভক্ত বিনয়ী, দীন, এবং দয়ার্দ্র হইয়া ঈশ্বরের সেবা করেন। ঈশ্বরদর্শনে এত ফল। স্মৃতি-শাস্ত্রে দয়া স্মরণ করিতে করিতে ভক্তি হয়, এখানে ঈশ্বর-দর্শনমাত্র হৃদয়ের এ সকল কোমল ভাব প্রস্ফুটিত হয়।

ভক্ত বিনয়ী হইয়া আপনাকে ভাল না বেসে পরকে ভাল-
বাসে। শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় ঈশ্বরের মুখ ভক্ত যত
দেখেন, ততই তিনি নিরহঙ্কারী, দীন, এবং দয়ার্দ্র হন,
যত ব্রহ্মকে দেখেন, তত তিনি নিজে ছোট হন। জ্ঞানেতে
মানুষ আপনাকে বড় দেখে, ভক্তিতে আপনাকে ছোট
দেখে। পৃথিবীতে দুই রকম কাচ আছে। এক রকম
কাচ ছোট বস্তুকে বড় দেখায়, আর এক প্রকার কাচ বড়
বস্তুকে ছোট দেখায়। ভক্তির ভিতর দিয়া আপনাকে
যত দেখিবে, ততই ছোট দেখিবে। ভক্তের আমিত্ব ত
নাইই, যদিও ভক্তিকাচ দ্বারা কিছু আপনাকে দেখা যায়,
তাহা অত্যন্ত ছোট দেখায়। ক্রমে ভক্তিকাচের গুণ যত
বাড়িবে, সেই পরিমাণে আপনাকে আরও ক্ষুদ্র দেখাইবে।
শেষে আপনাকে ঈশ্বরের পদধূলি, এবং সকলের পদধূলি
দেখিবে। যত ধন, মান, সমুদয় কর্পূরের ন্যায় উবে যায়।
যতই ভক্তি বাড়ে ভক্ত ততই দীনাত্মা হন, এবং ভক্তের
হৃদয় সমস্ত জগতের বাসস্থান হয়। যদি বল একটি শর্ষ-
পের ন্যায় মনুষ্যহৃদয়, কোটি কোটি মনুষ্য পৃথিবীতে বাস
করে, তবে একটি ক্ষুদ্র হৃদয় কিরূপে এত বড় জগতের
বাসস্থান হইবে? হাঁ, ইহা সম্ভব। ভক্তির উদয়ে যখন
সেই শর্ষপবৎ আমিত্ব নির্বাসিত হয়, তখন ঈশ্বর সেখানে
প্রতিষ্ঠিত হন এবং ঈশ্বর আসিলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে
তাঁহার সমস্ত জগৎ আসে। যে আমিত্ব ব্যবধান অথবা

প্রাচীর ছিল তাহা দূর হইল। ভক্তের হৃদয় জগতের মঙ্গলের জন্য, জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণ করিবার জন্য প্রকাণ্ড আধার হইল। ঈশ্বরের প্রেম ভক্তের ভিতর দিয়া জগতের উপকার করিতে লাগিল। ভক্তি-শাস্ত্রের এই বিশেষ ভাব যে ঈশ্বর কাজ করেন, ভক্ত গ্রহণ করেন। ঈশ্বর দাতা, ভক্ত ক্রমাগত ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিয়া তাহা আবার জগৎকে দেন। ভক্ত কেবল এই দেখেন যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে চাঁদের আকর্ষণ লাগে। ঈশ্বরই সমুদয় কাজ করেন, ভক্ত কেবল চুপ করে বসে দেখেন। শিবম্ দর্শন সম্পর্কে এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হইল। শিবম্ মঙ্গলময় ঈশ্বরকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত যখন মোহিত এবং বশীভূত হইয়া সেই সুন্দর ঈশ্বরকে দর্শন করেন সেই দর্শনজনিত যে একান্ত বশীভূত ভাব তাহা হইতে তৃতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

সংসারধর্ম্ম।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্য সংসারে কি প্রকার আকার ধারণ করে, সংসার মধ্যে বৈরাগ্য কি প্রকারে অধিবাস করে, বৈরাগ্যের লক্ষণ কি জানিয়াছ। প্রশান্ত হওয়া, বস্তুর অসারতা জানা, তপস্যা এবং কঠোর ব্রত ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ,

চির সন্ন্যাসী থাকা উচিত নহে। তপস্যা রথের ন্যায় গম্য স্থানে যাইবার জন্য উপায়। কিন্তু যোগী সংসারী হইতে পারেন কি না? যিনি যোগ অবলম্বন করেন তিনি উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্র পালন করিতে পারেন কি না? এ গভীর প্রশ্ন। নিগূঢ় যোগশিক্ষার পক্ষে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা ভয়ানক প্রতিকূল। যদি বর্ত্তমান সংসার পরিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চ এবং স্বর্গীয় আকার ধারণ করে তাহা হইলে সংসার যোগের অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সংসার যোগের পক্ষে মহাশত্রু সুতরাং ইহা পরিত্যাজ্য। যদি যোগ শিক্ষা করিবার জন্য সরল ইচ্ছা থাকে তবে এই সংসার পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তবে কি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া চিরসন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে? যদি কেহ মনে করেন যোগেতেই তিনি চিরজীবন যাপন করিবেন তিনি যেন বিবাহ না করেন। যদি নরনারী মধ্যে কেহ চিরজীবন এই ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যিনি পুরুষ তিনি যেন স্ত্রী গ্রহণ না করেন, এবং যিনি স্ত্রী তিনি যেন স্বামী গ্রহণ না করেন। যাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, তিনি যেন আর বিবাহ না করেন, এবং যিনি বিধবা হইয়াছেন তিনি যেন পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ না করেন। কেবল যোগের নিমিত্ত বিবাহ না করাই ভাল। যদি চিরকৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া কেহ একাকী কিংবা একাকিনী যোগ সাধন করেন তিনি জগ-

তের কাছে সমাদৃত হইবেন, ধার্ম্মিকদিগের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে। কিন্তু যদি স্ত্রী, স্বামী, সন্তানাদি থাকে, সে অবস্থায় কি যোগসাধন হয় না? অবশ্য হয়। পরিবার পরিত্যাগ করিলে যোগ হয় না, পরিত্যাগ নিষেধ, যোগশাস্ত্রে পরিত্যাগ পাপ। যদি স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকে, তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে, তাহাদিগকে যথোচিত সুখ সম্পদদান করিবে। ইহার অন্যথা করা নিষিদ্ধ। সংসার পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু লোকে যাহাকে সংসার বলে তাহা যোগের বিরুদ্ধ। সে সংসার ছাড়িতেই হইবে। তবে কিরূপে এই দুইয়ের সামঞ্জস্য হইবে? লোকে যাহাকে সংসার বলে সে সংসার থাকিবে না কি ভাবে? এবার কিছু কঠিন কথা। সেই ভাবটি কি যে ভাবে পরিবার মধ্যে থাকিয়াও যোগী হওয়া যায়? যাঁহার পরিবার, গৃহ, আত্মীয়, কুটুম্ব আছে, তিনি এইরূপে থাকিবেন যেন তাঁহার পরিবার, গৃহ, আত্মীয় কিছুই নাই। যাঁহার অনেক ভৃত্য আছে, তিনি এইরূপে থাকিবেন যেন তাঁহার সেবা করিবার একটিও লোক নাই। এ মত অতি কঠিন, আপাততঃ শুনিতে ভয়ানক। মনে কর এক জন মানুষ শ্মশানে দণ্ডায়মান, রাত্রি দ্বিপ্রহর, কাছে কেহ নাই, চিতা সাজান, সেই চিতার জ্বলন্ত অক্ষরে তাহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ লেখা হইবে। অগ্নি হইবে কালী, কাঠ হইবে কলম। চারি দিকে স্ত্রী, পুত্র, দাস দাসী, এত বিপুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, কিন্তু

যোগী দেখিতেছেন, তাঁহার নিকটে আর কেহই নাই, কেবল তিনি ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে সাজান চিতা, যাহার জ্বলন্ত অনলে তাঁহার প্রাণনাশ হইবে। এই দৃশ্য যদি কল্পনা করিতে পার, তবে, হে যোগার্থী, যে কথা বলা হইতেছে তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে। এই ভাবে যদি সংসার করিতে পার কর, নতুবা অন্য ভাবে নিষিদ্ধ। এই আদর্শ। শ্মশানবাসী গৃহবাসী, সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথচ সকলের সেবক। স্ত্রীর বহুমূল্য অলঙ্কার আছে, অথবা কিছুই নাই, সন্তানাদি অতি উচ্চ পদে আরূঢ়, অথবা সন্তানাদি অত্যন্ত দরিদ্র, দুই সমান। সমজ্ঞান, অর্থাৎ যোগীর মন কিছুতেই ক্ষুণ্ণ নহে, মন অবিচলিত, অবস্থার পরিবর্ত্তনে চাঞ্চল্য নাই, দাও সহস্র টাকা, নাও সহস্র টাকা ক্ষতি নাই। সমান ভাব, সমচিত্ত অর্থাৎ অনেক আছে, তথাপি তাহার মধ্যে এমন ভাবে থাকিবে যেন তোমার কিছুই নাই। যাহার ভার্য্যা সমক্ষে দণ্ডায়মান, দক্ষিণে কন্যা, পশ্চাতে দাস দাসী, তাহার পক্ষে কিছুই নাই, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব? আছে অথচ নাই, ইহা কিরূপে হইবে? বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত কঠিন, এই জন্য সাধন চাই। সাধনে সিদ্ধ হইলে এইরূপ হইবে। তাহা হইলেত সংসার থাকে না, মূঢ় এই কথা বলে, জ্ঞান বলেন, সংসার ষোল আনা থাকে, এক পাই কমে না। ষোল আনা সংসার, কিন্তু

যোগী নির্লিপ্ত সংসারবাসী। তুমি যদি যোগী হও তবে তুমি যে অন্ধ, স্ত্রী তোমার নিকটে কে বলিল? পুত্রকন্যা বন্ধু বান্ধব তোমার নিকটে কে বলিল? অন্ধ না হইলে কেহই যোগী হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন, চক্ষুকে সংস্কৃত করিয়া বিশুদ্ধ চক্ষে জীবন্মুক্তের ন্যায় স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিকে দেখিলে আর যোগভঙ্গ হয় না। বিশুদ্ধ চক্ষে পরিবারকে দেখা উৎকৃষ্ট; কিন্তু কাণা হইয়া দেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাপ কে? মা কে? শ্বশুর কে? স্ত্রী কে? ভাই কে? ভগ্নী কে? বাটী কি? অন্ধের পক্ষে এ সকল থাকিয়াও নাই। অন্ধের পক্ষে দিন যেমন রাত্রিও তেমন। লোকে বলিতেছে, সূর্য্য প্রখর কিরণ দিতেছে, দ্বিপ্রহর বেলা হইয়াছে; কিন্তু অন্ধের পক্ষে দ্বিপ্রহর দিন আর দ্বিপ্রহর রাত্রি ঠিক নিক্তির ওজনে দুই সমান। যদি যোগী হইতে চাও তবে চক্ষু দুটি উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর। এই অন্ধের আদর যোগধ্যানে। সেখানকার সকলেই অন্ধ। অন্ধ না হইলে যোগ ধ্যানে প্রবেশ নিষেধ। তবে কি বিশ্বাস করিতে হইবে স্ত্রী পুত্র কেহ নাই? তবে স্ত্রী তোমার কে? ছেলে তোমার কে? টাকা তোমার কি? বাড়ী তোমার কি? এ সমুদয় থাকিতেও তোমার যেন কেহ নাই। ইহা ভাবিলে কি হইল জান, সকলের সঙ্গে সেই পুরাতন সংসারের সম্পর্ক চলিয়া গেল, কেবল ধর্ম্মের সম্পর্ক হইল। স্ত্রী আর স্ত্রী রহিলেন না; পুত্র আর পুত্র রহিলেন না, তাঁহারা

সকলেই ধর্ম্মের সহায় হইলেন। যদি বল ধর্ম্মের সম্পর্কের উপর এক তিল সংসারের সম্পর্ক রাখা উচিত কেন না তাঁহাদের শরীর আছে কি না। উহুঁ, না, তিলার্দ্ধও সংসারের সম্পর্ক রাখা হবে না। খাটি ধর্ম্মের সম্পর্ক ভিন্ন আর কোন সম্পর্কই থাকিবে না। জীবন্মুক্ত হইয়া পরিমিত আহার বিহার করিয়া বাড়ীতে থাকিয়াও যোগ সাধন করা যায়, এসব কথার কথা, গিল্টি। এখানে মানুষের ভেল্কী। যদি খাটি গম্ভীর বৈরাগী হইতে চাও তবে শ্মশানবাসী গৃহী হইতে হইবে। মনের ভিতরে জটাধারী সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে, তোমার ভয়ানক তেজ দ্বারা সংসার পরাস্ত হইয়া যাইবে। কতকগুলি সংসারের লোক তোমাকে কাঁদাইতে আসিল; কিন্তু তাহারা কাঁদাইবে কাহাকে? শ্মশানে বাস করিতেছে যে সে আর কি কাঁদিবে? অথবা কতকগুলি লোক তোমাকে হাসাইতে আসিল; কিন্তু যে শ্মশানে প্রাণনাশের প্রতীক্ষা করিতেছে সে কি হাসে? প্রণিধান কর, শ্মশানবাসী হইয়া গৃহধর্ম্ম আচরণ কর আর ভয় নাই। ধর্ম্মের জন্য বিষয়ের কথা কহ, যদি বিষয়ের জন্য বিষয়ের কথা কহ তবে যোগাসন ছাড়। যদি টাকার জন্য টাকা উপার্জ্জন করিবে, তবে যোগভূমি হইতে বাহির হইয়া যাও। গভীর ধর্ম্মের কর্ত্তব্য কর, স্ত্রীর পদসেবা কর, পুত্র কন্যাদের পদসেবা কর, ঈশ্বরের আদেশ পালন কর, এক আনা যদি কম হয় নরকে গমন। ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি স্ত্রীপুত্রাদির মনে দুঃখ দাও

বিচারপতি বিচার করিবেন।' ঔষধ বিনা যদি তোমার স্ত্রী মরে, যোগী তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র। এক ছিল এই মত, যোগ সাধন করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিবে, আর এক ছিল এই মত, যদি নিতান্তই সংসারে থাকিয়া যোগধর্ম্ম সাধন করিতে হয় তবে জীবন্মুক্ত হইয়া সংসার সম্ভোগ করিতে হইবে। এই উভয় মতকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া এইমত স্থাপিত হইল যে, যোগী শ্মশানবাসী অথবা নির্লিপ্ত বৈরাগী হইয়া বাস করিবেন। যোগী সম্পূর্ণ অন্ধ হইবেন, তাঁহার পক্ষে জ্যোতিও অন্ধ-কার। সেই যোগীর কাছে স্ত্রী আসিবে, তাঁহার পুত্রাদি হইবে, গৃহধর্ম্ম পালন হইবে, সমুদয় যোগিভাবে, অর্থাৎ কিছুই নাই এই ভাবে। যোগী সম্পূর্ণ অনাসক্ত। পিতা মাতা গুরুজন ভক্তিভাজন, স্বামী স্ত্রী প্রণয়ভাজন, সন্তা-নাদি স্নেহাস্পদ, ইহাদের প্রতি কি যোগীর আসক্তি হইবে না? যদি হয় তবে যোগশাস্ত্রের অপমান হইল। স্ত্রীর প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ কর, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দাও, ষোল আনা সংসারধর্ম্ম পালন কর; কিন্তু তোমার মন অবাতকম্পিতদীপশিখার ন্যায় অবিচলিত। যোগী হই-য়াছ বলিয়া সংসারী হইবে না কি লজ্জার কথা!! সংসারধর্ম্ম পালন করিতে যদি সাহস না হয়, যোগাভিমানী তোমাকে শত ধিক্। কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাবৎ কার্য্য করিবে, সকলের সেবা করিবে; কিন্তু নিজে নির্লিপ্ত থাকিবে। ঈশ্বর যাঁহাদি-

গকে তোমার হস্তে আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিবে, তাঁহাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিবে। গ্রহণ করুক আর না করুক স্ত্রীর কাছে যোগের কথা বল, ঈশ্বর দিন দেন দিবেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইবেন। আশু ফল দেখিতে পাও আর না পাও ছেলেকে ধর্ম্মের কথা বলে যাও। কিন্তু সাবধান, তুমি কাহারও প্রতি আসক্ত হইবে না, তুমি অনন্তকালের লোক ব্রহ্মপুত্র, তুমি কেবল তোমার ধর্ম্মের সংসার করিয়া যাও। বৈরাগ্যসম্পর্কে অদ্য এই পর্য্যন্ত।

সুন্দরোপাসনা।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই যে ভক্তির শেষ বিভাগ, সুন্দরের উপাসনা, সুন্দর সাধন, ইটি কেবল দ্বিতীয় বিভাগের পরিপক্কাবস্থা মাত্র। শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলময়কে দর্শন করিতে করিতে যে ক্রমে মত্ততা হয়, সেই মত্ততা হইতেই এই শেষ বিভাগের আরম্ভ হয়। এক দিকে যিনি 'শিবম্,' তিনি বারংবার ভক্তের নয়নগোচর হওয়াতে, অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া ভক্তের নিকট 'সুন্দরম্' হইলেন, আর এক দিকে ভক্তের প্রেম ভক্তি বারংবার উচ্ছ্বসিত হইয়া ঘনীভূত মোহ, মত্ততা অথবা মুগ্ধাবস্থা লাভ করিল। ঈশ্বরের অত্যন্ত দয়া দর্শনে অত্যন্ত প্রগাঢ় প্রেম হয়, আবার ক্রমাগত দয়ার উপর দয়া

দেখিতে দেখিতে যখন ঈশ্বর "দয়াঘন" "ঘন প্রেমের আধার" হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তিনি আশ্চর্য্য মনোহর রূপ ধারণ করেন, তাঁহার ঘন রূপের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং গভীর হয়। সেই রূপ দেখিলে ভক্তের প্রেম অত্যন্ত ঘনীভূত হয়। ঈশ্বর ভক্তের সম্মুখস্থ অল্প স্থানের মধ্যে তাঁহার আপনার ঘন প্রেম দর্শন করান। সেই প্রেম দর্শন করিলে প্রেম হয়, কিন্তু মত্ততা হয় না, সৌন্দর্য্য না দেখিলে মন মোহিত হয় না। তবে কি প্রেম কদাকার? না, কিন্তু দর্শকের পক্ষে প্রেমের সেই সৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে, যে প্রেম সে দেখিতেছে, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক প্রেম না হইলে, সে তাহাতে সৌন্দর্য্য না দেখিতে পারে, সুতরাং তাহার মোহ হয় না। অতএব ক্রমাগত ঈশ্বরের ঘন হইতে ঘনতর দয়া দেখিবে, তিনি দয়াঘন হইয়া অতি সুন্দর হইয়াছেন এই সুন্দর রূপ ভাবিতে ভাবিতে মোহিত হইবে। মোহিত হওয়া কি? অবাক্ হওয়া, বশীভূত হওয়া, যেমন লোক মদ্যপানে মত্ত হয়। একটি লোক পথে চলিতেছিল, হঠাৎ পথিমধ্যে একটি সুন্দর বস্তু দেখিল, তাহার চক্ষু স্থির হইল, আর সে চলিতে পারে না, সৌন্দর্য্য মানুষকে অচল এবং বশীভূত করে। ঈশ্বরের যতই ঘনরূপ দেখিবে, ততই প্রগাঢ়রূপে মোহিত হইবে। তবে মোহিত হইলে কি মানুষ নড়ে না? তবে কীর্ত্তনাদিতে মানুষ নৃত্য করে কেন? মোহের অবস্থাতে লজ্জা ভয় বিলোপ হয়, তখন কেহই

লজ্জা ভয়ের অনুরোধে কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু মোহের অবস্থাতে মানুষ একেবারে জ্ঞানহীন কিংবা চৈতন্যবিহীন হয় না, আনন্দের বেগে, মুগ্ধ হওয়ার প্রভাবে সে নৃত্য করিতে থাকে। যদি সৌন্দর্য্য দেখিবা মাত্র মন মোহিত হয় তবে আবার নাচিবে কেমন করে? নাচিলে কি মন অস্থির হইয়া গেল? সৌন্দর্য্যের প্রতি কি আর দৃষ্টি রহিল না? নৃত্যের প্রতি দৃষ্টি হইল? বাহিরের অস্থিরতা কি মনের অস্থিরতা জন্মাইল? না। যেমন চারি পাঁচটি কলস মস্তকে লইয়া নর্ত্তকী নৃত্য করে, গৃহস্থেরাও হয়ত দুই তিনটি কলস মস্তকে বহন করে, তাহাদের মস্তক স্থির থাকে, অথচ শরীর নৃত্য করিতেছে, চলিতেছে; সেইরূপ চক্ষু বিদ্ধ রহিল সেই সৌন্দর্য্যে, প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই সৌন্দর্য্যে, শরীর কেবল নৃত্য করিতেছে। ভিতরে মন সেই সৌন্দর্য্যের আকরকে দেখ্ছে, বাহিরে শরীর নাচ্ছে, হাস্ছে, কাঁদ্ছে। যাহারা অশিক্ষিত তাহারা যখন নাচে কিংবা হাসে অমনি তাহাদের ভিতরের যোগ কাটিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ ভক্ত চক্ষুকে সেই সৌন্দর্য্যরসে বদ্ধ করিয়া রাখেন। দর্শকের নয়ন স্থির রহিল সেই সৌন্দর্য্যে, তাহার চক্ষু, হস্ত, পদ আনন্দ প্রকাশ করিল ক্ষতি কি? ইহাই যথার্থ মুগ্ধ হওয়া। ঈশ্বরের ঘন গভীর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য যত বার দেখিবে তত অধিক পরিমাণে মোহিত হইবে, এবং সেই পরিমাণে প্রাণ স্থির হইয়া আসিবে। মুখ নানাপ্রকার

প্রলাপবাক্য বলিতে পারে, শরীর দৌড়িতে পারে; কিন্তু মন সেই কলসবাহকের ন্যায় স্থির রহিয়াছে। অতএব বাহ্যিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না। কেবল ভিতরে বারংবার অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিবে। প্রকৃত ভক্তি-শাস্ত্রে মুগ্ধ হওয়া সেই ঘন হইতে ঘনতর সৌন্দর্য্য দেখা। তৃতীয় বিভাগে কোন নূতন প্রকার সাধন নাই। সেই শিবপূজার 'শিবম্' অত্যন্ত প্রেমময়। প্রেম ঘন, প্রেম ঘনতব হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং সেই সোন্দর্য্য দেখিয়া ভক্তের মন মোহিত হইল। ক্রমে যত সৌন্দর্য্য দেখিবে তত প্রগাঢ় মোহ হইবে। ভিতরে স্থির রহিল, বাহিরে চঞ্চলতা। যদি ভিতরের চক্ষু অন্য দিকে তাকাইতে চায়, তবে জানিবে সেই সৌন্দর্য্য দেখা হয় নাই। যখন প্রাণ সেই সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আর অন্য দিকে যাইতে ইচ্ছা করিবে না, তখন জানিবে প্রাণ স্থির হইয়াছে। যে পরিমাণে অন্য দিকে যাইবে সেই পরিমাণে মোহের অল্পতা।

সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে যে ঈশ্বরের প্রতিভার সৌন্দর্য্য দর্শন হয় তাহা বাস্তবিক তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন নহে। সর্ব্বোচ্চ মুগ্ধাবস্থাতেও জ্ঞান থাকিবে যে আমি মোহিত হচ্ছি; কিন্তু নড়্‌তে পার্‌ছি না। চক্ষু খুলিয়াও সত্য দর্শন হইবে।

শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য

হে যোগশিক্ষার্থী, সংসারসম্বন্ধে বৈরাগ্য কি এবং কি আকার ধারণ করে তুমি ইতি পূর্ব্বে জানিয়াছ। ইতি পূর্ব্বে যেমন বাহির হইতে ভিতরে, এবং ভিতর হইতে বাহিরে, যোগের দুই প্রকার গতি শুনিয়াছ, বৈরাগ্যেরও সেইরূপ দুই প্রকার গতি আছে। এক অপদার্থ হইতে পদার্থে, আর এক পদার্থ হইতে অপদার্থে। বাহিরের এ সমুদয় অপদার্থ, কিছুই নহে, এসমুদয় অসার, ইহা জানিয়া যে ভিতরে পদার্থ অন্বেষণ করা তাহাই অপদার্থ হইতে পদার্থে যাওয়া। যত বিষয় ভাল না লাগে তত বিষয়ের অতীত যিনি তাঁহাকে ভাল লাগে। যত পৃথিবীর অসারতা বুঝিবে, তত ব্রহ্মের সারতা অনুভব করিবে, যত বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইবে, তত ভিতরের আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে। এই যে বৈরাগ্য ইহা অপদার্থ হইতে পদার্থে গমন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য যাহা পদার্থ হইতে অপদার্থে গমন তাহাই শ্রেষ্ঠ। যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে এই দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ ই শ্রেষ্ঠ। পদার্থ হইতে অপদার্থে গতি; সে কিরূপ? পদার্থ পাইয়াছি বলিয়া অপদার্থ ভাল লাগে না। প্রথম প্রকার বৈরাগ্য হইল বিষয়রসে মন তৃপ্ত হয় না বলিয়া, সংসার ভাল লাগে না বলিয়া যিনি বিষয়ের

অতীত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া। দ্বিতীয়-প্রকার বৈরাগ্য হইল, ঈশ্বরকে পাইয়া পূর্ণকাম হইয়াছি বলিয়া আর বিষয়সুখভোগের বাঞ্ছা নাই। অপদার্থ হইতে পদার্থে গমন সন্ন্যাসী উদাসীনের অবস্থা। পদার্থ হইতে অপদার্থে গতি প্রকৃত যোগীর অবস্থা। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগবিধি। যত বিষয় লালসাত্যাগ তত ব্রহ্ম-প্রাপ্তির আনুকূল্য। যত ছাড়িবে সংসারে, তত পাইবে পুণ্যলোকে। ইহা বৈরাগ্যের প্রথম পথ। শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর শাস্ত্র কি? যখন যিনি এত বড় তাঁহাকে পাইয়াছ, তখন আর কেন অসারের বাসনা কর? পদার্থ পাইয়া যে অপদার্থত্যাগ তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। পদার্থলাভ উৎ-কৃষ্ট বৈরাগ্যের হেতু। ভাল হইব বলিয়া সংসার ছাড়িব, উৎকৃষ্ট বৈরাগীর মনে এই চিন্তার স্থান নাই। কেন না তাঁহার মন পূর্ণ। পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটী ফোটা সংসারের সুখও রাখা যাইতে পারে না। যেমন ধর্ম্মগম্ভীর লোক ছিপ্‌লা চঞ্চলচিত্ত লোকদিগের সঙ্গে থাকিতে পারে না, যেমন যথার্থ বণিক্ সোণারূপো ভিন্ন সামান্য ঝুটো বস্তু লইয়া কার্য্য করে না, সেইরূপ যিনি পদার্থ পাইয়াছেন তাঁহার আর অপদার্থ ভাল লাগে না। ভিতরে যদি সূর্য্য থাকে বাতি জ্বালে কে, এই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যের যুক্তি। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে দীনতাবৃদ্ধি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগ, কল্যকার জন্য চিন্তাবিহীনতা, দুঃখী ভিক্ষুকের ন্যায়

প্রতিদিন ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করা। শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর পক্ষে আহার চিন্তা প্রভৃতি স্বতন্ত্র রহিল না। ব্রহ্ম যাহা বলেন তিনি তাহা করেন। ব্রহ্মেতেই তাঁহার স্থির নিষ্ঠা। সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্যজ্ঞানে করেন। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভের প্রত্যাশায়, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভ হইয়াছে বলিয়া। এক জন একটী টাকা দিলেন, স্বর্গের অনেক ধন পাইবেন বলিয়া, অন্য জন স্বর্গের ধন পাইয়াছেন বলিয়া পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত। বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে এই দুই বিধিই অবলম্বনীয়। কিন্তু, হে যোগার্থী, তোমার ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে শেষ বিধিই শ্রেষ্ঠ। প্রথম শ্রেণীর বৈরাগ্যে ত্যাগ বহু আদৃত কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর অভিধানে ত্যাগ এই শব্দই নাই। আমি একটী পয়সা দিলাম টাকা পাইবার জন্য ইহাতে ত্যাগ বলা যায়; কিন্তু উচ্চাবস্থায় যখন একটী টাকা পাইলাম, তখন একটী পয়সা দেওয়াতে যে ত্যাগ বলে সে মূর্খ মিথ্যাবাদী। যেখানে কেবল লাভ সেখানে ত্যাগ কি? নয় তেষট্টি পয়সা হইল। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ স্বর্গরাজ্য পাইবে বলিয়া, যখন স্বর্গলাভ হইল তখন আর ক্ষতি কি? বাস্তবিক একটী পয়সা ছাড়া ত্যাগ হয় কি না? ত্যাগ হয় না। একটী টাকার তুলনায় একটী পয়সা কিছুই নহে। ব্রহ্মকে পাইলে আর সেরূপ সংসারপিপাসা থাকে না, সুতরাং সংসার ছাড়া আর ত্যাগ কি? যত দিন ভাল বস্ত্র না পাও তত দিন ছেঁড়া কাপড়

ছাড়া ত্যাগ ; কিন্তু ভাল বস্ত্র পাইলে আর ছেঁড়া কাপড় ছাড়া ত্যাগ কি? বাড়ী প্রস্তুত হইল, মনোগৃহ ধনে পরিপূর্ণ হইল, তখন জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিলে ইহা আর ত্যাগ কি? অতএব বিষয়লালসা ছেড়ে দেওয়াকে শ্লাঘা মনে করিও না। যত দিন মনে করিবে আমি ত্যাগ করিতেছি, তত দিন তুমি অর্দ্ধ বৈরাগী। যখন জানিবে আমি ত্যাগ করিতেছি না তখন পূর্ণ বৈরাগী। আজ এই পর্য্যন্ত।

জীবনগত ভক্তি।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই যে মুগ্ধভাব সৌন্দর্য্য দেখিয়া হয় এইটির স্থান কোথায়? শরীরে কি মনে? হৃদয়ে কি জীবনে? সৌন্দর্য্য দেখিয়া মত্ত হইলে মনই মত্ত হয়, তবে চক্ষু দিয়া জল পড়ে কেন? শরীর নৃত্য করে কেন? এই জন্যই জিজ্ঞাসা করি, এই মুগ্ধভাব শারীরিক কি মানসিক? যখন মনের ভিতরে মত্ততার ভাব উথলিত হয়, তখন সেই ভাব বাহিরে অর্থাৎ শরীরে আসিয়া উপস্থিত হয়, শরীর মনের সহানুভূতি করে। শরীর মন এক হয়, শরীর মনের অনুগামী সহগামী হয়, মনের সঙ্গে শরীরের বন্ধুতা হয়, যোগ হয়; কিন্তু বাস্তবিক মনই মত্ত হয়। তবে বাহিরে যে মত্ততার লক্ষণ দেখা যায় তাহা খাটি

মত্ততা নহে। ভিতরে যে মত্ততা হয় সেইটীই মত্ততা। বস্তু যাহা প্রার্থনীয় তাহা ভিতরে। শরীরে মূর্চ্ছা কিংবা অজ্ঞান হওযা মত্ততা নহে। প্রকৃত মত্ততা সজ্ঞানতা, চৈতন্য ভক্তের নাম। অচেতন ভক্ত আর সোণার পাথরবাটী সমান। চৈতন্য ভিন্ন ভক্তি কোথায়? যাঁহাকে ভক্তি করিতেছ তাঁহারই সুন্দর মুখ দেখিতেছ, সেই জ্ঞান চাই। যদি জ্ঞান চৈতন্য না থাকে তবে বিমোহিত হইবে কে? অতএব অচেতন ভক্ত হয় না। চৈতন্য আধারে ভক্তি হয়। অচৈতন্য অবস্থায় ভক্তি অসম্ভব। যেখানে চেতন পুরুষ সেখানে ভক্তি সম্ভব। পাথরে ভক্তি ভাব হয় না। মোহিত হওয়া মূর্চ্ছিত হওয়া এক নহে। ভক্ত ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের সেই সৌন্দর্য্যরস পান করেন। যাই দর্শন কেটে যায়, অমনি মত্ততাও কেটে যায়। নিদ্রা, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না। এইটি ভক্তিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। অতএব ইহা স্থির হইল যে মত্ততা চৈতন্যময় মনের মধ্যে হয়, শরীরে নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, মত্ততা হৃদয়ে কি জীবনে? ভাবের মত্ততা অনেকের হয়। অনেকে সকল কর্ম্ম কার্য্য ছাড়িয়া, হয়ত দুই চারি ঘণ্টা নিজের হৃদয়ের ভাবেতেই মত্ত হইয়া থাকেন। সেই ভাবের মত্ততাতেই তাঁহাদের অত্যন্ত উল্লাস এবং আনন্দ। কিন্তু প্রকৃত মত্ততা, হে ভক্তি-

শিক্ষার্থী, তুমি জানিয়া রাখ, জীবনগত। কেবল হৃদয় ভক্তির আধার নহে; সমস্ত জীবন ভক্তির মত্ততার আধার। প্রকৃত মত্ততায় কেবল হৃদয় নহে; কিন্তু সমস্ত জীবন মধুময় হয়। জল যদি কেবল বৃক্ষের শাখায় প্রদান কর, তাহা সমস্ত বৃক্ষকে পরিপোষণ করিতে পারে না, কিন্তু যে জল বৃক্ষের মূলদেশে সিক্ত হয়, তাহা শাখা, প্রশাখা, এবং পল্লবাদিপূর্ণ সমস্ত বৃক্ষকে পরিপুষ্ট এবং সতেজ করে। সেইরূপ যে মত্ততা আত্মার গভীরতম মূলদেশে যায় তাহা সমস্ত জীবনকে মধুর করে। প্রকৃত মত্ততা হৃদয়ের একটি সাময়িক ভাব নহে, ইহা জীবনের অবস্থা। একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে। যাহারা মাদকের পূর্ণ মত্ততা ভোগ করিতে চায় তাহারা সুচতুর হইয়া খুব ভিতরে বারংবার দম টানিয়া লয়, ভিতরে সেই মাদকের ধূঁয়া এত টানিয়া লয় যে তাহাতে ভিতর পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ সুচতুর ভক্ত ভিতরে সেই সৌন্দর্য্যরস এত দূর আকর্ষণ করিয়া লয় যে, তাহার সমস্ত জীবন, এবং অন্তর বাহিরের সমস্ত ব্যাপার মিষ্ট হইয়া যায়।

বৈরাগ্য আচ্ছাদন।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্যবিষয়ে আরও দুই পাঁচটী কথা আছে শ্রবণ কর। যে বৈরাগ্য অহঙ্কারের কারণ হয়

তাহা মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। আমি এত দূর স্বার্থত্যাগ করিয়া বড় হইয়াছি, এই জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয় না, অতএব যাহাতে অহঙ্কারের উত্তেজনা না হয়, এরূপ আচরণ করিতে হইবে। ভিতরে যাহা বাহিরে তাহা নহে, কপটতা। ভিতরে মন্দ অথচ বাহিরে আপনাকে ভাল বলিয়া প্রকাশ করা দূষণীয় কপটতা, কিন্তু ভিতরে ভাল বাহিরে লোককে তাহা জানিতে না দেওয়া যদি কপটতা হয় তাহা প্রার্থনীয়। লোকে জানুক আমার কত দূর দীনতা, এবং কত দূর বৈরাগ্য হইয়াছে, এ ভাবে কাজ নাই। কষ্ট যদি লইতে হয় অন্ধকারের ভিতরে গিয়া প্রবেশ কর। ভিতরে, ভিতরে বৈরাগ্যের চাপ যাহাতে অনুভূত হয় এমন উপায় কর। বাহিরের লোকদের দেখাইবার আবশ্যক নাই।

দ্বিতীয়তঃ উহা বাহির না হইয়া অন্তরে বদ্ধ থাকা এই জন্য আবশ্যক যে তাহাতে অনেকের অনিষ্ট হইবে না। অনেকে বাহিরের লক্ষণ দ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য বুঝিতে না পারিয়া অনধিকার চর্চ্চা করে। বৈরাগ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহারা অনেক অসার কল্পনা এবং কুতর্ক করে। অতএব এ সকল গভীর বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সকল শাস্ত্রেই যাহা নিগূঢ়, তাহা গুপ্ত। যত দূর সম্ভব বৈরাগ্য গোপনীয়। অতএব বৈরাগ্য দেখাইবার জন্য সাহসী হইবে না।

যিনি দেখাইবেন, তাঁহার অহঙ্কার, এবং যাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে। যদি ভিতরে দীনতা থাকে বাহিরে অন্ততঃ এমন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যে তত দীনতা প্রকাশ না পায়। যদি মনের ভিতর শুষ্কতা হয় বাহিরে তৈল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে, ভিতরে যদি অপমানিত এবং যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যথিত হও, বাহিরে অম্লান ভাব, এবং ভদ্রভাবসনে তাহা আচ্ছাদন করিবে। ধনীদের ন্যায়ও হইবে না অত্যন্ত দরিদ্রদিগের ন্যায়ও হইবে না। শুধু তাহাও নহে, আরও একটি নিয়ম রাখিতে হইবে। যদি উপবাস কর সমস্ত দিনের মধ্যে কিছু আহার করিবে, তাহা হইলে অহঙ্কার হইবে না। অত্যন্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিলে অহঙ্কার হইতে পারে, অএতব ভাল বস্ত্র পরিবে। অবলুণ্ঠিত হইলে অহঙ্কার হইতে পারে, অতএব বাহ্যিক কিছু করিবে না, মনেতে অবলুণ্ঠিত হইবে। বৈরাগ্যের দিকে কিছুমাত্র অহঙ্কার রাখিবে না। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বৈরাগ্য, দীনতা, ভিকারীর ব্রত, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান। বাহিরের লোক বৈরাগী বলিবে; কিন্তু কষ্টগ্রাহী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসা করিতে পারিবে না। বরং এই বলিয়া নিন্দা করিবে, এই ব্যক্তি তত দূর বৈরাগী হইতে পারে নাই। বৈরাগ্য লোকে জানিবে না; কিন্তু তোমার মনের ভিতর ষোল আনা বৈরাগ্য, দীনতা, মস্তকমুণ্ডন, কৌপীন, দণ্ড সকলই চাই। তুমি নিজে জানিবে, আমার এসকলই

হইয়াছে। লোকের নিন্দা তোমাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবে, লোকের প্রশংসা তোমার ধর্ম্ম বিকৃত করিবে। লোকে জানিতে পারিল না অথচ ভিতরে বৈরাগী, ইহা প্রার্থনীয়। জলের বাঁধ জল হয় না, স্থল হয়, পাথর হয়। দীনতাকে রক্ষা করিতে পারে না দীনতা, দীনতার প্রাচীর অধীনতা, দুঃখের প্রাচীর সুখ। কৌপীন পরিয়া আছে যে আত্মা তাহাকে রক্ষা করিবে ভদ্র বস্ত্র পরিয়া আছে যে শরীর।

নিরবলম্ব ভক্তি।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, ইতিপূর্ব্বে এই প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে, ভক্তির মুগ্ধাবস্থা শরীরে কি অন্তরে, হৃদয়ে কি জীবনে? তুমি শুনিয়াছ, যথার্থ মোহিত অবস্থা অন্তরে এবং জীবনে। আবার এই প্রশ্ন, এই মোহিত অবস্থা নির্জ্জনে না সজনে? বাহ্যিক উত্তেজনাতে এক প্রকার ভক্তিভাব হইতে পারে। পাঁচ জন ভক্তের সহিত একত্র নাম সংকীর্ত্তন, কিংবা সদালাপ করিলে মন মোহিত হয়; কিন্তু এ সকল কারণে যে ভক্তি হয় তাহা বাহ্যিক অবলম্বনসাপেক্ষ। যথার্থ মোহিত ভাব বাহিরের কোন অবলম্বনের উপর নির্ভর করে না, আপনি সংসিদ্ধ হয়। কেবল নির্জ্জনে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দর্শনে যে মুগ্ধাবস্থা তাহাই যথার্থ নিরবলম্ব ভক্তি। সাধু সঙ্গের গুণে, অথবা ভাল

গান শুনিয়া যে মোহিত হওয়া তাহা অন্য শ্রেণীর ভক্তি। তাহা অবলম্বনসাপেক্ষ। বহুজনমিলন, বহুকীর্ত্তন, ইত্যাদিতে যে মন মোহিত হয়, সময় বিশেষে যদিও তাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা প্রকৃত নহে, অতএব সর্ব্বোপায়ে এই চেষ্টা করিবে, কেবল খাটি অন্তরের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন মোহিত হয়। দর্শন হওয়াতেই দর্শকের মন মোহিত হইবে, আর কোন হেতু নাই। প্রকৃত ভক্তি অহৈতুকী, নিরবলম্ব। অতএব মোহিত হইলে কি না কেবল তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না; কিন্তু অন্তরে সেই খাটি রূপ দর্শন করিয়া মোহ হইল কি না তাহা দর্শন করিবে। সেই আন্তরিক দর্শনে, আন্তরিক গুণ গ্রহণে মন মুগ্ধ হইবে। এই প্রকারে ভিতরে ভিতরে আপনার মধ্যে নির্জ্জনে সেই রূপ দর্শনে এমনি গভীররূপে মুগ্ধ হইবে যে চিরজীবন সেই অনন্তরূপসাগরে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে।

দর্শনারম্ভ।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগী হইলে কি করিতে হয়, বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়া হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ যোগের প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে। মনুষ্য বুঝিল যে সংসার অসার, সুতরাং সে সংসার ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্যাসী হইয়া অন্তরের

অন্তরে প্রবেশ করিবে। বৈরাগ্য না হইলে হৃদয়ে প্রবেশ করা যায় না। কেন না সংসার টানিবে। এই জন্য যোগ-শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম সাধন বৈরাগ্য। অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমেই বৈরাগী সারাৎসারের অন্বেষণে হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু বৈরাগীর চক্ষু যাই মুদিত হইল অমনি ঘোরান্ধকার। সর্ব্বপ্রথমে ঘোরান্ধকার দেখিবে। চিন্তা কি কল্পনা দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিবে না। বাহিরে কিছুই নাই নেতি নেতি নেতি, এই বলিয়া গাঢ়তম অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহা অভাবপক্ষের সাধন। যখন বাহিরের কোন বস্তু রহিল না, ভিতরের জগৎ ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্ন অথবা জঞ্জালশূন্য, সেই অন্ধকারের ভিতরে "সত্যং" আছেন, ইহা সাধন করিতে হইবে। যাহা সৎ যাহা আছে, যাহা সার বস্তু, তাহা এই অন্ধকার মধ্যে আছে। এই সৎ কেমন করিয়া দর্শন করিতে হয়, কেমন করিয়া এই সৎকে আয়ত্ত এবং ভোগ করিতে হয় ক্রমশঃ বলা হইবে। প্রথমে ঘন অন্ধকার দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ ঘন কাল দ্বারা হৃদয় ছবিকে কাল কর, সেই কাল জমির উপর সত্য-স্বরূপকে আঁকিবে। ভূমি প্রস্তুত হইলে পরে বীজ বপন। চিত্রকর যেমন আগে ভূমিতে কাল রং দিয়া পরে তাহাতে অন্যান্য সুন্দর বর্ণ ফলায়, সেই রূপ হৃদয়ভূমিকে এক বার ঘন কাল অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে হইবে। পরে তাহার মধ্যে সত্যস্বরূপের জ্যোতি এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে।

মত্ততা।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, মত্ততা মিষ্টতা মিষ্টতা মত্ততা, বাস্তবিক এই দুই মূলেতে এক। মিষ্টরসপানে মত্ততা হয়। যে সামগ্রীতে মত্ততা হয় সেই সামগ্রী অত্যন্ত মিষ্ট। ব্রহ্ম মিষ্ট কি না? এই প্রশ্নের উত্তর কি দিবে তাহারা, যাহারা ভক্তিরসজ্ঞ নহে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের অনেক গুণ আছে; কিন্তু ঈশ্বর মিষ্ট কি না, এই প্রশ্নের উত্তর কোন জ্ঞাত স্বরূপে পাওয়া যায় না। ইহা আস্বাদনের ব্যাপার, শরীর মনের অবস্থা। মত্ততার অবস্থায় ঈশ্বর পানে তাকাইলে মিষ্টতা হয়। ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি এই বিষয়ে সাবধান হইবে, মিথ্যা বলিবে না, কল্পনা করিবে না। মিষ্টরসাস্বাদ না করিতে পারিলে সরল ভাবে বলিবে মিষ্টতা ভোগ করিতে পার নাই। প্রথমাবস্থায় অবিচ্ছেদে মিষ্ট রস পান করা অতি দুর্ঘট। সকল সময় কে বলিতে পারে "দয়াময় কি মধুর নাম"? ব্রহ্মনামের মিষ্ট রস পান না করিয়া ব্রহ্মনাম বড় মিষ্ট এ সকল কথা বলা ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এখন তুমি যে সকল কার্য্য কর, এবং যে সকল কথা বল, ভক্তির অনুরোধে তোমাকে সে সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। মিষ্ট তখন বলিতে পার যখন মিষ্ট খাচ্ছ। সকল সময়ে এবং সকল দেশে, জ্ঞানীর চিনিকে মিষ্ট বলিবার অধিকার আছে। ভক্ত পারেন না,

ভক্তকে ঈশ্বর এ অধিকার দেন নাই, তিনি যখন খাচ্ছেন তখনই কেবল মিষ্ট বলিতে পারেন। ঈশ্বর মধুময় এই কথা কখন বলা যায়? যখন সেই মধু পান করা হচ্ছে যখন শরীর মন সেই রসে ডুবে আছে। ঈশ্বরের মিষ্টতা ভোগ করা, এবং ঈশ্বর মধুময় ইহা জানা, এই দুইতে কেমন প্রভেদ জান, যেমন স্বর্গ আর পৃথিবীতে, জল আর পাষাণে অথবা পুষ্প আর শুষ্ক কাষ্ঠে। ক্রমে সাধন এবং অভ্যাস দ্বারা এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। সেই মিষ্ট রস ভোগ করিতে করিতে বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ মাত্র মনের মধ্যে আবল্য উপস্থিত হয়, এবং প্রেমে হৃদয় ঘোর হইয়া আসে। প্রকৃত মত্ততাসম্পর্কে আপনার ধাত বুঝিবে। এই বিষয়ে মনে মুর্খতা থাকিতে দিবে না। যখন আত্ম-পরিচয় পাইবে, তখন মত্ততা স্থায়ী করিতে শিখিবে। অন্তরে মিষ্টতা ভোগ করিতে পারিতেছ না, অথচ দয়াময় কি মধুর নাম, এই গান করিবার প্রয়োজন কি? যখন মিষ্ট রস ভোগ করিতে পার না, তখন বিচ্ছেদের জ্বালা হওয়া আব-শ্যক। অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস পান করা সাধারণ ব্যাপার নহে, কোটি কোটি লোকের মধ্যে যদি চারি পাঁচ জন ভক্ত থাকেন এমন ধারা আবার কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে দুই এক জন কেবল অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস পান করিতে পারেন। যখন মিষ্টতা আস্বাদ করিতে পারিবে না তখন ব.িবে আমি অত্যন্ত নরাধম; কিন্তু আর আমি পাথর হইয়া থাকিব না,

জল হইব, প্রেমিক হইব। ক্রমে ক্রমে দেখিবে বিচ্ছেদের সময় অল্প হইয়া আসিবে, এবং মত্ততার অবস্থা অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইবে।

মিষ্টতা আস্বাদন হয় ত দুই মিনিট হইল, কিন্তু তাহার ফল অনেক ক্ষণ স্থায়ী। যথার্থ রসাস্বাদন প্রাণের ভিতরে মিষ্টতা, আরাম আনিয়া দেয়। হয়ত দুই মিনিট রসাস্বাদন করা হইল; কিন্তু দুই শত মিনিট সেই আরামে থাকিবে। মিষ্ট বস্তু যে সর্ব্বদা আহার করি তাহা নহে। যেমন শীতল জলে স্নান করিয়া আঃ বলিলে যে আরাম হয় তাহা সমস্ত দিন থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের মুখচন্দ্র দেখিলে যে অন্তরে মিষ্ট রস অনুভূত হয় তাহা সমস্ত জীবনে থাকে, যদি আর তিক্ত রস পান না করা হয়। তিক্তরস পান করিলে, আবার সেই মিষ্ট রস পান করিবে। কখন মিষ্টতা অথবা মত্ততা ছেড়ে গেল, এই জ্ঞানটি ভক্তিশিক্ষার্থীর পক্ষে সতেজ থাকা আবশ্যক।

অন্ধকারের প্রশংসা।

হে যোগশিক্ষার্থী, এই যে হৃদয়ের ভিতরে অন্ধকার দেখিলে (অন্ধকার দেখিলে এই শব্দ ঠিক, ইহাতে ভুল নাই, যেমন আলোক দেখা, তেমনই অন্ধকার দেখা) এ অন্ধকার দেখা কি? যেখানে কিছুই নাই তাহা অন্ধকার। বাস্তবিক

যোগসাধন করিতে হইলে এই অন্ধকার দেখিতে হয় অর্থাৎ অন্ধকারের প্রতি নয়ন স্থির রাখিতে হয়। ভিতরের জ্ঞান-চক্ষু, সমক্ষে, উপরে, দক্ষিণে, বামে, ভিতরে, বাহিরে কেবলই অন্ধকার দেখিবে, তন্মধ্যে কিছুমাত্র জ্যোতি নাই, বিদ্যুৎও নাই, অবিচ্ছিন্ন গাঢ় অন্ধকার। অনেকের পক্ষে এই অন্ধকার সহ্য হয় না। এই নিবিড় অন্ধকার দেখিয়া নূতন বৈরাগীর ইচ্ছা হয় নয়ন আবার খুলি, কিন্তু এই অন্ধকারকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যোগীর পক্ষে আলোক অসার, এই অন্ধকার সার। যে অন্ধকার যোগাসনে বসিয়া দেখা যায়, তাহা ব্রহ্মের মুখের আবরণ। এই অন্ধকারের ভিতরে পরম বস্তু। এই অন্ধকারই সেই বস্তু। অন্ধকার-রূপে সেই সার সত্তা নিমীলিত নয়নের ভিতরে যে উন্মীলিত নয়ন তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। এই অন্ধকারলক্ষণাক্রান্ত যে জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, ঈশ্বরের রাজ্য, তাহা প্রকাশ পায়। এই অন্ধকার পদার্থের অন্ধকার। এই অন্ধকার দেখিয়া বালক পলায়ন করে, কিন্তু জ্ঞানী ইহার মধ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করে, এবং যোগী আদরের সহিত এই অন্ধকারকে চুম্বন করে। মূঢ় মন এই অন্ধকার সহ্য করিতে না পারিয়া বলপূর্ব্বক চক্ষু খুলিয়া বাহিরে পলায়ন করে। অথবা চক্ষু বদ্ধ করিয়া থাকিলেও সে এই অন্ধকারের মধ্যে আবার তাহার নিজের ইচ্ছামত একটি ছোট জগৎ কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করে, এবং সেখানে সংসার চিন্তা করে। যেমন

চোর কারাবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সে তাহার ভিতরে আবার তাহার আপনার লুক্কায়িত সামগ্রী ভোগ করিতে লাগিল। খুব যদি কলেতে চাবি দিয়ে, দম দিয়ে রেখে দাও, ভিতরে চলিবেই বাহিরে স্থির থাকিবে। সেইরূপ ভিতরে যত ক্ষণ আসক্তির দম থাকিতেছে তত ক্ষণ মন সংসারের বস্তুতে ঘুরিতেছে। মূঢ়ের এই অবস্থা হয়। জ্ঞানী যিনি তিনি অন্ধকার দেখিয়া ভয় পান না; কিন্তু তাহার মধ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করেন, আশা করেন, বিশ্বাস করেন। তিনি প্রকৃত যোগী তিনি আঃ বলিয়া অন্ধকারকে আলিঙ্গন করেন। তিনি বলেন, এসেছ প্রিয় অন্ধকার এস তোমাকে আলি-ঙ্গন করি। যেমন সৃষ্টির মধ্যে জল, পর্ব্বত, ফুল, বৃক্ষ, ইত্যাদি এক একটি পদার্থ, নিরাকার অন্ধকারও সেইরূপ একটি বস্তু, এবং যোগীর পক্ষে পরম বস্তু। ঘোর কাল ঘন ঘনতর ঘনতম অন্ধকার দেখিলে শরীর স্তম্ভিত হয়, লঘুভাব চলিয়া যায়। যথার্থ যোগী বলেন অন্ধকারই বস্তু, চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখা যায় এ সকল অবস্তু। অন্ধকারই একটি সুখের বস্তু। ইহা কিছু দিন সাধন এবং শিক্ষা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্ধকারস্পর্শে গাম্ভীর্য্য হইবে, পরে সুন্দরম্ হইবে। অন্ধকারের এত মহিমা এত প্রতাপ। অন্ধকার পূজা কর। খুব অন্ধকারে থাকিতে তোমার স্পৃহা হউক।

ভক্তি দুর্লভ কেন?

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, ভক্তি স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বভাব হইতে হয়। এই জন্য ইহা সুলভ এবং এই জন্যই ইহা দুর্লভ। সুলভ কেন? স্বাভাবিক যে সকল ভক্তির উত্তেজক ব্যাপার আছে তাহার মধ্যে হৃদয়কে রাখিলেই ভক্তি হয়। দুর্লভ কেন? ভক্তি এত কোমল যে একটু সামান্য বিঘ্ন হইলেই আর ভক্তি থাকে না। ভক্ত চটে না কিন্তু ভক্তি চটে। সামান্য কারণে ভক্তি চলিয়া যায়। চক্ষুতে যেমন চুলপড়া সামান্য কারণ হইলেও চক্ষুঃপীড়া হয়, সেইরূপ সামান্য কারণে ভক্তির বিদায় হয়। তবে ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থা যে মত্ততা তাহার প্রয়াসী যদি তুমি হও, ভক্তিশিক্ষার্থী, বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মত্ততা শীঘ্র হইতে পারে, আবার শীঘ্রই যাইতে পারে। যদি একটু অন্যথা হয় দেখিবে মত্ততা চটে গেল। ভক্তের অভিমান নাই; কিন্তু ভক্তির বড় অভিমান হয়। এই জন্য ভক্তির সহবাস বড় কঠিন। ভক্তি সপত্নী সহ্য করে না। সমস্ত হৃদয় ভক্তির হাতে দিতে হবে, একটু অন্য দিকে ঝুঁকিলে অমনি দেখিবে ভক্তি কোথায় গেল। এই জন্যই ভক্তি সুলভ এবং দুর্লভ। যখন ভক্তি আসে ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়, আর যদি একবার ভাঙ্গে, ভক্তি আর গড়ে না। ভাঙ্গিলে আবার গড়া কঠিন, কাচের মত। অত যে ব্যাপার তাহার মধ্যে যদি একটু মনের বৈলক্ষণ্য, চিত্তবিকার হয়, অমনি সমস্ত নষ্ট হয়।

যেমন অত দুগ্ধ তাহার মধ্যে যদি এক বিন্দু টক্ দাও, সেই দুগ্ধের আস্বাদন আর থাকে না। ধাবিত হইয়া আসিতেছে যে মত্ততা তাহাকে কোন প্রকারে বাধা দিবে না।এ সকল সূক্ষ্ম ব্যাপার ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে তাঁহার সম্বন্ধীয় সমুদায় ব্যক্তি এবং বস্তুর প্রতি অনুরাগ হইবে। যে পুস্তকে তাঁহার নাম আছে, যে গৃহে তাঁহার পূজা হয়, যে সকল সাধকেরা তাঁহার পূজা করে, প্রগাঢ় মত্ততার নিয়মানুসারে এ সমুদায় স্থানে অনুরাগ যাইবে। যে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ঈশ্বরের নাম অনুকীর্ত্তিত হয় তাহার প্রতি যদি কেহ অবহেলা করে, সে তাহার ভক্তি পথে কণ্টক আনয়ন করে, এবং সেই পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি মত্ত হইব আর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ব্যক্তি এবং বস্তুকে ভাল বাসিব না ইহা হইতে পারে না। প্রণয়ে মত্ততা সর্ব্বগ্রাসী। যে আসনে বসিয়া ভক্ত পূজা করেন, সেই আসনের সূতগুলি পর্য্যন্ত মনোহর হয়। যাঁহারা বিশেষরূপে ঈশ্বরের ভক্ত, সেই ভক্তদিগের বাড়ী, তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র, সেই স্ত্রীপুত্রদিগের ভৃত্য, সেই ভৃত্যদিগের গ্রাম ও ভৃত্যদিগের বন্ধুরাও ঈশ্বরপ্রেমমত্তের প্রিয় হয়। এক ভক্তি-শৃঙ্খলে সমুদায় বদ্ধ হয়। একটি টানিলে সমুদায় আসে, যদি না আসে তুমি ভক্ত নহ। মিষ্টতার কথা শুনিয়াছ। যেমন মিষ্টভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে তেমনি মিষ্টতার সহিত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সমুদায় জীব এবং বস্তুকে দেখিবে। যে যে

অক্ষরে ঈশ্বরের নাম হয় সেই প্রত্যেক বর্ণ, তোমার পক্ষে মিষ্ট হইবে। যে রাজ্যের রাজা ভক্তবৎসল, তাহার সমস্ত পদার্থ মধুময় হইবে। প্রাণ মন সুমধুর হইবে। অন্তরে বাহিরে মধু প্রবাহিত হইবে। কেবলই মধুর ভাব, মিষ্টভাব, মোহিত ভাব, প্রসন্ন ভাব। অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম্ম-পুস্তক, কি সঙ্গীত, কি খোল, ভক্তসম্বন্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা অনাদর আসিতে দিবে না। এইরূপে প্রগাঢ়, প্রকৃত মত্ততা পাইবার জন্য আপনাকে স্বভাবের স্রোতে ফেলিয়া দিবে।

ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।

হে যোগশিক্ষার্থী, দেখিলে মনের ভিতর সমুদায় অন্ধকার হইল। কোন কষ্টেতে কিংবা বহু আয়াসে এই অন্ধকারের প্রকাশ হইল না। এই অন্ধকারের আগমন স্বাভাবিক। যোগাসনে বসিয়া চক্ষু নিমীলন করিলেই অন্ধকার দেখা যায়। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও প্রদীপ দেখা যায় মূঢ়তা দ্বারা। মূঢ়তা কি? অন্ধকারে আলোক দেখা, আলোকে অন্ধকার দেখা। জ্ঞান কি? আলোকে আলোক দেখা, অন্ধকারে অন্ধকার দেখা। মূঢ় ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিলেও কল্পনারূপ প্রদীপ জ্বেলে সেই অন্ধকার মধ্যেও আপনার স্ত্রীপুত্রসম্বলিত একটি সংসার দেখে। যথার্থ জ্ঞানী যোগী অন্ধকারে একটি প্রদীপকেও উদ্দীপ্ত হইতে দেন

না। এই অন্ধকার ছবি আঁকিবার জমি, বীজ বপন করি-বার জমি। এই অন্ধকার একটি প্রকাণ্ড খনি যাহা হইতে বহু রত্ন প্রসূত হয়। এই অন্ধকার একটি অক্ষয় ভাণ্ডার যাহা হইতে অনেক সামগ্রী অভাবের সময় বাহির হইবে। আদিজ্যোতি যোগেশ্বর ঘোর অন্ধকার হইতে যোগবলে যোগধর্ম্ম সৃষ্টি করেন। এই অন্ধকার সৃষ্টির নৈমিত্তিক কারণ। চিত্রকর এই অন্ধকারের উপর ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করেন। কৃষক এই অন্ধকার ভূমির উপরে যোগবৃক্ষ উৎপন্ন করেন। ভাণ্ডারী, এই অন্ধকাররূপ অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ সামগ্রী বাহির করেন। ধনী বণিক্ এই অন্ধকাররূপ খনি হইতে অমূল্য রত্ন সকল লাভ করিয়া সেই রত্নে ব্যবসায় করিয়া আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই অমিশ্রিত, ঘন, নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে সকলই চাপা আছে। এই অন্ধকার হইতে নির্ম্মাণ করিবেন যিনি সেই নির্ম্মাতা প্রকাণ্ড যোগের অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, এই অন্ধকার জমি হইতে প্রকাণ্ড যোগবৃক্ষ উৎপন্ন করিবেন। যেখানে কিছু নাই, অর্থাৎ অন্ধকার, আকাশ, শূন্য, সেখানে যদি অঙ্গুলী দ্বারা ছবি আঁক, দেখিতে বেশ সুন্দর হইবে। কিন্তু সেই আকাশে তাহার দাগ থাকিবে না, তেমনি এই অন্ধকার মধ্যে যদি ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি আঁক তাহা থাকিবে না। এই ঈশ্বরের নিয়ম। যোগরূপ তুলী দ্বারা এই অন্ধকারে ব্রহ্মের স্বভাব, ব্রহ্মের স্বরূপ, মূর্ত্তি আঁক, কিন্তু এই

আঁকিলে আর চিহ্ন নাই। এই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। অন্ধকারের ভিতরে নিরাকার সাধন, তাহা না হইলে সাকার পূজা হয়। অতি সংকীর্ণ স্থানে ব্রহ্মের মূর্ত্তি, ঘোর অনন্ত অন্ধকারের এক ক্ষুদ্রতর স্থানে ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্ভাবিত হইল, আবার তাহা বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। এই অন্ধকার সর্ব্বগ্রাসী। সাধকের ইচ্ছা হইলেই তাঁহার মনের এই অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি আঁকেন, কিন্তু পরে আবার সেই অন্ধকাররূপ প্রকাণ্ড সাগরে নিরঞ্জনের বিসর্জ্জন হয়। এই অন্ধকারে আছেন তিনি। অন্ধকার হইতে তাঁহাকে টান, তিনি প্রকাশিত হইবেন। নিরাকারের বিসর্জ্জন অন্ধকারে। অন্ধকারে তিনি রহিলেন। এই অন্ধকারকে মিশ্রিত হইতে দিবে না, ইহার মধ্যে প্রদীপ জ্বালিতে দিবে না। সিন্দুকের মধ্যে যেমন রত্ন থাকে, এক অন্ধকাররূপ সিন্দুকের মধ্যে যোগীর পরম রত্ন যোগেশ্বর বাস করিতেছেন। যত্নের সহিত এই অন্ধকার মধ্যে তাঁহাকে রাখিবে, আবার আবশ্যক হইলে এই অন্ধকার হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া লইবে।

নাম মাহাত্ম্য।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, নাম অমূল্য ধন, যদি বস্তুতে প্রেম হয়, বস্তুর নামে প্রেম হয়। বস্তু ছাড়া নাম নহে, নাম

ছাড়া বস্তু নহে। যে কথা বলিলে সেই বস্তু বুঝায়, সেই কথা বস্তুর সঙ্গে থাকাতে সেই কথাতেই মত্ততা হয়। যদি বস্তু সুন্দর হয়, তাহার নামও সুন্দর হয়, যদি বস্তু প্রিয় হয় তাহার নামও প্রিয় হয়, যদি বস্তু তিক্ত হয়, তাহার নামও তিক্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইলে তাঁহার সম্বন্ধীয় সমুদায় বস্তু এবং জীবের প্রতিও প্রেম হয়। তবে তাঁহার নামের প্রতি যে প্রীতি হইবে আশ্চর্য্য কি? নামেতে তাঁহাতে প্রভেদ নাই। নামকে সমাদর করা আর বস্তুকে সমাদর করা এক। যে নামেতে মত্ত হয় নাই সে প্রেমে মত্ত হয় নাই। কিন্তু এই নামসম্বন্ধে একটী কথা তুমি বিবেচনা করিবে। নামে মত্ততা আগে না পরে? কেহ কেহ বলে নিকৃষ্ট সাধকের জন্য নাম সাধন আবশ্যক। মুখে এক বার নাম উচ্চারণ করিলে মূঢ়তম ব্যক্তির পরিত্রাণ হয়। এই কথায় সায় দিব কি না? বস্তুর আগে নাম না পরে নাম? সাধারণ চলিত মত এই, যিনি বস্তু ধরিতে পারেন না, তাঁহারই পক্ষে নাম সাধন বিধেয়; কিন্তু ইহা যথার্থ মত নহে। বাস্তবিক তিনিই নামের মহিমা বুঝিতে পারেন যিনি বস্তুর মহিমা বুঝিয়াছেন। বস্তু দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, অর্থাৎ আগে বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম অনুরাগ হইলে পরে সেই বস্তুর নামেও প্রেম হয়, ইহাই যথার্থ ভক্তিশাস্ত্রের সত্য। অনেক সময় এমন হয় যে, ঈশ্বর দর্শন হয় না। কেহ কেহ মনে করেন সে সকল সময় কেবল নাম করিলেই

কার্য্য সমাধা হইল। সুতরাং তাঁহাদের মতে নাম নিকৃষ্ট ব্যাপার হইল। কিন্তু ভক্তের পক্ষে নামসাধন ঈশ্বরদর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নহে, বরং উৎকৃষ্টতর ব্যাপার। কেন না বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণ মন ভক্তিরসে পূর্ণ না হইলে তাঁহার নামে যথার্থ মত্ততা হয় না। তিনি যদি বারংবার আমার কাছে না আসিয়া থাকেন তবে তাঁহার নাম আমার কাছে অপরিচিত ব্যক্তির নামের ন্যায় থাকিবে। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে যখন প্রগাঢ় মত্ততা হয় তখনই তাঁহার নামে মত্ততা হয়। তবে বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ না হইলে প্রথমাবস্থায় নাম করিবে না। বারংবার নামোচ্চারণ করিলে পরিত্রাণ পাইব, এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করা বিশ্বাসীর পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু তুমি ভক্তিশিক্ষার্থী তোমাকে ভক্তির সহিত নামোচ্চারণ করিতে হইবে। তোমার পক্ষে প্রথমে ঈশ্বর দর্শনে মত্ততা, শেষে নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে মত্ততা হইবে। যতই তুমি সেই শিব সুন্দরকে দেখিবে, যতই তুমি তাঁহার চরিত মনোহর বুঝিবে, ততই তাঁহার নাম শুনিতে ও বলিতে তোমার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ইচ্ছা হইবে, কেন না বস্তুতে আর নামেতে প্রভেদ নাই!

ভক্তেরা দুর্ব্বল অধিকারী নিকৃষ্টদিগের প্রতি দয়া করিয়া বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নাম সাধন করিতে বিধান করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তের পক্ষে সে বিধান নহে। মনে ভক্তি

নাই, প্রেমের উচ্ছ্বাস নাই, অথচ জগদীশ্বর জগদীশ্বর বলিয়া ডাকিতেছি, ইহা ভক্তিশাস্ত্রসম্মত নহে। কেন না ভক্তেরা নামকে অতি উচ্চ মনে করেন।

ঈশ্বরাবির্ভাব।

হে যোগশিক্ষার্থী, প্রলয়ের কথা শুনিয়া থাকিবে। সেই প্রলয়ের অবস্থাতে এখন মন উপস্থিত হইল। যখন অন্ধকার সর্ব্বগ্রাস করিল, তখন যুগান্তর হইল, পূর্ব্বকার সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইল। সেই জগৎ কৈ? সেই জগতের চিন্তা কৈ? এত সময় লাগিল পূর্ব্বকার জগৎকে বৈরাগ্য দ্বারা নির্ব্বাণ করিতে। পুরাতন জগৎ নির্ব্বাণ হইল, মহাপ্রলয় উপস্থিত, সমুদয় ঘন অন্ধকার, তিমিরাচ্ছন্ন হইল, এখন যোগের নূতন জগৎ সৃষ্ট হইবে। এক বার অন্ধকার দেখিতে হইবে। প্রলয়রূপ অন্ধকারসাগর হইতে নব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইবে, নব সূর্য্য উদিত হইবে। সেই জলেতেই সমুদয় আছে, উদ্ভাবিত হইবে। ঘোরান্ধকার সাগরে ক্ষুদ্র নৌকারোহী জীবাত্মা সাধক ভাসিতেছে। কিন্তু ঘোরান্ধকার রাত্রির পর যেমন উষা হয়, সেইরূপ যোগের জীবনে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রথম উষা, পরে প্রাতঃকাল, পরে দ্বিপ্রহর আলোক উপস্থিত হয়। এই অন্ধকারের ভিতরে ঈশ্বরকে ডাকিতে হয়। হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর,

হে ঈশ্বর, এই বলিয়া ক্রমাগত তাঁহাকে ডাকিতে হয়। ডাক্‌ছ আর অন্ধকারসাগরের তরঙ্গ গ্রাস করিতেছে। উপরে অন্ধকার আকাশ, নীচে অন্ধকারসাগর। ডাক্‌ছ ডাক্‌তে ডাক্‌তে "আমি আছি" এই একটি গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিলে। নিশ্চয় বিশ্বাস দ্বারা এই অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যত দূর অন্ধকার তত দূর তিনি। এই অন্ধকারের ভিতরে তিনি। অন্ধকার বস্ত্ররূপে তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় অন্ধকার কথা কহিতেছে। "আমি আছি" প্রকাণ্ড সাগরের রোলের ন্যায় এই কথা উত্থিত হইল। অন্ধকারসাগর এই কথা বলিল। অন্ধকার আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। এই অন্ধকারের মুখ হইল। অন্ধকার কথা কহিল, এই অন্ধকার একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হইল। এ জড় অন্ধকার নহে, এ মৃত্যুর অন্ধকার নহে। যখন অন্ধকার ব্যক্তিত্বে পরিণত হইল, তখন সাধক সেই পুরাতন মন্ত্র বার বার পাঠ করিতে লাগিলেন। "তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য" "সত্যং সত্যং সত্যং" গম্ভীর স্বরে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আর মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল সেই গম্ভীর ধ্বনি "আমি আছি"। সমস্ত অন্ধকার জীবন্ত হইল। অন্ধকার-সমক্ষে বসিয়া সাধক বলিতে লাগিলেন "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ"। যত বলেন ততই সেই অন্ধকার জীবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে লাগিল। একটি প্রকাণ্ড অন্ধ-

কার একটি প্রকাণ্ড পুরুষ হইল।* সেই অন্ধকারও নাই, সেই সাগরও নাই, সমক্ষে একটি প্রকাণ্ড পুরুষ। যিনি বলিতেছিলেন "আমি আছি" অন্ধকাররূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া, তিনিই আত্মপরিচয় দিলেন। সাধকের নিকট তিনি একেবারে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হন না; অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইয়া তিনি সাধকের নিকট প্রকাশিত হন।

জীবে দয়া।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, জীবের প্রতি দয়া ভক্তিশাস্ত্রের একটি প্রধান ধর্ম্ম। যখনই শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম স্থাপন করা যায়, তখনই তাঁহার নামে ভক্তি এবং তাঁহার জীবে দয়া প্রবর্দ্ধিত হয়। যখন সুন্দরমের প্রতি মুগ্ধতা, তখন তাঁহার নামের প্রতি এবং তাঁহার জীবের প্রতিও মুগ্ধতা হয়। প্রেমের অবস্থায় সকলই প্রেমের আকার ধারণ করে। যখন ব্রহ্মপ্রেমে মত্ততা হয় তখন নামে ভক্তি এবং জীবে দয়াও ঘন অনুরাগের আকার ধারণ করে। জীবের প্রতি দয়া আজ এই বিষয় আলোচ্য। 'পরোপকার' পার্থিব ধর্ম্মের অভিধানে এই শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত ভক্তিশাস্ত্রে কি পরোপকার ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে? তুমি বলিবে, ভক্তিশাস্ত্রে এই শব্দই নাই। সে কি? পরোপকার করা উচিত নহে?

ভক্তিশাস্ত্রে পরোপকার অধর্ম্ম ? উপকার করার ভাবে অহঙ্কার আছে, সুতরাং উপকার করার ভাব অধর্ম্ম। অতএব হে ভক্তি শিক্ষার্থী, অহঙ্কার যে ধর্ম্মে আছে তাহা তুমি গ্রহণ করিবে না। উপকারী আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া যাহার উপকার করেন তাহাকে আপনা অপেক্ষা নীচ মনে করেন। এই জন্য পরোপকার এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে নাই। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে ইহার প্রতিশব্দ আছে। সেই শব্দ পরসেবা, জীবে দয়া ইহার অর্থ পরসেবা। ভক্তিশাস্ত্রে যিনি সেবিত হইলেন অর্থাৎ যাঁহার উপকার করা হইল তিনি হইলেন উচ্চ, আর যিনি সেবা কবিলেন তিনি হইলেন নীচ। ভক্তের স্থান পরপদতলে, পরস্কন্ধে বা পরের মস্তকে নহে। ভক্তের স্থান সেবকের স্থান। এই পরসেবা ব্রহ্মের প্রতি প্রেমের অনিবার্য্য ফল। এই সেবা প্রেমপ্রসূত এবং মধুময়। ঈশ্বরকে ভালবাসিলেই জীবে দয়া এবং পরসেবা করিতে হয়। নামে ভক্তি এবং জীবে দয়া এই দুইটি স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মে ভক্তি হইলে যেমন ব্রহ্মমন্দিরে এবং তাঁহার সম্পর্কীয় পুস্তকাদিতে প্রেম যায়, সেই রূপ যাঁহাদের মুখে পিতার লক্ষণ আছে, যাঁহাদের অন্তরে পিতার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাঁহাদের প্রতিত প্রেম যাইবেই। মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মের গন্ধ আছে বলিয়া মনুষ্যের প্রতি প্রেম যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধরূপ পবিত্র সুগন্ধ। যাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকেন, তাঁহাদের আত্মার এই স্বর্গীয়

সৌরভ মনের প্রেম আকর্ষণ করে। এই সম্পর্ক ভূমির যে সুগন্ধ তাহাতেই ভালবাসা হয়। সদ্‌গুণে বা স্বরূপে ভালবাসা নহে। মনুষ্য সাধুসদ্‌গুণসম্পন্ন না হইলেও ভালবাসার পাত্র, কেন না সে ঈশ্বরসন্তান। তাহার অনেক দোষ থাকিতে পারে তথাপি সে প্রেম আকর্ষণ করিবে, কেন না ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধরূপ একটু চিনি, একটু মিশ্রী তাহার মধ্যে আছেই। চারিদিকে উচ্ছের ক্ষেত মধ্যে একটি আখ। চারিদিকে তিক্ত, মধ্যে একটু মিষ্টরস। মনুষ্য মাত্রেই দোষগুণজড়িত; কিন্তু তিনি পিতার সন্তান, শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তিনি ভ্রাতা ভগ্নী। এই যে সম্পর্কের মিষ্টতা ইহারই উপর ভালবাসা ধাবিত হইবে। গুণের জন্য সম্মান, দোষের জন্য ঘৃণা, পৃথিবীর ধর্ম্ম। ভক্ত কেবল সম্পর্কের ফুল দেখেন, তাঁহার মনোমকর সেই ফুলের মধু পান করে। এই জন্য সকল মনুষ্যের প্রতিই তাঁহার প্রেম আকৃষ্ট হয়, এবং ভক্তের প্রতি ভক্তের আরও অধিক প্রেম শ্রদ্ধা হয়, কেন না ভক্তের মধ্যে তিনি ব্রহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্মের প্রেম পুণ্য উজ্জ্বলতররূপে দর্শন করেন। কিন্তু জীবে দয়া অথবা প্রেমের সাধারণ ভূমি সম্পর্ক। সেই ভূমি হইতে সকলকে ভাল বাসিবে, এবং সকলের সেবা করিবে। যদি জীবের প্রতি প্রগাঢ় ঘন দয়া না হয়, তবে নামে ভক্তি হইয়াছে বিশ্বাস করিও না। এই দয়া যখন খুব প্রবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বদাই সকল জীবের প্রতি ধাবিত হইবে তখন জীবে মত্ততা

বা মোহিত ভাব হইবে। আজ্ কেবল এই বলা হইল, জীবের মধ্যে ব্রহ্মের সম্পর্ক অবলোকন করিলেই তাহার প্রতি ভক্তের প্রেম আকৃষ্ট হয়। জীবে দয়া, প্রগাঢ় ভালবাসা, ব্রাহ্মের মূল ধর্ম্ম, ভক্তের প্রধান লক্ষণ। জীব আমার প্রভু, তাঁহার সেবা করিলে আমার পরিত্রাণ হইবে, এই ভাবে যে পরসেবা করা এটি বিশ্বাসরাজ্যের কথা। রাস্তায় গরিব পড়ে আছে, তাহার রোগের উপশম করিলে, তাহার উপায় করিয়া দিলে আমার পুণ্য এবং পরলোকের সম্বল হইবে, এই ভাবে যে পরসেবা করা ইহা বিশ্বাসের সহিত নাম করার ন্যায় কেবল বিশ্বাসের কথা। পুণ্য হইবে বলিয়া খুব খাটিলাম অথচ যাহার জন্য খাটিলাম সেই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা হয় নাই, প্রাণ শুষ্ক রহিয়াছে, ভালবাসার সেবা এরূপ নহে। মাতা যে দুগ্ধ দিয়া, পিতা যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া সন্তানের লালন পালন করেন, তাঁহারা কি পরোপকার করেন? সন্তান কাণা হইলেও পিতা মাতা প্রেমের সহিত তাহাকে সেবা করেন। কেবল সম্পর্কগুণে প্রেম। কিন্তু যেমন শুষ্কতা থাকিলেও বিশ্বাস করিয়া নাম করিবে, তেমনি প্রেম না থাকিলেও বিশ্বাসের সহিত আপনাকে ক্ষুদ্র জানিয়া ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। কিন্তু প্রকৃত প্রেম শাস্ত্র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিষ্ট। প্রেমের হেতু নাই। প্রেম দোষ গুণ এবং ফলাফল বিচার করে না।

নির্গুণ সাধন।

হে যোগশিক্ষার্থী, নির্গুণের নিকটে আসিয়াছ, কিন্তু এখানে থাকিবার জন্য নহে। সগুণের নিকট উপনীত হইতে হইবে। নির্গুণ সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। এই অন্ধকার সাধন দ্বারা মনকে নির্গুণের নিকট উপস্থিত করা যায়। কেবল সত্তামাত্র উপলব্ধি, ইহাকেই বলে নির্গুণ সাধন। "আমি আছি" এই উপাধিধারী যিনি তিনি নির্গুণ। নির্গুণের অর্থ কি গুণশূন্য? না। নির্গুণের অর্থ কি কখনও গুণশূন্য? না। যিনি গুণাকর কখনও তাঁহার গুণের অভাব হইতে পারে না। তবে নির্গুণ কেন বলি? যাঁহার গুণ এখনও সাধকের ধারণ করিবার সময় হয় নাই। সত্তামাত্র ধারণ করা যোগের আরম্ভ। সেই সত্তা কি? এই যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছে গভীর অন্ধকার, ইহার মধ্যে "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" এই বলিয়া যে ঈশ্বরের সত্তা অবধারণ, অবলোকন এবং সম্ভোগ করা, ইহাই সত্তাসাধন। কেবল যিনি এই সত্তাটী উপলব্ধি করেন, তিনি নির্গুণ সাধক। গুণ আছে তাঁহার কিন্তু নির্গুণ সাধক তাহা দেখিতেছেন না। নির্গুণ সাধনের সময়, "তিনি আছেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন" এই ভাবটি খুব সাধন করিতে হইবে। "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" এই সত্য বারংবার বলিতে বলিতে সত্তার উপলব্ধি উজ্জ্বলতর

হয়। এই সত্তা উপলব্ধি করিলে কি কি ভাবের উদয় হয়? গাম্ভীর্য্য ইহার অনুরূপ ভাব। "এই যে তুমি আছ, এই যে তুমি আছ, এই যে তুমি আছ," এইরূপে যত সেই সত্তা দেখিব, সেই সত্তা ভাবিব, ততই শরীর মন গম্ভীর হইবে, শিথিলতা যাইবে, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। এই নির্গুণ সত্তা সাধকের মনের উপরে আপনার রাজ্য স্থাপন করিবার পর ঈশ্বরের গুণসম্পন্ন স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু প্রথমতঃ সত্তাতে নিঃসংশয় হওয়া চাই। ঈশ্বর আছেন এই সত্যে প্রত্যয়কে দর্শনরূপে পরিণত করিতে হইবে। সৎ তিনি ইহা জানিয়া গম্ভীর হও। সৎ-শব্দে বিশ্বাস হৃদয়ঙ্গম কর। অন্ধকারের যে দিকে তাকাও কেবল সৎ, এই নির্গুণ স্বরূপ দেখিবে। অন্য গুণ ভাবিবার সময় নহে। এই অন্ধকারেই নির্গুণ ঈশ্বর। গুণাধার হইয়াও কেবল সত্তারূপে প্রকাশিত। এই সত্তা কেমন করিয়া সগুণভাবে প্রকাশিত হইবে, পরে বর্ণিত হইবে।

মন পাত্র ব্রহ্ম সত্তারূপ বারিদ্বারা পূর্ণ, গম্ভীর। জলের গুণ আছে কি না, মিষ্ট কি তিক্ত, পরে প্রকাশিত হয়, শূন্য পাত্রের ন্যায় কর্কশ শব্দ করে না। নির্গুণ উপাসনা দ্বারা এই ফল হয়।

সেবার উপযোগী দুইটি বল।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, সৌভাগ্য তোমার যে তুমি ভক্তির পথ ধারণ করিয়াছ। কেন না ভক্তির পথে তুমি দুই বলের সাহায্য পাইতেছ। এক বলই যথেষ্ট। সৌভাগ্য তোমার যে তুমি দুই বল পাইতেছ। পরসেবা করিবার জন্য পরের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য দুই বল তোমার সহায় হই-তেছে। এক আন্তরিক প্রেমের বেগ, দ্বিতীয় পর সেবা-তেই আমার পরিত্রাণ, ইহাতে বিশ্বাস। যেমন মাতার সন্তানের প্রতি এবং ভাই ভগ্নীদিগের পরস্পরের প্রতি স্নেহ মমতা স্বাভাবিক এবং প্রবল, সেইরূপ ঈশ্বরসন্তানের প্রতি ভক্তের প্রেমের টান স্বাভাবিক এবং প্রবল। এই প্রেমের বেগের সহিত, এই প্রগাঢ় সুমিষ্ট ভালবাসার সহিত পর সেবা কর, পরের মঙ্গল সাধন কর, ইহাতে তুমি অনেক বল পাইবে। যখন প্রেমের টান হইবে তখন ভাই ভগ্নীদিগের জন্য তুমি এত যত্ন করিবে যে তাহা দেখিয়া তুমি আপনি আশ্চর্য্য হইবে। এমন দুর্ব্বল শরীর লইয়া কিরূপে আমি এত কার্য্য করিলাম ইহা ভাবিয়া তুমি চমৎকৃত হইবে। এ সকলই ঈশ্বর করিয়া লইবেন। কিন্তু সেই মমতা যদি না থাকে, দেখিবে পরসেবা করিতে হয়ত অন্তরে ইচ্ছা নাই, অথবা অল্প অল্প ইচ্ছা থাকিলে বল নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে যাহাতে সেই প্রেমের বেগ এবং প্রগাঢ়তা লাভ করিতে

পার তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। প্রেম নদীর এই বেগ, ইহাতে যদি আর এক নদী সংযুক্ত হয়, সেই সংযোগ হইতে এত বল উৎপন্ন হয় যে আর ভক্তের পক্ষে কোন বিঘ্ন বাধা থাকিতে পারে না। সেইটী পরিত্রাণ পওয়ার আশা এবং বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর সন্তানদিগের সেবা করিতেছি, ইহাতে আমার পরিত্রাণ হইবে। এই বিশ্বাস থাকিলে মানুষ সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া নিতান্ত কঠোর ব্রত পালন অথবা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ক্ষুধিতকে অন্ন এবং তৃষিতকে জল দান করিলে পরলোকে আমার সদ্গতি হইবে, ইহাতে খাটি বিশ্বাস হইলে আর পরসেবায় বিলম্ব করিতে পারি না। পরোপকার করিতেছি, অতএব আমি শ্রেষ্ঠ, এই রূপ অহঙ্কার করিলে কখনও পরসেবা করিবার জন্য সে প্রকার ব্যস্ততা হয় না। পরের পদধূলি লইয়া পরসেবা না করিলে আমার পরিত্রাণ নাই, পরসেবাতে এরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের সংশ্রব না দেখিলে যথার্থ পরসেবা হয় না। এক জনের জন্য একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে, এক জনকে কিছু লিখিয়া দিলে, কিংবা কাহাকেও একখানি পুস্তক আনিয়া দিলে, ইহাতে যদি আঃ বলিয়া শরীর মন না জুড়ায় এবং সাক্ষাৎ নগদ বর্ত্তমান পরিত্রাণ পাইলে ভাবী বিষয় নহে, এরূপ মনে করিতে না পার তবে জানিও অন্তরে পরসেবার ভাব আসে নাই। এইরূপ বিশ্বাস এবং এইরূপ প্রেমের সহিত তুমি যদি একটি অতি সামান্য

কার্য্য কর তাহাও তোমার পরিত্রাণ হইয়া আসিবে এবং পরলোকের সম্বল হইয়া থাকিবে। কতক গুলি লোক, যেমন মাতা এবং ভাই ভগ্নী, প্রবল স্বাভাবিক স্নেহের উত্তেজনায় পরসেবা করে। আর এক শ্রেণীর লোক কেবল পরিত্রাণ হবে এই বিশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিয়াও পরসেবা করে, তাহাদের তেমন গাঢ় অনুরাগ নাই। কিন্তু হে ভক্তিপথাবলম্বী, তোমার জীবনে দুই নদীর যোগ হইবে। ভালবাসায় অধীন হইয়া তুমি পরসেবা করিবে। কিন্তু কেবল ভালবাসাতে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। পরসেবা করিলে আমার পরিত্রাণ হইবে এই বিশ্বাসে সে বিনীত হৃদয়ে পরসেবা করে। ভক্তবৎসলের আজ্ঞানুসারে জগতের সকলকে প্রেম বিতরণ করিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতেই আমার পরিত্রাণ হইবে, ইহাতে বিশ্বাস করিবে। প্রকৃত ভক্তির পথে থাকিলে এই দুই বলই লাভ করিবে। এই ভাবে পরকে একটা খড়কে কাঠি দিলে তাহা পরিত্রাণরূপে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তিনি ধন্য যিনি অহঙ্কৃত ভাবে পরপোকার করেন না কিন্তু ভক্তিভাবে পরসেবা করেন। এই দুই বলের সমষ্টি করিয়া পরসেবা কর নিশ্চিত পরিত্রাণ হইবে। সেবাতে বড় ছোট অথবা সমানের প্রভেদ নাই। যখন সন্তানেরও সেবা করিতে হয় তখন আর ইহাতে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাব কোথায়? ভালবাসা সাধারণ ভাব। পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং স্নেহ মিশ্রিত ভালবাসা

হয়। গুরুজনের দুঃখ মোচন করার ভাবও ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়। অভাব দেখিলেই দয়া হয়। সুতরাং গুরুজনের যদি অভাব থাকে সেই বিষয়ে তাঁহাকে দয়া অথবা ভালবাসা হইতেই সেবা করিতে হয়। সন্তানের অভাব দেখিলেই যেমন মাতার স্তনে দুগ্ধ আসিবেই আসিবে, জীবের দুঃখ দেখিলে তেমনি ভক্তের দয়া হইবেই হইবে।

অবলোকন ও নিরীক্ষণ।

হে যোগশিক্ষার্থী, সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারসাগর মন্থনপূর্ব্বক কোন্ দেবতা লাভ করা হইল। "আমি আছি" এই উপাধিধারী দেবতা, সত্তা অথবা বর্ত্তমানতা যাঁহার নাম। প্রথমাবস্থায় এই ঘোরান্ধকার ভিতরে ব্যাপ্ত যে সত্তা, সেই সত্তা দর্শন, সেই সত্তা পূজা, সেই সত্তা ধারণ করিতে হইবে। এই যে সত্তা উপলব্ধি অথবা দর্শন, ইহা দুই ভাবে সম্ভব। এক স্থূল, এক সূক্ষ্ম; এক সামান্য, এক বিশেষ; এক অবলোকন, এক নিরীক্ষণ; এক সন্তরণ, এক মগ্ন। স্থূল কি? প্রকাণ্ড একটী জীবন্ত জাগ্রৎ ব্যাপ্তি, যত দূর দেখিতেছি, মন যত দূর যাইতেছে, তত দূর সেই ব্যাপ্তি, দেশে অপরিচ্ছিন্ন, খানিক আছে খানিক নাই তাহা নহে, এই যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি ইহা স্থূল সত্তা। একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ বিন্দুমাত্র স্থানে যে সেই আবির্ভাব উপলব্ধি তাহাই সূক্ষ্ম

দর্শন। এরূপ মনে করিবে না যে এই দুই স্বতন্ত্র সত্তা। সেই একই সত্তা, সমস্ত দেখিলে স্থূল, একটি অংশ দেখিলে সূক্ষ্ম দর্শন হইল। সাধারণ সত্তা এবং বিশেষ সত্তা দর্শনও এইরূপ। অবলোকন কি? ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করা। নিরীক্ষণ কি? একটি জায়গাতে খুব ভালরূপে তাঁহাকে দেখা। একটু ছোট বিভাগে স্থির ভাবে তাঁহাকে দেখা। কিন্তু যখন সূক্ষ্ম, অথবা বিশেষ ভাবে সেই সত্তা নিরীক্ষণ করিবে তখন এরূপ মনে করা হইবে না যে আমি যত দূর দেখিতেছি ইহা ভিন্ন আর ব্রহ্মের সত্তা নাই। তখন মনে করিবে আমার সাধ্যানুসারে আমি কেবল অল্প অংশ দেখিতেছি। সন্তরণ কি? প্রকাণ্ড সত্তাসাগর দেখা, এক বার তাহার উপরিভাগে ভেসে নেওয়া, যেমন বস্তুর উপর চক্ষু বুলাইয়া লওয়া। দ্বিতীয়তঃ সেই সত্তার ভিতরে মগ্ন হওয়া। এক উপরিভাগে চক্ষুর সন্তরণ, এক অভ্যন্তরে দৃষ্টির প্রবেশ। এক চক্ষু বস্তুর উপরিভাগ দেখিল, এক চক্ষু সেই বস্তুতে বিদ্ধ হইল। সুতরাং দর্শন, দুই প্রকার। সূক্ষ্মভাবে, বিশেষরূপে। সেই সত্তা নিরীক্ষণ করা অনেকের পক্ষে সর্ব্বদা হয় না; কিন্তু তুমি যোগশিক্ষার্থী, তোমার কেবল উপরিভাগে, বাহিরে দৃষ্টি হইলে হইবে না; সমস্ত সত্তা বিস্তৃত থাকুক, তোমার নয়নকে একটি স্থানে বদ্ধ করিতে হইবে, খুব অনেক ক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ হয় তাহার জন্য বিশেষ সাধন

করিবে। দৃষ্টি তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিলে পরে তাঁহার সমুদায় গুণ প্রকাশিত হইবে। প্রথম নির্গুণ সত্তা দর্শনেও নিরীক্ষণ আবশ্যক।

কেবল নির্গুণে থাকিলে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। সত্তাতে, অর্থাৎ কেবল আছেন বলিলে বস্তুর প্রভেদ হয় না। গুণ নির্ব্বাচনেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। এই জন্য নির্গুণ সোপান অতিক্রম করিয়া সগুণে উপস্থিত হইতে হইবে। সগুণে দ্বৈতভাব স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু নির্গুণ সত্তা নিরীক্ষণের সময়েও দ্বৈতভাব রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে স্বতন্ত্র জানিয়া কেবল আপনার দৃষ্টিকে সেই সত্তার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। আমি নহি, কিন্তু আমার চক্ষের দৃষ্টি সেই নির্গুণ সত্তায় মগ্ন হইতেছে, এই প্রকার বিশ্বাসের সহিত সাধন করিতে হইবে।

ভক্তি সমুচিত বৈরাগ্য।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তোমার শাস্ত্রে প্রেমিক আর বৈরাগী এক লোক। ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমিক এবং বৈরাগী স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে, একই ব্যক্তি। আশ্চর্য্য, প্রেমশাস্ত্রে প্রেম এবং বৈরাগ্য এক। যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছিল, বৈরা-গ্যের এক বিভাগ ভক্তিশাস্ত্রের অন্তর্গত। আজ তাহাই আলোচ্য। বৈরাগ্যও তোমার পক্ষে মধুর। তুমি বৈরাগী

হইবে কেন? কেবল ভালবাসার উত্তেজনায়। অত্যন্ত ভালবাসার সহিত পরসেবায় নিযুক্ত হইলে বৈরাগ্য আসিবেই। যখন জগৎকে ভালবাসিবে তখন তুমি সংসারী বিলাসপরায়ণ হইয়া থাকিতে পারিবে না। পরকে ভালবাসিলে নিজের বিশ্রাম এবং সুখভোগেচ্ছা আপনি চলিয়া যাইবে। পরের কুশলের জন্য ভাল খাওয়া, ভাল বস্ত্র, ভাল বাসগৃহ, টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম এ সকলই ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে, এবং অতি আহ্লাদের সহিত এ সকল ত্যাগ করিবে। কিন্তু যত ছাড়িবে তত পাইবে। দ্বিগুণ ছাড় দ্বিগুণ পাইবে, দশ গুণ ছাড় দশ গুণ পাইবে। ইহা অভ্রান্ত নিশ্চিত সত্য। তুমি যদি সর্ব্বত্যাগী দীন হইয়া ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, জগৎ তোমার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবে, তোমার উপরে সকলে নির্ভর করিবে। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি অনায়াসে নিঃশ্বাস ফেলার ন্যায় সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছ, তাইকে দিতেছ তাহাতে তোমার কষ্ট কি? কিন্তু এই বৈরাগ্য কত দূর যাইবে? ক্রমাগত দিতেছ, কত দূর দিবে? জগতের প্রতি তোমার প্রেম তোমার সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে লাগিল। কত দূর শোষণ করিবে? তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে তাহা কি তুমি জান না? যদি বল আপনাকে আগে দিবে, পরে তোমার পরিবারকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ঈশ্বরের সাধারণ পরিবারকে দিবে, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ ভাব। আগে পরি-

ষারকে দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ করা উহা বুদ্ধিশাস্ত্রের কথা। * ভক্তিশাস্ত্রমতে আগে জগৎকে দিয়া যাহা থাকিবে তাহার দ্বারা আপনাকে এবং পরিবারগণকে প্রতিপালন করিতে হইবে। নিজের পরিবারের সুখ অপেক্ষা অন্যের অধিক সুখ দেখিলে ভক্তের আহ্লাদ হইবে। নিজের সুখ দেখিয়া ভক্তের মন তেমন চরিতার্থ হয় না যেমন পরের সুখ দেখিলে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হয়। নিজের ছেলের অপেক্ষা পরের সন্তানের ভাল কাপড় এবং ভাল জুতো দেখিলে যদি অধিক সুখ না পাও, তবে জানিবে তুমি ভক্ত হও নাই। যেখানে আমি এবং আমিত্ব সেখানে যদি সুখ অধিক বোধ হয়, সেইটি পৃথিবীর তত্ত্ব, সেইটি সংসারীর ভাব। আর যেখানে পর, সেখানে যদি অধিক সুখ হয় তাহা ভক্তি। ভক্তির অবস্থায় দেখিবে তোমার নিজের সম্বন্ধীয় বিষয়ে তত অনুরাগ নাই, তত আহ্লাদ নাই। ভক্তি মনের অনুরাগ প্রেমকে বাহিরে টানিয়া নেয়। তোমার নিজের বাড়ী ছিল না, একটী বাড়ী হইল, ইহাতে তোমার তত আমোদ হইবে না যেমন অন্য একটি লোকের বাড়ী ছিল না তাহার বাড়ী হইল, ইহা শুনিলে তোমার আহ্লাদ হইবে। শুনিবামাত্র তুমি আনন্দের সহিত বলিবে, কি বল্লে? অমুক লোকের বাড়ী হয়েছে? যাহাকে ভালবাস তাহার সুখে এইরূপ সুখ হয়। ভক্ত আপনাকে ভালবাসেন না, তাঁহার ভালবাসা

বাহিরে। সেই ভালবাসা তাঁহাকে বৈবাগী করে। ভক্তি-শাস্ত্রে বৈরাগ্যের পরিণাম তত দূর, ভালবাসা যত দূব। যদি প্রাণগত ভালবাসা হয়, বৈরাগের অধিকার প্রাণের উপর পর্য্যন্ত, অতএব ভক্তের বৈরাগ্যের পরিমাণ অপরিমিত। যত প্রেম হইবে, তত দান এবং পরসেবা হইবে। পরের মঙ্গলের জন্য যখন ভক্ত পাগল হন, তখন বৈরাগ্য আপনি উপস্থিত হয়। আমি যদি মাছ খাই দশ জন ভাই মরিবে, আর যদি না খাই, তাহারা পরিমিত আহার করিয়া বাঁচিবে, এই জন্য মাছ ত্যাগ করা হইল। আমি প্রাণ দিলে অন্যে প্রাণ পাবে, এই জন্য ভক্ত আপনার প্রাণ দেন। আমি দান্ত-স্বভাব হইলে আরও পাঁচ জন দান্তস্বভাব হইবে, আমি যত ফোটা রক্ত দিব, তত ফোটা রক্তে অন্যেব জীবন হইবে। এই ভক্তিমিশ্রিত বৈরাগ্য অতি সুন্দর এবং অতি মূল্যবান্। যে বৈরাগ্যে মুখ ম্লান হয়, শরীর শীর্ণ হয় তাহা ভক্তের পরিত্যাজ্য। ভালবাসাশূন্য বৈরাগ্য ভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভক্তের বৈরাগ্য কষ্টের অগ্নি নহে, কিন্তু তাহা শান্তিসরোবর এবং প্রচুর সুখের ব্যাপার। অতএব, হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি প্রেমের আনন্দে বৈরাগ্য গ্রহণ কর। তুমি অন্যের প্রতি খুব প্রেম পাঠাইয়া দাও, সেই প্রেমই তোমার নিজের সকল সুখ কাটিয়া অন্যকে দিবে। ইহলোকে থাকিতে থাকিতে নিজের সুখ অপেক্ষা ভাইয়ের সুখ দেখিয়া অধিক সুখী হও। আপনার

সন্তানদিগের অপেক্ষা পরের সন্তানদিগেব সুখ দেখিয়া অধিক আহ্লাদিত হও। যিনি পরের সুখ দেখিয়া এত সুখী হন সেই ভক্তের পক্ষে বৈরাগ্য ক্ষতি নহে, বৈরাগ্য পরম লাভ। জগতের পরিত্রাণেব জন্য ভক্তের বৈরাগ্য। কেবল প্রেমের উত্তেজনায় ভক্ত তাঁহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন। যদি কল্পনা করা যায় একা ভক্ত বসে আছেন। জগতে আর কেহই নাই, তবে তিনি কাহার জন্য বৈরাগী হইবেন? ভক্তের অনুবাগই বৈরাগ্য। সেই ভালবাসার জন্য তাঁহার যে সকল জিনিষ আপনি চলিয়া যায় তাহাই তাঁহার বৈরাগ্য। তিনি জগৎকে এত ভালবাসেন যে জগৎকে তাহার সর্ব্বস্ব না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। লাভের প্রত্যাশায় ভক্ত কিছুই দেন না। কম প্রেম হইলে কম দেওয়া হয়, অধিক প্রেম হইলে অধিক দেওয়া হয়।

বিশেষ দর্শন।

হে যোগশিক্ষার্থী, দ্বিবিধ দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়াছ, এক অবলোকন, এক নিরীক্ষণ; এক স্থূল ভাব এক সূক্ষ্ম ভাব। সাধনের জন্য একই সময়ে এই দুই অবলম্বনীয়। এক সময়ে স্থূল দর্শন, এক সময়ে সূক্ষ্ম দর্শন ইহা বুঝা যায়; কিন্তু দুই এক সময়ে কিরূপে সম্ভব? শ্রবণ করিয়াছ ঈশ্বর অনন্ত, যোগীর ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

এই অনন্ত ভাব ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরত্ব থাকে না। কল্পনা দ্বারা মন যত দূর যাইতে পারে তত দূর তিনি। অসীম দৃষ্টির আয়ত্ত হইতে পারে না। অসীম ব্রহ্ম দর্শনের অর্থ এই যে, যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর তিনি, যেখানে দৃষ্টি শেষ হইল, তাহার ও দিকেও তিনি। পরিমিত কর্ত্তৃক অপরিমিত ধারণ এইরূপে সম্ভব। হইল স্থূল দর্শন, স্থূল উপলব্ধি। যত দূর মনের দৃষ্টি যায়, তত দূর তিনি এবং দৃষ্টির বহির্ভূত স্থানেও তিনি। ইটি স্থূল দর্শন ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিরীক্ষণ করাও আবশ্যক। ঠিক আমার সমক্ষে তিনি আছেন, সেই সমক্ষে বিশেষরূপে তাঁহার ধারণ করাই নিরীক্ষণ অথবা সূক্ষ্ম দর্শন। কিন্তু ইহা ছাড়াও তিনি আছেন ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। সন্তরণ করা এবং মগ্ন হওয়া একই সময়ে হইবে। চারি দিকে স্থূল ব্রহ্ম, তাঁহার ভিতরে অধিবাস করিতেছি, সন্তরণ করিতেছি, অথচ তাঁহার যে অংশ টুকু ঠিক সমক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি এমন হয় যত টুক নিরীক্ষণ করিতেছি সেই টুকুই ব্রহ্ম, তাহা হইলে তাহা পুতুল হইল, ছোট পরিমিত দেবতা হইল। সমস্ত অবলোকন করিব; কিন্তু অল্প স্থানে নিরীক্ষণ করিব। সেই অল্প স্থানে যে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিব তাহাতে সমস্ত শরীর মন স্তম্ভিত হইবে, এবং সমস্ত আত্মার ভিতরে তাঁহার ভাব গম্‌গম্ করিবে। চারি দিকে ঘোরতর অন্ধ-

কার মধ্যে একটি হীরের খণ্ড তাহা নহে; কিন্তু সমস্ত আকাশ জ্যোতির্ম্ময়, মধ্যে যেন সূর্য্য ইহাই যথার্থ উপমা। নিরীক্ষিত অংশ সমধিক উজ্জ্বল। এই দুই প্রকার দর্শনই একত্র থাকিবে, নতুবা আংশিক সাধন হইতে দোষ উৎপন্ন হইবে। যদি কেবলই স্থূল দেখ তবে গভীরতা হইবে না, আর যদি কেবলই এক অংশ দেখ, পৌত্তলিকতা দোষ আসিয়া পড়িবে। অল্প স্থানেতে গুণ সকল ধারণ করিতে হইবে। মনে কর, যেমন একটি প্রকাণ্ড ফুল, তাহার কিয়-দংশের ঘ্রাণ দ্বারা তাহার সৌরভ কেমন বুঝিতে হয়। সমুদয় গ্রহণ করিলে তেমন ভালরূপে গুণ গ্রহণ করা যায় না। অথবা কোন বস্তুর স্পর্শ কেমন পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার একটি সংকীর্ণ স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ বৃহৎ ঈশ্বর সমস্ত আকাশে তিনি আছেন, ইহা বিশ্বাস করিব, অথচ তাঁহাকে এবং তাঁহার গুণ আয়ত্ত করি-বার জন্য বিশেষরূপে একটি স্থানে তাঁহাকে দেখিব। একটি বিশেষ অংশে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের প্রকাশ দেখিব; কিন্তু তার অর্থ এ নহে যে অন্য স্থানে তাঁহার এ সকল গুণ নাই। কেবল সাধকের সুযোগের জন্য একটি বিশেষ স্থানে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে হয়। সাধারণ ভাবে তাঁহার সমস্ত সত্তা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে, বিশেষ ভাবে বিশ্বাস এবং ভক্তি দ্বারা তাঁহার কিয়দংশ সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষিত হইতেছে। দুই এক সঙ্গে রাখিবে। যদি

অসীম ভাবে ভাসিয়া যাও, তোমার যথার্থ গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না, আর যদি তাঁহার অনন্তত্ব ভুলিয়া কেবল কিয়দংশ নিরীক্ষণ কর, তোমার ব্রহ্ম পরিমিত হইবে। তুমি যে টুকু বাঁধিলে কেবল সেই টুকু ব্রহ্ম নহেন, তাহা ছাড়া আরও অসীম ভাবে ব্রহ্ম আছেন, ইহা স্মরণ রাখিবে। অতএব স্থূল এবং সূক্ষ্ম, সাধারণ এবং বিশেষ, সন্তরণ এবং মগ্ন, অবলোকন এবং নিরীক্ষণ, এই উভয়ই এক সঙ্গে রাখিবে। নিরীক্ষণ কেমন? যেমন ডুবে জল খাওয়া। চারিদিকে জল, কিন্তু যে জল মুখের ভিতর যাইতেছে, তাহারই আস্বাদন হইতেছে। যোগী কি স্থলে বসিয়া জল পান করেন? না। যোগী জলময় ব্রহ্মময় আকাশের ভিতরে ডুবিয়া ব্রহ্মগুণরস আস্বাদন করেন। ব্রহ্মজলে তাঁহার সমস্ত শরীর বেষ্টিত; কিন্তু তাহার একটি বিশেষ স্থানে বসিয়া যোগী সেই রস পান করেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

নাম গ্রহণ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি যে নাম মন্ত্র শিক্ষা করিলে, এই নাম আমাকে তিন বার শ্রবণ করাও, হরি সুন্দর, হরি সুন্দর, হরি সুন্দর। আমি তোমায় দশবার শ্রবণ করাই। তুমি মনে মনে কিয়ৎকাল এই নাম জপ কর। এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বা, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম রূপ করিয়া

দর্শন কর, শব্দ করিয়া শ্রবণ কর, রস জানিয়া আস্বাদ কর, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে ধারণ কর, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতরে রাখ। এই নামে আপনি বাঁচিবে পরকে বাঁচাইবে। নাম সর্ব্বস্ব। ইহ কাল পরকালে নাম বিনা আর কিছু নাই। নাম সৎ, অতএব নাম সার কর।

হে গতিনাথ, তোমার নাম জানিলাম না। তোমার নাম আস্বাদ করিতে দাও। নাম স্বর্গ, নামই বৈকুণ্ঠ, নাম পরাইয়া দাও। এস হে দয়াল ঈশ্বর, নাম হার করিয়া দাও, তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি।

দর্শন সাধন।

হে যোগশিক্ষার্থী, উপযুক্ত আয়াস স্বীকার করিয়া দর্শন শিক্ষা কর এবং দর্শন সাধন কর। সুবুদ্ধি সাধকমাত্র এই কথা বলিবেন দর্শন পরমানন্দ, দর্শন গতি, দর্শন মুক্তি, দর্শন মনুষ্যজীবনের ভূষণ, দর্শন মহারত্ন। যদি বল দর্শন আবার শিখিব কি? চক্ষুর নিকটে বস্তু থাকিলেই তাহা দেখা যায়। বাস্তবিক বাহ্যিক দর্শন শিখিতে হয় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধীভূত থাকিলে দর্শন শিখিতে হয়। চক্ষু খোলা থাকিলে দর্শন অনিবার্য্য, তখন বরং দর্শন না করিব কিরূপে বুঝা যায় না। খোল চক্ষু দেখ ব্রহ্ম। চক্ষু খোলার পর ব্রহ্মদর্শন। কিন্তু যে অন্ধ সে কেমন করিয়া

চক্ষু পাইবে? যে চক্ষু খুলিতে জানে না সে কেমন করিয়া দেখিবে? সেই ব্যক্তিকে দর্শন শিখিতে হইবে, দর্শন সাধন করিতে হইবে। কিন্তু চক্ষু খুলিলে যদি কেহ দর্শন শিখাইবার জন্য উপদেশ দিতে আসে তাহাকে দূর করিয়া দিবে, তাহার কথা শুনিবে না, উহা নির্ব্বোধের কার্য্য। যখন চক্ষু উন্মীলিত হয় তখন সহজে অবাধে মানুষ দেখিবে, না দেখা অসম্ভব হইবে। চক্ষু কি নাই কি আছে? চক্ষু আছে। কোথায়? ভিতরে। কিন্তু তাহা সন্দেহ, অবিশ্বাস ও পাপেতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে দর্শন শক্তি আছে; কিন্তু জ্ঞানের আলোক নাই, কুসংস্কার, পাপ অবিশ্বাস আসিয়া সেই চক্ষুকে অন্ধকারে ফেলিল। অন্ধকারের ভিতরে চক্ষু খোলা রহিল; কিন্তু অন্ধকার দেখিতে দেখিতে দর্শন শক্তি স্ফূর্ত্তি না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। বাহ্যিক চক্ষু আলোক পাইল বস্তু সকল দেখিল। ভিতরের চক্ষু আলোক পাইল না, ক্রমাগত অন্ধকার দেখিতে দেখিতে অন্ধীভূত হইয়া গেল। এখন সেই চক্ষুকে জাগ্রৎ করিতে হইবে। অনেক যুক্তি দ্বারা সত্তা নির্ণয় করিয়া যে ঈশ্বরকে দর্শন সে দেখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং সে দর্শন থাকিবে না। দর্শন কেমন? "এই তুমি, এই আমি" "এই যে তুমি যে তুমি আমার সমক্ষে, আর আমি তোমার সমক্ষে" যাহার অপেক্ষা সহজ আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন জড়দর্শন সুলভ তেমনি ব্রহ্মদর্শন সুলভ। "এই আমার বুকের

ভিতর তুমি, এই তোমার বুকের ভিতরে আমি।” চক্ষু খোলার পর আর যুক্তি স্থান পায় না। যদি পায় জানিও কোন পাপ আসিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া যদি আবার ঈশ্বর আছেন ইহা যুক্তি দ্বারা অবধারণ করা আবশ্যক হয় তবে পূর্ব্বে সাধনে ত্রুটী ছিল মনে করিতে হইবে। চক্ষু খোলার পর ব্রহ্মদর্শন জলের মত, বায়ুর মত সহজ। চক্ষুরূপ য ন্ত্রকে ব্যবহার কর নাই, সাধন দ্বারা টানিয়া কোন মতে জাগ্রৎ করিয়া তোল। চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে আর ভয় থাকিবে না। কিন্তু চক্ষু খুলিতে অনেক আয়াস অনেক সাধন যত্নের প্রয়োজন। মূল এই চক্ষুকে খোলা। অন্ধকে বল ঈশ্বর তোমার কাছে, সে বলিবে কৈ? সে বলিবে ঘর, বাড়ী, গাছ, আকাশ দেখি, ঈশ্বরকে দেখি না। কাছে কেহ আছেন ইহা বুঝিতে পারে না। দর্শনের অবস্থা কি? “এই যে তোমার ঈশ্বর, এই যে তোমার ডান দিকে, এই যে তোমার বুকের ভিতরে, এই যে তোমার বামে” এ সকল কথা শুনিয়া তাকাইবা মাত্র অমনি শরীর রোমাঞ্চিত হইল। অন্ধ যে তাহাকে বল, তোমার নিকটে পৃথিবীর রাজা বসিয়া আছেন, অথবা তোমার চারি দিকে পঞ্চাশটি ব্যাঘ্র, সে মনে করিবে উপহাস করিতেছ। প্রকাণ্ড সত্য তাহার পক্ষে উপহাস। জিনিষ আছে কি নাই সে বুঝিতে পারে না। অন্ধ যদি হঠাৎ প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখে তাহার শরীর মন স্তম্ভিত হইবে। যখন চক্ষু কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হয় তখন

দর্শনের যে উজ্জ্বল অবস্থা তাহা নহে। যতই চক্ষু খুলিয়া অভ্যাস করিবে, ততই দর্শন উজ্জ্বলতর হইবে। এত বড় পদার্থ, মহান্ এবং অনন্তের কাছে বসিলে যদি শরীর মনের সমান অবস্থা থাকে তবে জানিবে ঈশ্বর দর্শন হয় নাই। ঐ যে এত বড়, এমন বৃহৎ, এমন মহান্, আমার সামনে ইহা দেখিবামাত্র শরীর শির্ শির্ করিয়া আসিবেই আসিবে মন স্তম্ভিত হইবে। শান্ত ভাবে, অবিচলিত ভাবে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে ব্রহ্ম দর্শন যদি সম্ভব হয়, তবে আগুনে হাত দিলে হাত শীতল হয় তাহাও সম্ভব। তুমি কি বল সম্ভব? তবে, ওহে সাধক, তোমার দেখা হয় নাই। দর্শন ফল দ্বারা জানা যায়। দর্শন হইলে মন স্তম্ভিত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। ক্রমে ক্রমে দর্শন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

দৃষ্টি সাধন।

হে ভক্তিশিক্ষার্থি, চক্ষুকে কদাপি অবহেলা করিবে না। যদি বল চক্ষু কি? চক্ষুর আবশ্যক কি? চক্ষুর গুরুত্ব কি? চক্ষুর আদর করিব কেন? ভক্ত চক্ষুকে বিশেষরূপে আদর করেন। চক্ষু ভক্তির যন্ত্র। সেই যন্ত্র চালিত হইলে ভক্তি প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তি হৃদয়ের ভিতরে, যাঁহাকে ভক্তি করিব তিনি আছেন বাহিরে। এই

চক্ষুরূপ বিশেষ যন্ত্র দ্বারা ভক্তি তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত হইবে। বাহিরের বস্তুই দেখি আর ভিতরের বস্তুই দেখি, দেখিতে হইবে। না দেখিলে ভক্তি হয় না। ভক্তিরাজ্যের দ্বার এই চক্ষু, সেই দ্বারের চাবি দর্শন। না দেখিলে ভক্তিস্রোত বন্ধ হইবে। ভক্তবৎসল শত সহস্র বৎসর তোমার চক্ষের সমক্ষে থাকুন না কেন, না দেখিলে ভক্তি হইবে না। চক্ষুর মধ্যে যোগনদী এবং ভক্তিনদীর মিলন হয়। ইহার ভিতর দিয়া যোগপথে এবং ভক্তিপথে দুই দিকেই যাওয়া যায়। এই চক্ষু ভিতর দিয়া যোগী যোগেশ্বরকে দেখেন, ভক্ত ভক্তবৎসলকে দেখেন। যোগের দেখা শাদা চক্ষে জল নাই। এই "তুমি আছ" ইহা যোগীর মূল মন্ত্র। এই সত্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিতে করিতে যোগীর দর্শন উজ্জ্বলতর হয়। এইখান দিয়া যোগী তাঁহার নৌকা ভাসাইয়া দিলেন, সত্যপদার্থ ধরিলেন। ভক্ত বসিয়া আছেন, প্রতীক্ষা করিতেছেন, "তুমি আছ" শুদ্ধ এই সত্য ধরিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না। শাদা চক্ষে বর্ণহীন ঈশ্বরকে দেখিলে তাঁহার ভক্তি হয় না। প্রেম পুণ্যে অনুরঞ্জিত সুবর্ণ ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে তবে তাঁহার চক্ষে প্রেমজল আসিবে। যিনি ভক্তবৎসল প্রেমময় যাঁহার মুখে পবিত্রতার রঙ্গ, প্রেমের রঙ্গ আছে, প্রেমাশ্রু পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে। নতুবা শাদা চক্ষে রঙ্গের প্রতিভা হয়

না। পদার্থের খুব সুন্দর রঙ্গ হউক না, জল চাই, নতুবা তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না। যখন চক্ষে জল আসিল, তখন প্রেমময়ের রঙ্গ প্রতিভাত হইল, এবং তখন ভক্তের প্রাণ হইতে আরও ভক্তির জল প্রেমের জল বাহির হইতে লাগিল, ডোবার মত অল্প জল ছিল। পরে পুষ্করিণী হইল, ক্রমে নদী হইল, পরে সমুদ্র হইল। তার উপর জোয়ার আসিল, আবার প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উথলিয়া পড়িল, সেই জলপ্লাবনে সমুদয় ভাসিয়া গেল। যত জল পড়ে তত জল আসে। না দেখিলে কিছু হয় না। বস্তু দেখা ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। এই চক্ষুই সাধনের যন্ত্র। যদি রুক্ষ ভাবে কঠোর রূপ দেখ, হে অল্পভক্তিবিশিষ্ট সাধক, তোমার ভক্তি হইবে না। যত ক্ষণ রূপের ভিতরে মাধুরী, সৌন্দর্য্য না দেখ, তত ক্ষণ ভক্তির উদয় হইবে না। কেন ভক্ত হইবে? যাহার ভক্তি হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমাগত দেখিতে দেখিতে এমন হইবে, যে তাহার চক্ষু হইতে সেই প্রতিভা আর চলিয়া যাইবে না। ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবে যাহা হয় চক্ষু দিয়া হইবে। তুমি রুক্ষ নয়নে দেখিলে ভক্তি হইবে না। অনুরঞ্জিত চক্ষে দেখ সহজেই ভক্তি হইবে। এই উপদেশ হইতে এই বিধি উৎপন্ন হইবে, যদি ভাল দর্শন না হয় চক্ষের দোষ দিবে। এই বলিবে, পোড়া চক্ষু ঠাকুরকে ভালরূপে দেখিতে দিল না। পাঁচ মিনিটে না হয় দশ মিনিটে, দশ মিনিটে না হয় আধ

ঘণ্টাতে, আধ ঘণ্টাতে না হয় এক ঘণ্টাতে, যত ক্ষণ সেই মধুর ভাবে দর্শন না হয় তত ক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। আগা গোড়া চক্ষুকে লইয়া টানাটানি করিবে। চক্ষের ভিতরে অনেক লীলা খেলা, চক্ষের ভিতরে অনেক রত্ন। ভক্তি যদি শিখিবে চক্ষুতে অঞ্জন দাও, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রেমাশ্রু আসে তাহার উপায় কর। তাহা হইলে যখনই তাঁহার দিকে তাকাইবে, তখনই সুন্দর ভাব আসিয়া প্রাণ মোহিত করিবে, তখন ইচ্ছা হইবে আরও তাকাইয়া থাকি। নিরীক্ষণ করিতে করিতে আঠার মত একটা বস্তু আসিয়া চক্ষুকে একেবারে সেই রূপের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া ফেলিবে। চক্ষুর ভিতরে এত নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। চক্ষু শত্রু হইলে সহস্র মিত্র কিছু করিতে পারিবে না। অতএব চক্ষু যেন বন্ধু থাকে। চক্ষু যেন প্রেমের জল উথলিত করিয়া দেয়। সেই রঙ্গ যত ক্ষণ চক্ষে না পড়িবে তত ক্ষণ ছাড়িবে না। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভক্তি প্রেম বাড়িবে। অতএব চক্ষুকে শ্রদ্ধা কর। চক্ষুর মহত্ত্ব প্রশংসা কর। চক্ষু মিত্র হউক, চক্ষু সুহৃৎ হউক, চক্ষু প্রেমানুরঞ্জিত ব্রহ্মকে দেখাইয়া দিয়া হৃদয়ের প্রেম ভক্তি ফুল প্রস্ফুটিত করিয়া দিক্।

দর্শন ভেদ।

হে যোগশিক্ষার্থী, যাহার কখন দর্শন হয় নাই তাহার প্রথম দর্শন হইলে মনের কি রকম গাম্ভীর্য্য ও স্তম্ভিত ভাব হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাহার কখনও দেখা হয় নাই; দেখিবামাত্র তাহার শরীর মন স্তম্ভিত হয়। তাঁহাকে চক্ষের সমক্ষে উপলব্ধি করিবামাত্র শরীর মন বিস্ময়াপন্ন হয়। ইহাই অবাক্ হইবার অবস্থা, আশ্চর্য্য হইবার অবস্থা। এ সকল ভাব প্রথম অবস্থায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতে দর্শনের ভাব প্রকাশ হয় না। কেহ যদি মারে, কে মারিল, কেন মারিল, প্রথমে এ ভাব মনে হয় না, কেবল যন্ত্রণাই প্রবল হয়। অনেক কাল পর আলোক দেখিলে আলোক কি, তাহা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু আলোক দেখেই মন মোহিত হইয়া যায়। প্রথম ভাবে তদ্গত, পরে বস্তুনির্ণয়। ক্রমে ক্রমে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি এবং বস্তুর সমালোচনা আরম্ভ হয়। সেইরূপ দর্শন। দর্শন অনেক প্রকার। যেমন স্বর্গ অনেক প্রকার, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ আছে, সেইরূপ দর্শনেরও ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান আছে। প্রথম দর্শন দ্বিতীয় দর্শন অপেক্ষায় নিকৃষ্ট। ক্রমেই দর্শন উচ্চ হইতে উচ্চতর, উজ্জ্বল হইলে উজ্জ্বলতর হয়। দর্শনকে ঠিক স্বর্গের মত মনে করিবে। অতএব দর্শন উজ্জ্বলতাতে বিভিন্ন। আরও এক

প্রকার বিভিন্নতা আছে, তাহার স্থায়িত্বসম্পর্কে। যে ব্যক্তি বহু ক্ষণ অন্ধকারে থাকে সে হঠাৎ আলোক দেখিলেই অন্ধ হইয়া যায়। আলোকদর্শন অভ্যস্ত না থাকিলে প্রথম আলোক দর্শন গভীর অন্ধকারের হেতু হয়। সেইরূপ যদি অনেক কালের পর এক বার ঈশ্বর দর্শন হয়, সেই দর্শনের পর আবার গভীরতর অন্ধকার হয়। বার বার দর্শন হইলে সে অন্ধকার কম ঘন হয়। যাহাদের উজ্জ্বলতর দর্শন হয় তাহাদিগকে আর এক প্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে অর্থাৎ এক বার উজ্জ্বল দর্শনের পর যে অন্ধকার হয় তাহা ঘন না ঘনতর। সেই পরিমাণে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। খুব উজ্জ্বল দর্শন হইল, তার পর উজ্জ্বলতা কমিল বটে; কিন্তু সেই আলোক অনেক ক্ষণ স্থায়ী হইল। দর্শনের উজ্জ্বলতানুসারে যেমন সাধকদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, সেইরূপ সেই উজ্জ্বলতার স্থায়িত্ব অনুসারেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হয়। সেই সাধক কি সুখী, যিনি এক বার খুব উজ্জ্বল দর্শন পাইলেন; কিন্তু তার পর দুই মাস অন্ধকারে রহিলেন? না, তিনি সুখী যিনি তেমন উজ্জ্বলরূপে দেখিলেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই এক প্রকার তাঁহাকে দেখিতেছেন। ঈশ্বরকে এক বার উজ্জ্বলরূপে দেখিলে; কিন্তু অন্য সময় যদি ঈশ্বরসহবাসে বসিয়া আছ এরূপ মনে করিতে না পার তবে জানিবে সেই আলোক আর নাই। দর্শনের সময়ে দর্শন উজ্জ্বল হইবে এবং যখন

দর্শন নাও হয়, তখনও সেই উজ্জ্বলতা থাকিবে এইরূপ সুখের অবস্থা প্রার্থনীয়। এই তারতম্যানুসারেই দর্শনের প্রকারান্তর হয়। উচ্চতর হইতে উচ্চতম দর্শন হয়। আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবে। যদি যথার্থই দর্শনের অধিকারী হইতে চাও তবে খুব উজ্জ্বল দেখিবে এবং এমন করিয়া দেখিবে যাহাতে আর বিচ্ছেদ না হয়। ক্রমে ক্রমে যত ভাল দেখিবে তত বিচ্ছেদ অসহ্য হইবে। যাহার দর্শন ভূতকালে, বর্ত্তমানে দেখে না, সে অবস্থা যেন তোমার না হয়। তোমার দর্শন ভূতকালে উজ্জ্বল; বর্ত্তমানে উজ্জ্বলতর, এবং ভবিষ্যতে যেন উজ্জ্বলতম হয়। আর আগে পাঁচ বার বিচ্ছেদ হইত, এখন দুই বার বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে না। এইরূপে যাহারা উচ্চ শ্রেণীর দর্শক সেখানে পৌঁছিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন!

ভাবের প্রাধান্য।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, চক্ষুকে যদিও যন্ত্র বলিয়া জানিলে চক্ষের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিলে; কিন্তু যোগনদী এবং ভক্তিনদীর বিভিন্নতা স্মরণ রাখিবে। যোগীর দৃষ্টি চির দিন অটলভাবে সেই বস্তুর প্রতি সংস্থিত। ভক্তের দৃষ্টি বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তিকেই আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লয়। যোগচক্ষে দর্শনই লক্ষ্য, দর্শনই পুরস্কার,

দর্শনই সাধন। ভক্তিদৃষ্টির পক্ষে তাহা নহে, ভক্তিচক্ষে প্রত্যেক বার দর্শনে অনুরাগ, ভক্তি উপস্থিত হয়, মুগ্ধতা হয়, হৃদয় উদ্বেলিত হয়। যে দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভাবের উদয় হয় তাহাই ভক্তিচক্ষে দর্শন। দর্শনের জন্য দর্শন ভক্তি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ভক্তের দর্শন, প্রেমের জন্য ভক্তি শান্তির জন্য। ভক্ত, তুমি কি দেখিয়াছ তাঁহাকে? ইহার অর্থ এই যে, তুমি কি দেখিবামাত্র পুলকিত হইয়াছ? ভক্তি উথলিয়া উঠিবে এই অভিপ্রায়ে দর্শন, অতএব ভক্তের দশন উপলক্ষ। ভক্ত যখন ব্রহ্মবস্তুকে স্থিরভাবে দেখেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্তরে হুহু করিয়া প্রেমস্রোত আসে, অত্যন্ত ভক্ত যিনি তাঁহার আর বিলম্ব হয় না। দর্শনমাত্র সমুদয় ভক্তির ভাব হয়। যদি এক বার দেখিবার পর তাদৃশ ভাব না হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু ভক্তচক্ষে দৃষ্ট হয় নাই। দর্শন অপেক্ষা ভক্তি উৎকৃষ্ট ভক্তিশাস্ত্রে। দর্শন উপায়, তদ্দ্বারা হৃদয় প্রেমরসে প্লাবিত হয়; নতুবা দর্শন অগ্রাহ্য। তবে শিক্ষার্থী, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন ভাবে মন মত্ত হয় তখন কি দর্শন হয় না? ইহা বুঝিতে না পারাতেই জগতে কুসংস্কার আসিয়াছে। প্রেমে মত্ত হইবে অথচ দশন সূত্রটি হাতে রাখিতে হইবে, নতুবা নিশ্চিত বিপথগামী হইবে। চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে; কিন্তু তোমার এই অবস্থা হইবে যে তুমি দেখিতেছ কি না ভাবিবে না, অর্থাৎ একটি যন্ত্রের যেমন দুইটি মুখ, এক দিক চক্ষু ব্রহ্মে নিমগ্ন, আর

এক দিকে উৎস হইতে যেন জল উঠিতে লাগিল। ঐ মুখ বন্ধ কর জল উঠিবে না। যন্ত্রের যে দিকে ব্রহ্ম দর্শন হইতেছে তুমি সেই দিকে খেয়াল রাখিবে না, তুমি সেই সময় দর্শন হইতেছে কি না দৃষ্টি রাখিবে না। প্রথম একবার দেখিয়াই ভাবসাগরে ডুবিবে। বস্তু এক দিকে ভাব এক দিকে।

বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ।

ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি।

ভাব, ভাব, ভাব, ভক্তি।

বস্তু, বস্তু, বস্তু, যোগ।

ভাব-প্রধান সাধক ভক্ত।

বস্তুপ্রধান সাধক যোগী।

অতএব ভক্তের পক্ষে প্রাণের ভিতরে প্রেমসঞ্চার হয় কি না দেখা সর্ব্বপ্রধান। "এই তুমি" ইহা বলিতে বলিতে এই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের ভাবের প্রাবল্য। এই প্রাবল্য স্থির না অস্থির, অপরিবর্ত্তনীয়, না পরিবর্ত্তনীয়, রোজ রোজ ঠিক পরিমাণে আসে, না ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এই বিষয় পরে বিবেচ্য। আজ এই পর্য্যন্ত।

সেবাশিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ।

হে সেবাশিক্ষার্থী, তুমি সাধারণ লোকের ন্যায় ভ্রমে পড়িয়া কদাচ এ কথা বলিও না যে বিবেক মনের একটী বৃত্তি। ঈশ্বরকে জড় পুতুলের সঙ্গে সমান করিলে যেমন মিথ্যা দোষে দোষী হইতে হয়, সেইরূপ জগদ্‌গুরু ঈশ্বরকে মনের বৃত্তির সঙ্গে সমান করিলে মিথ্যা পাপে কলঙ্কিত হইতে হয়। হয় বিবেক পার্থিব, নয় বিবেক স্বর্গীয়। হয় বিবেক মানুষ, নয় বিবেক দেবতা। তাহারা ভ্রমে পড়ি-য়াছে যাহাদিগের মতে বিবেক মানুষের এক অংশ। সেবা শিক্ষার্থী, সাবধান, স্বয়ং দেবতা যিনি তাঁহাকে মনুষ্যের অংশ মনে করিও না। দেবতার কথাকে, বিবেকের কথাকে মনুষ্যেব মানসিক বৃত্তির মীমাংসা বলিলে কেবল কুযুক্তি এবং ভ্রম হয় তাহা নহে, পাপ হয়; যেমন ঈশ্বরকে মানুষ বলিলে পাপ হয়। বিবেক ঈশ্বরের অংশ। শরীরের সমু-দয় অঙ্গ এবং মনের সমুদয় বৃত্তি মানুষের; কিন্তু বিবেক মানুষের নহে। মানুষের অতীত বিবেক। আর সকল আমি, কেবল বিবেক ঈশ্বর। দেহ মন আমার, আমার নয় কেবল বিবেক। বিবেকসম্পন্ন মনুষ্য, ইহার অর্থ ঈশ্বর-সম্পন্ন মনুষ্য। বিবেক স্বয়ং স্বর্গের ঈশ্বর। সেবাশিক্ষার্থী, এই সত্য অবলম্বন কর, এই মূল সত্য চির দিন গ্রহণ কর। যে কথা বিবেকের সেটী ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বরের প্রমুখাৎ যে কথা শুনিবে তাহাই বিবেকের কথা। ঈশ্বরের

মুখের কথা, ঈশ্বরের হাতের লেখা বিবেকের কথা। বিবেক-রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরের। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেক হইয়া মনুষ্যের মনে সত্য কি দেখাইয়া দিতেছেন, বলিয়া দিতেছেন। স্বয়ং স্বর্গের ঈশ্বর মনুষ্যের মনের ভিতরে বসিয়া দিবারাত্র সত্য শিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতেছেন। তবে বিবেক বলিয়া আর মানুষের স্বতন্ত্র বৃত্তি রহিল না। এক দিকে মনের সমস্ত বৃত্তি আমারই, আর এক দিকে স্বয়ং ঈশ্বর বিবেক হইয়া এই সমুদয় বৃত্তির উপরে রাজত্ব করিতেছেন। এখন বুঝিলে বিবেক কি? কিন্তু কি লক্ষণ দ্বারা বিবেককে চিনিতে পারিবে? ঈশ্বরের উক্তি কিরূপে জানা যায়? মানুষের বিচার হইতে বিবেকের বাণীকে কেমন করিয়া স্বতন্ত্র করা যায়? প্রথম লক্ষণ এই;—ইহা করিলে ভাল হয়, ইহা করিলে মন্দ হয়, ইহা করিলে ইষ্ট হয়, ইহা করিলে অনিষ্ট হয়, ইহা দ্বারা অল্প লোকের অকল্যাণ হয়, কিন্তু অনেকের মঙ্গল হয়, এ সকল মনুষ্যের বুদ্ধির কথা। ভাল হয় কি মন্দ হয় ইহা বলিয়া কখনও বিবেকের কথা আরম্ভ হয় না। কিংবা বিশেষণ যোগ করিয়া বিবেক কখনও কথা বলেন না। ইহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহা ন্যায়, ইহা অন্যায়, বিবেক এ সকল কথাও বলেন না। বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর ইহা করিও না, বিবেক এইরূপে আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন। আদেশ করা বিবেকের কার্য্য, উপদেশ

দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য। সদ্‌যুক্তি অথবা হেতুপ্রদর্শন বুদ্ধির মীমাংসা। ইহা করিলে উপকার হয়, ইহা করিলে অপকার হয়, এরূপ হেতুপ্রদর্শন করিয়া উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির নিষ্পত্তি। ভাল হউক বা না হউক কর, ইহা বিবেকের অনুজ্ঞা। বুদ্ধির মীমাংসা গৌণ মীমাংসা। বিবেকের আজ্ঞা বিদ্যুতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি ফলাফল বিচার করিয়া বহু আয়াসের পর কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে মন্দ হয়, এ সকল বিষয়ে উপদেশ দেয়। বিবেক একেবারে আদেশ করেন। বিবেক এবং বুদ্ধি কখনই এক নহে। বুদ্ধির পথ যদি দক্ষিণে হয়, বিবেকের পথ উত্তরে। বুদ্ধির পথ যদি নীচে হয়, বিবেকের পথ ঊর্দ্ধে। যেখানে দেখিবে আদেশ সেখানে বিবেক। ভাল কথা বলা, যুক্তি দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য! খুব ভাল কথাও মানুষের হইতে পারে; কিন্তু আদেশ কখনই মানুষের হইতে পারে না। সর্ব্বদা আদেশের আকারে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা, অথবা বিবেকের উক্তি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর যখনই কথা কহেন তাহা আদেশ। ইহা ভাল, ইহা মন্দ, ঈশ্বর এরূপ কথা বলেন না। তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে কেবল বলেন "ইহা কর, ইহা করিও না।"

দ্বিতীয় লক্ষণ অহেতুক। বিবেকের আদেশের হেতু নাই। প্রভু আজ্ঞা করিলেন, সে আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। কেন করিব? আজ্ঞাবহ দাসের মুখে এ কথা

নাই। কেন এই আজ্ঞা পালন করিব, বিবেক ইহার উত্তর দিতে বাধ্য নয় অর্থাৎ ঈশ্বর হেতুপ্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন। তিনি কখনও হেতু দেখান না। হেতু দেখাইলে ত তাঁহার অনুজ্ঞা বিচারের মধ্যে আসিল। তাঁহার অনুজ্ঞা মনুষ্যের বিচারের অতীত। যেখানে হেতু সেখানে মনুষ্যের হাত। যেখানে হেতু নাই সেখানে ঈশ্বরের আদেশ। যেহেতু ইহা করিলে দশ জনের দুঃখ বিমোচন হইবে অতএব এই কার্য্য করা ভাল, ঈশ্বর এরূপ বলেন না। কেন এই আজ্ঞা পালন করিব, যে এই কথা জিজ্ঞাসা করে সে পাষণ্ড। ঈশ্বর বলিতেছেন, অতএব করিব, অন্য কোন হেতু বা কারণ নাই। দ্বিরুক্তি ভিন্ন হেতু নাই। যদি হেতু জানিতে চাও ঈশ্বর বলিবেন, যেহেতু আমি বলিতেছি। ঈশ্বরের নিকট হেতু নাই। পৃথিবীর পতি হেতু লিখিয়া নিষ্পত্তি লিখিবেন, কিন্তু সত্যস্বরূপ ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের এ ধর্ম্ম নহে। তিনি হেতু দেখাইবেন না। হেতু দেখাইলে তাঁহার শাস্ত্রের উচ্চতা থাকে না। যুক্তি বিবেচনা করিয়া এই অনুষ্ঠান কর ইহা বুদ্ধির উপদেশ। কিন্তু মহাপ্রভু ঈশ্বর ভৃত্যকে কেবল বলেন, ইহা কর, অমুক স্থানে যাও। তিনি কাহারও নিকট কারণ বা হেতু প্রদর্শন করেন না। ধন্য সেই ভক্ত ভৃত্য যিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন! বিবেক অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা বলিবেন

তাহা করিতেই হইবে। কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে নিজের সর্ব্বনাশ, এবং অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, তথাপি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে। আদেশ, এবং আদেশ অহেতুক—এই দুই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের উক্তি জানা যায়। আদেশ শুনিবে, হেতুর জন্য প্রতীক্ষা করিবে না, তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিবে, এই দ্বিতীয় উপদেশ।

ব্রতান্তে যোগী ভক্ত জ্ঞানীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, ভক্তি, যোগ বা জ্ঞান যাহাতে তোমাদিগের চিত্ত অনুরক্ত হউক, জানিও সে সকলই পুণ্যমূলক। অতএব যত্নপূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় কর। রসনা হস্ত ও চিত্ত সর্ব্বথা বিশুদ্ধ রাখ, তাহাতে যেন তোমাদের স্খলন না হয়। এ বিষয়ে তোমরা কখনও শিথিল হইও না, লোকেরা তোমাদিগকে এই লক্ষণেই চিনিবে। তোমাদিগের চরিত্র দ্বারা যাহাতে ভক্তি যোগ জ্ঞানে কাহারও ঘৃণা বা সংশয় না হয়, এরূপ নিয়ত যত্ন করিবে। তোমাদিগের প্রতি প্রভুর এই আদেশ। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই আদেশ প্রতিপালন কর। কার্য্য রসনা ও চিত্ত হইতে পাপ দূরে রাখ, যাহাতে পাপ এ সমুদায় হইতে বাহির হইয়া যায় তজ্জন্য যত্ন কর।

যখনই পাপ চিন্তা হঠাৎ মনের ভিতরে উদিত হইতে উদ্যত হইবে, তখনই বল সহকারে উহাকে দূরে নিক্ষেপ কর। পুণ্য উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নির্ম্মলচিত্তে বিচরণ কর এবং সকলের প্রিয় হও। প্রভু তোমাদিগের হস্তে গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। ইহা প্রতিপালনে দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিজ ব্রত বহন কর।

২য়।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, তোমরা দীর্ঘকাল ব্রত ধারণ করিলে। যাহারা ব্রত ধারণ করে নাই তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের ভিন্নতা থাকিবে। তোমাদিগের ব্রত সফল হইয়াছে ইহাতেই বুঝা যাইবে। সংসারিগণ হইতে যদি তোমাদের ভিন্নতা না হইল তবে ব্রতে কি প্রয়োজন ছিল? এরূপ হইলে সমুদায় নিষ্ফল হইয়াছে সন্দেহ কর। জীবন যাহাতে নিত্য পবিত্র ও উন্নত হয়, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন কর। ঈশ্বরে অনুরক্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক অল্পে তুষ্ট হও, ভোগ ও বাসনা পরিত্যাগ কর। অনাহারাদি দ্বারা শরীর কৃশ করিলে ভোগাভিলাষ যায় না। আসক্তি উন্মূলন করিয়া ইহা সহজে সাধিত হয়। বাসনার নিবৃত্তি এবং ঈশ্বরে অনুরাগ, এই দুই ব্রতের সাফল্য জানিবে। অতএব লোকে যাহাতে বিষয়িগণ

হইতে তোমাদিগের ভিন্নতা বুঝিতে পারে তজ্জন্য নিয়ত যত্ন কর।

৩য়।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, আগে ছোট তার পর বড়, ছোটতে যে কৃতার্থ হয়, বড়তে সে কৃতার্থ হয়। যদি জগতের ভিতরে পরসেবা করিয়া জীবনকে পবিত্র করিবে মনে থাকে তবে ছোট দল যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যে গুণ তোমাদের এই কয় জনের ভিতরে আয়ত্ত হইবে, সেই গুণ জগৎকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। এই অবস্থা ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণের জন্য দিয়াছেন। এই অবস্থা অনুসারে স্বীয় উন্নতি করিতে পারিলে জগতের সেবাতে নিরাশ হইবে না। আগে নির্লোভী হইয়া এই কয় জনকে সেবা কর। এই কয় জনকে পরিত্রাণপথের সঙ্গী এবং ঈশ্বরের সেবক জানিয়া পরস্পরের সেবা শিক্ষা কর। অনেকে একেবারে প্রকাণ্ড জগতের সেবা করিতে গিয়া কার্য্যে কিছুই করিতে পারে না, কারণ অত বড় সমুদ্রে কি কেহ হালি ধরিতে পারে? এই জন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া তোমাদের অল্প কয়েক জনকে একত্র করিয়াছেন। এই দলের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায় ভাব আছে তাহা দূর কর। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ অভ্যাস কর। তোমাদের মধ্যে

ঈর্ষা, বিদ্বেষ থাকিবে না। এই কয়জনকে পর ভাবিতে পারিবে না। অহঙ্কারী বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। এই কয় জনকে সামান্য মনে করিবে না। কখনও ক্ষমাবিহীন এবং অপ্রেমিক হইবে না। আলস্য-পরায়ণ হইয়া জীবনকে নষ্ট করিও না। আগে একটী শর্ষপ-কণার ন্যায় স্বর্গ নির্ম্মাণ কর। একত্র অধ্যয়ন, একত্র শিক্ষা লাভ করিবে। সহাধ্যায়ী কয় জন, তোমাদের মধ্যে যত গুলি সাধুভাব আছে, এই কয় জন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত কর, জীবন সংগঠিত হইবে। ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া পর-স্পরের সেবা কর, পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কর।

সাধক চতুষ্টয়ের ব্রতোদ্যাপন উপলক্ষে আচার্য্যের উপদেশ।

তিন শত পঁয়ষট্টি দিন অতীত হইল। ব্রতদাতা ঈশ্বর আজ সিদ্ধিদাতা হইয়া তোমাদিগকে ফল বিধান করুন! ফলবিহীন ব্রত শুষ্ক স্রোতের ন্যায়। বীজ রোপণ করি-য়াছ আজ বৃক্ষকে নাড়া দাও, যদি ফল পড়ে জানিবে তোমাদের সার্থক জীবন। কল্পতরুমূলে বসিয়া চারি দিকে তাকাও। নিয়মপালনসম্বন্ধে তোমাদের ত্রুটি হইয়াছে, সৎপ্রসঙ্গ ভাল হয় নাই এ জন্য তোমরা দণ্ডের উপযুক্ত। যদি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তোমাদের মধ্যে এই

অপরাধ থাকিয়া যাইবে। সাধুসঙ্গে থাকিয়াও যদি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পার তবে, হে ধর্ম্মার্থিগণ, বিশ্বাস কর এই সাধন অতি দুর্লভ। সৎপ্রসঙ্গ প্রতি দিন করিতেই হইবে। দুর্ব্বলপ্রকৃতি মনুষ্যের পক্ষে সৎপ্রসঙ্গ কঠিন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সৎপ্রসঙ্গ শিখিয়া সৎপ্রসঙ্গের সুধা পান করিবে। সৎসঙ্গে অনুরাগী হইতেই হইবে। সৎপ্রসঙ্গে মোহিত হওয়া আর ঈশ্বরে মোহিত হওয়া এক কথা। অন্যান্য বিষয়ে তোমাদের সাধনে ফল হইয়াছে, এখন গূঢ় পরে প্রকাশ পাইবে। তোমরা চারি জনে মিলিত হইয়া অনন্ত জীবনের দিকে চলিয়া যাইবে। ব্রতপরায়ণ থাকিবে, ব্রত তোমাদের আহার, ব্রত তোমাদের বস্ত্র, ব্রত তোমাদের টাকা কড়ি। ব্রত পালন হইতেছে বলিয়া অহঙ্কারী হইবে না আরও বিনীত হইবে। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলের পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। তোমরা শূদ্রজাতি হইলে, দাসের জাতি পাইলে, সেবকজাতিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেবকের ব্রত পালন কর। সকল সেবা অপেক্ষা লুক্কায়িত সেবা প্রধান। এমনি ভাবে সেবা করিবে যে যিনি সেবিত তিনি যেন টের না পান। কিছু বুঝিবেন, কিন্তু অনেক অংশ গুপ্ত থাকিবে। লোকে জানিতে পারিবে না এমন সকল সেবা করিবে। সেবিত ভ্রাতা এবং সেবিতা ভগ্নী যদি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, যদি নিষ্ঠুরাচরণ করেন তথাপি বিনীত ভাবে তাঁহাদের সেবা করিবে। বাধাতে সেবা

বুদ্ধি। জগতে আসিয়াছ সেবা করিবার জন্য, সেবা করিয়া চলিয়া যাও। "পায়ের দিকে দৃষ্টি যাদের, মুখের হাসি দেখিতে তাহাদের অধিকার নাই, অতএব তোমাদের প্রভু নরনারীদিগের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাও আর না পাও, তোমরা তোমাদের কার্য্য করিয়া যাইবে। ভিক্ষাবৃত্তি তোমাদের জীবিকা। অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিবে, যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দেন। ভিক্ষার ভিতর দিয়া স্বর্গের পুণ্যস্রোত জীবনেব মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব অভিমানী হইয়া পরেব দান অগ্রাহ্য করিও না। একটী পয়সা যদি অনুগ্রহ করিয়া দেন তাহা বিনীত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিবে, সেই পয়সার বিনিময়ে পুণ্য ধন লাভ করিতে পারিবে।

যোগপরায়ণ, তুমি গভীরতর যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে তাহা যোগশাস্ত্রের বর্ণমালার 'ক'।

ভক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখন অনেক বাকি আছে, অপার প্রেমজলে ডুবিয়া বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরেব মুখদর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে অন্য দিকে আর মুখ ফিরিবে না।

জ্ঞানপরায়ণ, অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল

নাই, সে সমুদয় অপরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।

ভক্তিপথের অনুবর্ত্তী, ভক্তিপথে যাওয়া আর ভক্তের অনুবর্ত্তী হওয়া একই। অনুবর্ত্তীর ভাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তিপথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল নাম গ্রহণ করিতে করিতে না জানি কোন দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ করিয়া কত সুধা ভোগ করিবে। চলিয়া যাও, এই রাজ্যে অনুবর্ত্তী হওয়াতে ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে তখন আর কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হইবে। ভক্তির আর দুই পথ নাই। অনুবর্ত্তীর পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়া আবশ্যক। যে দিন ভক্তবৎসল তোমার প্রাণকে একেবারে টানিয়া লইবেন, তখন অনুবর্ত্তী আছি ইহা মনে থাকিবে না, তখন বুঝিবে কেবল সুধাতে ডুবিযাছি। আসল জিনিষ এখন উদরস্থ হয় নাই। এত হইল, অথচ আমার কিছু হইল না, এই দুঃখ; কিছু করিলাম না, এত হইল, এই সুখ। এই দুই তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আসিলেন কি না সে সকল তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এখন যাঁহারা তোমাদের চারি দিকে বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়া নমস্কার কর।

যোগোপনিষৎ।

যোগে অধিকারী।

হে যোগশিক্ষার্থী, যোগেশ্বরের চরণে প্রণাম কর, গম্ভীর মহাদেব মহেশ্বরের চরণে ভাল করিয়া প্রণাম কর। পর-লোকবাসী যোগধামবাসী যত মুনি যত যোগী সকলের চরণে নমস্কার কর। যেখানে তাঁহারা থাকুন প্রত্যেক যোগী প্রত্যেক ঋষির চরণে মস্তক অবনত কর। বিশ্বাস-নয়ন খুলিয়া দেখ, গম্ভীরমূর্ত্তি যোগেশ আপনার যোগী ঋষি সন্তানদিগকে লইয়া বসিয়া আছেন। মহেশ্বর শিষ্য প্রশিষ্য সকলকে লইয়া তোমার কাছে। তাঁহার আবির্ভাবযোগে এই ঘর ঘোরাল ঘন। হিন্দুস্থানের যোগেশ্বর তোমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। যোগধর্ম্মের প্রতি একটু আদর দেখিলে সদ্‌গুরু পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। তুমি ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছ স্মরণ করিও, যে পরিমাণে আদর সেই পরি-মাণে গুরুতর যোগতত্ত্ব চাপাইবেন। মহেশ্বরের ভালবাসার উপযুক্ত হইবে, তত্ত্বসাধন করিবে, তত্ত্ব বুঝিয়া কেবল ক্ষান্ত হইবে না। সিদ্ধ হইয়া তুমি তোমার দেশে যোগ প্রচার কর, তোমার সদ্‌গুরু ঈশ্বরের তোমার প্রতি এই আজ্ঞা।

অতএব তাঁহাকে প্রণাম কর, ভক্তির সহিত যোগধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ কর। তুমি কে, জান। তুমি আত্মা। আত্মা কে জান। পরমাত্মার সৃষ্ট পরমাত্মার সন্তান। তুমি কে? জীবাত্মা। কার সঙ্গে যোগ চাও? পরমাত্মার সঙ্গে। যোগ আছে কি হইবে? আছে যোগ চির দিন, জীব তাহা মানে না, জীব তাহা সাধন করে না, গম্ভীরপ্রকৃতি সাধক তুমি তাহা সাধন কর। ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে প্রকাণ্ড মহেশের যোগ। বুদ্ধির আলোক নির্ব্বাণ কর। ফুঁ দাও, অন্ধকার। অন্ধকারের ভিতর যাহা আছে বলি শুন। একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখ। গভীর ঘন অন্ধকার চারি দিকে, ইহার ভিতরে তুমি ক্ষুদ্রাকৃতি অত্যন্ত ছোট লৌহের ন্যায় একটি পদার্থ। শরীর নয়, তুমি, তোমার আত্মা। দেখ তাকাইয়া, তোমার বুকের ভিতরে এই যে আত্মা লৌহের মত শক্ত অর্থাৎ বস্তু পদার্থ। আরও দেখ, সমস্ত কাল, খুব কাল, পার্থিব বলিয়া পাপদূষিত বলিয়া কাল। জীবাত্মা কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় অন্ধকারে অন্ধকারে মিশিয়াছে। ধরিলে আপনাকে বাঁধিলে? বিশ্বাসনয়নে আরও দেখ, ঐ বস্তুর উপরিভাগে সুবর্ণ—উত্তমবর্ণ স্বর্ণ। নীচে লৌহ এবং কাল, উপরে স্বর্ণ এবং সুবর্ণ। খুব উপরে তাকাও খুব উজ্জ্বল। এক বস্তুর দুই ভাব,—স্বর্ণ, নীচে লৌহের ন্যায় রং। দুই না এক? এক পদার্থ। এক বস্তুর উপরে স্বর্ণ নীচে লৌহ। চক্ষু উপরে আরোহণ করুক স্বর্ণ, চক্ষু অবতরণ করুক লৌহ।

আরও আরোহণ করুক আরও স্বর্ণের মত। ঈশ্বরের শেষ কোথায় জীবের আরম্ভ কোথায়? উপদেষ্টা বলেন, আমি জানি না। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন কোথায়? জানেন কেবল ব্রহ্ম, জীব জানে না, জীবের নিকটে উহা সঙ্গোপন। এক মলিন অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ জীবাত্মা, সেই জীবাত্মা হইতে অল্প অল্প ঈষৎ সুবর্ণ দেখাইবে। ওহে জীবাত্মন্, তুমি কি বুঝিলে? তোমাতে ব্রহ্ম সংযুক্ত। চেতনশক্তি দেহশক্তি নীচে তোমা হইতে উৎপন্ন। সৃষ্ট আশ্রিত শক্তি কাল। এই শক্তির উপরে স্বর্ণ রং। কাল কাটীর উপরে কেন সোণার রং? জ্ঞানশক্তি দেহশক্তি নীচে কাল কেন না তোমার শক্তি, উপরে সোণার বর্ণ কেন না উহা পরমাত্মার। সমুদায় উপরে উজ্জ্বল। যাহাকে জীবাত্মা বলি, তাহাকে পরমাত্মা বলি। বলপূর্ব্বক বলিতেছি কেহ পৃথক্ করিতে পারে না। ঐ কাটীর উপরে অঙ্গুলি রাখ। বল এত খানি লোহা এত খানি সোণা। মনে কর, কেবল একটু লৌহ-শলাকা, তাহার ভিতরে কেন সোণার রঙ্গ দেখিলে? মনে কর, কেবল ব্রহ্মশক্তি। ঐ শক্তির নিম্নে চলিয়া যাও, পার্থিব-শক্তি মানবশক্তি। বিদ্বান্ ভক্ত সুপণ্ডিত ভাবুক সকলে বলিল ঈশ্বরে মানবে কিরূপে মিল হইয়াছে জানি না। ইটি প্রাচীন মত নহে। আজ যাহা শুনিতেছ, দৃঢ়রূপে ধর। তুমি যে বস্তু, তোমারই ভিতরে ব্রহ্ম। একটি ছোট লৌহ-দণ্ডের মত শলাকার এক দিকে জরদ্ রং, এক দিকে কাল।

নরহরি হরিনর? হাঁ, হরিনর। পরমাত্মাতে জীব, জীবে পরমাত্মা, নীচে জীব উপরে পরমাত্মা। নীচে চিৎ জীব, উপরে চিৎ ব্রহ্ম। উপর হইতে দেবশক্তি, নীচে আসিয়া জীবশক্তি। পিতা উপরে পুত্র নীচে। পিতার ভিতরে পুত্র, পুত্র পিতাতে আশ্রিত। কি দেখিতেছ সাধক, কত কাছে দেখ জীব ও পরমাত্মা। ছবি নহে, বস্তু। এই যে আমি ছিলাম, এই যে মুটোর ভিতরে জীব ছিল। কি হাতের ভিতরে ব্রহ্ম! জীব ব্রহ্মে একত্র বাস। নরের সাধ্য নাই যে জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে। ইহা পরমাত্মারই অদ্ভুত সৃষ্টি। ভূমা, তব ইচ্ছা এতদ্রূপ। স্বতন্ত্র আকারে থাকিবার আর ইচ্ছা নাই। কি অভিপ্রায়ে জান কেবল তুমি। হে ভূমা, তুমি একত্র আছ। এই যে শেষ ভাগ জীবাত্মা, আমি ইহা বুঝি; ঐ যে শেষ ভাগ ঈশ্বরশক্তি, আমি বুঝি, কিন্তু দুয়ের যোগ বুঝি না। ওহে সাধক তুমি যোগ কি দেখ। বল পুত্রের শেষ এই, পিতার শেষ ঐ। বল পাপী নরাধমের এই খানে শেষ, পুণ্যাত্মা পুরুষোত্তমের ঐ খানে শেষ। যদি সাধ্য থাকে বল, আমি দেখিলাম যোগ স্থলে এই পর্য্যন্ত লৌহ এই পর্য্যন্ত স্বর্ণ। যোগশাস্ত্র মিথ্যা হইবে যদি বিযুক্ত করিতে পার। আমি এই সভ্যতার সময়ে বলি, যে বলিল জীবাত্মা আছে সেই বলিল পরমাত্মা আছে। এই জন্য নাস্তিকতা অসম্ভব। হরিলীলা শুন। পরমাত্মা স্বর্গে আপনাকে রাখিলেন, পৃথিবীতে মানু-

খকে রাখিলেন, মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। এই যোগ বুঝা যায় না দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝ। সাধক, উষা—প্রাতঃকাল কখন হয়? বল এই মিনিটে রাত্রির শেষ এই মিনিটে দিবারম্ভ। বলিতে পার না। এমনি নিগূঢ় ভাবে দিবস রজনীতে প্রবিষ্ট যে কেহ বলিতে পারে না। কখন রাত্রি শেষ হয় জান? চারিটার সময় গাত্রোত্থান কর, দেখ গভীর রজনীতে আস্তে আস্তে অন্ধকার তরল হইতেছে; কিঞ্চিৎ আলোক প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে দেখিতে আরও আলোক। দ্বিপ্রহর দিবা ও দ্বিপ্রহর রজনী তুমি জান, কিন্তু দিবা ও রজনীর সন্ধিস্থল তুমি জান না। পূর্ণ ব্রহ্ম এবং পূর্ণ জীব তুমি জান; যোগ, পিতা পুত্রের মিলন, স্বর্গ পৃথিবীর ঐক্য তুমি জান না। ইন্দ্রধনু অনেক বর্ণ, কিন্তু বর্ণের সন্ধি কেহ জানে না। দুই বর্ণের সম্মিলন স্থান কে বলিতে পারে? সকল বিষয়ের যোগ অতি গভীর, উহা গভীর বুদ্ধিকেও পরীক্ষা করে। দুই বস্তু বিভিন্ন, সকলেই জানে দুই পৃথক্, কিন্তু যেখানে মিলন সেখানে কেহ পৃথক্ বুঝিতে পারে না। অতএব সাধক তোমার যোগশিক্ষার সুযোগ হইল। যোগ আছে। সোণাকে ধরিয়া জীবের দিকে লইয়া যাইবে, লোহাকে সোণা করিবে এই যোগ! স্বাভাবিক যোগের সঙ্গে সাধনসিদ্ধ যোগ। এক বস্তু যাহাকে তুমি মনুষ্য বলিতেছ, তাহারই মধ্যে ঈশ্বর এমনি ভাবে রহিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না, ঐ দিকে হরি;

এই দিকে আমি। কোন্‌টি তিনি কোন্‌টি আমি চিনিতে পারে কে? যোগানন্দে ডুবিয়া গিয়া এরূপ হয়। এই স্থানেই ভ্রান্তিবশতঃ অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি, কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব কোথায়? সন্ধিস্থলে যোগস্থলে। লোহার ভিতরে যেখানে সাক্ষাৎ সোণা দেখিবে। তিনি আমাতে আমি তাঁহাতে, এই ব্যাপারে তাঁহার না আমার কিছুই বুঝি না। এখানে একাকার, ভূমাসাগরে জলবিন্দু মিশিল। অহো যোগানন্দ কি সুমিষ্ট! হরিলীলা কি আশ্চর্য্য! লোহাতে সোণা দেখিলে। হরিতে আমার খানিক, আমাতে হরির খানিক, আমি গাছ খানিক উঠিতে উঠিতে হরি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নীচে মানুষ উপরে ঈশ্বর মধ্যে যোগ বুঝে লও সাধক। মানুষ স্বতন্ত্র করে না যেন তাহা যাহা ঈশ্বর একত্র করিয়াছেন।

যোগের স্থান।

যোগশিক্ষার্থী, কে যোগ সাধন করিবে তুমি শুনিলে, যার নিম্ন ভাগে লৌহ উপরি ভাগে স্বর্ণ। সে যে হউক, যোগ সাধন করিবে। গভীরতর যোগ সাধন কর পরমাত্মাতে লীন হইবে। কে যোগ করিবে, স্থির হইল। সেই ব্যক্তি, যাহার বিচিত্র প্রকৃতি, তুমি জান না আমি বুঝি না। এখন প্রশ্ন, কোথায় যোগ হইবে? পৃথিবীতে এমন স্থান

কোথায়? হে জীব, তুমি দেখ কোথায় চিহ্নিত স্থান? যোগাসন হস্তে ধরিয়াছ, পাতিবে কোথায়? জলে না স্থলে, পর্ব্বতশিখরে না গিরিগহ্বরে, বৃক্ষতলে না নদীতীরে? পৃথিবী স্থান দেয় না। উচ্চ স্থান আবশ্যক। কি ভাবে উচ্চ? পরিমাণে উচ্চ? পৃথিবী নীচে, দশ হাত উপরে কাষ্ঠাসন পাতিলে যোগ হয়? জাহাজের মাস্তলে যোগ হয়? দ্বিতীয়তল গৃহের ছাদের উপরে উঠিলে যোগ হয়? এমন উচ্চভূমি চাই, যেখানে সংসার স্পর্শ করিতে পারে না। সংসার হইতে উহা অনেক দূরে। যদি পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ সঙ্গে চলিল, তবে উচ্চ স্থানে গিয়া ফল কি? সেই স্থান যে আমোদ কলুষিত। অপবিত্র আমোদের অনুচর সহচর জঘন্য দূষিত সুখের উপকরণ সেখানে। তবে কেন বৃথা কষ্ট শ্রম করিয়া এত দূর উঠিলে? এ উচ্চতা স্থানীয় উচ্চতা নহে। নিম্নদেশ হইলেই নিম্ন নয়। পাখীর আকাশেই ঘর, পাখীর গর্ত্ত মাটীর ভিতরে নহে। যোগী কখনও ভূচর নহে। ওহে সাধক, কি ভাবিতেছ, অণ্ড ফুটিয়াছে? তোমার আমার ভিতর হইতে পাখী বাহির হইয়াছে? সনাতন ধর্ম্ম নববিধান এত দিন উত্তাপ দিল। ভিতরের পাখী বাহির হইতেছে। সাবধান এ সময়ে যোগী পক্ষীর জন্ম হইতেছে। যোগপরায়ণ ক্ষুদ্র হৃদয় বাহির হইল। করিবে কি? উড়িব। উচ্চ রাজপ্রাসাদে যদি রাখি বড় গাছের উপরে যদি রাখি? কোথায়

থাকিবে, যোগপক্ষী, বল। আহা তোমার কি সুপক্ষ! তোমার গায়ে কি পরিপাটী রঙ্গের সংযোগ, তুমি ঝট্ পট্ করিতে করিতে উড়িলে। পাখী যে উড়িবেই উড়িবে, উড়িবে আকাশে যাইবে। তবে যে পাখীর শরীর আছে? শরীর পাখী নহে। স্থূল শরীর যদি পাখীকে নীচের দিকে আকর্ষণ করে? যোগী পক্ষী যখন উড়িবে তখন শরীর অনুকূল হইবে। সাঁতার যে না জানে তাহার গুরু শরীর মগ্ন হয়, সন্তরণসিদ্ধের দেহ লঘু হয়। যে জীব আকাশে বিচরণ করিতে সিদ্ধ হয় নাই সে ভূতলে পড়িবে। জন্মসিদ্ধ যোগপক্ষী উড়িতে শিখিয়াছে। শরীরও লঘু হয়, সাক্ষী সন্তরণ, সাক্ষ্য উড্ডীন হওয়া। যখন ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়, এই শরীর সহায় হয়। দেহ আছে কি না যোগী বুঝিতে পারেন না। দুই মন প্রস্তর পাখীর গলায় ঝুলিতেছে, কিন্তু পাখার জোর এত অধিক যে নীচে নামাইতে পারিল না। খেচর হইয়া জন্মিল যে, উড্ডীয়মান হওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ। পাখীর স্বাভাবিক গতি উর্দ্ধে। অর্থ শুন। যোগশিক্ষার্থী, এ সকল নিরর্থক। যদি যোগ শিখিবে পৃথিবীকে ক্ষুদ্র দেখিতে হইবে। তুমি জঙ্গলে যাইবে, আমি নিষেধ করিতেছি। জঙ্গলের নিকটেই তো তোমার বাড়ী। ঠিক শুনিতে পাইলে যেন ছেলে কাঁদিতেছে। বিপদ প্রলোভন নিকটে যার, যোগসাধন হয় না তার। মনের নৈকট্যই নৈকট্য। শারীরিক নৈকট্যে

নৈকট্য নহে। সংসারকে দূরে এবং ছোট মনে করিতে হইবে। যদি বল, সংসার কি বড় সামগ্রী! তবে যোগ হইবে না। এমন স্থানে বসিতে হইবে যেখানে সংসারের যাবতীয় বস্তু ছোট মনে হইবে। সমস্ত পৃথিবীকে ছোট দেখিবে। সমস্ত পৃথিবীকে এক সর্ষপকণার ন্যায় দেখিবে। কোথাকার পৃথিবী? সামান্য ধূলিকণা! সেইখানে আসন পাত, যেখানে পৃথিবীকে নিকট ও বড় মনে হইবে না। পৃথিবী এত দূরে, এত হীন ও অসার বস্তু যে, সে প্রাণকে কখন টানিতে পারিবে না যোগপক্ষী ক্রমশ ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ আকাশে উঠে। হে আত্মন্, তদুপরি বসিবে। সেখানে বসিয়া এক বার নীচে তাকাইবে, দেখিবে পৃথিবী সর্ষপকণা। আমার ধন মান দাস দাসী কোথায়? পৃথিবী যখন এরূপ হইয়া গেল, ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইবে, দেখিবে আর পৃথিবী নাই। ৭ম আকাশের উপরে উড্ডীয়মান হইয়া চলিতে লাগিল, এখন মহাকাশে চলিতে লাগিল—মহাকাশ, চিদাকাশ, ঘনাকাশ। চারি দিকে সাধুমণ্ডলী। এখানে কোন পার্থিব শব্দ শুনা যায় না, পার্থিব বস্তু দেখা যায় না। আকাশ বাড়ী. আকাশ বস্ত্র, বৃষ্টি পড়িবে না আকাশ ছাদ আছে, আকাশ প্রাচীর আছে, চারিদিক্ হইতে বিঘ্ন আসিতে পারিবে না। হে আকাশ, তোমাকে আলিঙ্গন করি। দেখ, হে পরমবন্ধু আকাশ, যোগভঙ্গ যেন কেহ না করে। আকাশে না বসিলে যোগ হয় না। মহাকাশে যখন

বসিলাম, সংসার খসিয়া পড়িল; বিষয়লালসা বিলুপ্ত হইল। আকাশ যেমন অসীম, আমাদিগের শক্তি বল অসীমের সঙ্গে মিশিল। আমরা মনে ধন উপার্জ্জন করিব। যত ক্ষণ যোগ হইবে না তত ক্ষণ আকাশের সঙ্গে যোগ চাই। এই যোগ স্থানের যোগ। এখন কোন্ স্থানে? আকাশে। সংসার খুব ছোট দেখাইতেছে, ক্রমে আর দেখা যাইতেছে না। পাখী খুব উড়িয়াছে, ব্রহ্মসূর্য্যের তেজ পড়িয়াছে। ব্রহ্মচন্দ্রের জোৎস্না পড়িয়াছে—পাখীর উপরে। যোগী, তুমি আকাশে থাক। সুন্দর পক্ষী, নিরবলম্ব যোগপক্ষী তোমায় আমি নমস্কার করি, যেন সকল নরনারী সংসার ছাড়িয়া ঐ মহাকাশে গিয়া বসে। আসক্তি প্রবৃত্তি কিরূপে আসিবে? সেখানে প্রলোভন বিভীষিকা নাই। মৃত্যুর অতীত স্থান আকাশ। আকাশের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই। মন পাখী, তুমি ঐ স্থানে যাও। কুবাসনার পিঞ্জর ভাঙ্গ। যত পাখী এই ঘরে আছ, উড়। সমস্ত পাখীর দল উড়িল। ঐ যায়, ঐ গেল। অল্প দেখা যায়, পাখী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত। যখন যোগী হইবে, মানুষ জানিবে না তোমার নাম ধাম। তোমার রাজ্যে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে যাইবে না। তবে আকাশে বসিতে শিক্ষা কর, পৃথিবীর মাটীতে পা রাখিতে নাই। যে পৃথিবীতে পা রাখিল তাহার উপরে অভিসম্পাত আছে। সে যোগ সাধন করিতে পারে না। পৃথিবীকে ছুঁইবে না,

দুর্গন্ধ পৃথিবীর বায়ু নাসিকা গ্রহণ করিবে না। অতএব আকাশে যাও, পৃথিবীস্পর্শমাত্র মনের কুপ্রবৃত্তি আসিবে। পৃথিবীর বিষয় দর্শনে শ্রবণে বিকার হইবে। আকাশে যাইবার জন্য বিমান আসিয়াছে। মহেশ্বরের নিকট রথ প্রার্থনা কর, আকাশমার্গে ভ্রমণ কর। পৃথিবীর নিকটে বিদায় লইবে। পৃথিবী, তুমি যোগসাধনে প্রতিকূল। একাগ্রতা সারথি হইয়া তোমার রথ আকাশে লইয়া যাইবে। যখন ঋষি কল্যাণরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন তথায় মানুষ পক্ষী অথবা দ্বিজাত্মা হইল। কিরূপ রথ? যাহা আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যায়। সেই দিনের প্রতীক্ষা কর যে দিন মনের আনন্দে আকাশে বসিয়া ঈশ্বর ধ্যান যোগ করিতে পারিবে। এক এক আকাশে এক এক যোগী বসিয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করুন।

যোগের সময়।

হে যোগশিক্ষার্থী সাধক, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যোগতত্ত্ব, সারতত্ত্ব, জীবের পক্ষে হিতকর মোক্ষপথ, আরামের হেতু, বিশুদ্ধির উপায়। পাত্র, দেশ, কাল। প্রথমে পাত্র স্থির হইল, কে যোগ সাধন করিবে। দ্বিতীয় স্থান স্থির হইল। তৃতীয় কখন কোন সময়ে যোগ সাধন করিবে স্থির করিতে হইবে। বিশ্ব মধ্যে বিবিধ স্থান আছে, সাধক সে সকল

মনোনীত করিও না, আকাশ একমাত্র স্থান। কিন্তু এই আকাশপ্রদেশে বসিবে কখন? সকল স্থান যদি অনুকূল না হয়, সকল সময়ও অনুকূল নহে। একটি বিশেষ স্থান যেমন আবশ্যক, একটি বিশেষ সময় নিরূপণ করাও তেমনি আবশ্যক। কাল নিরূপণ হইলে দেশ কাল পাত্র সকলই স্থির হইল। কোন্ কাল তোমার ভাল লাগে? কোন্ সময় তোমার পক্ষে অনুকূল? পাখা বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িবে। উড়িবে সঙ্কল্প করিলে, সময় পাইলে না। উড়িবার সময় না প্রাতঃকাল, না মধ্যাহ্ন, না অপরাহ্ণ। পাখী উড়িবার জন্য উন্মুখ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিল, সংসারীকে আদেশ করিল, কর্ম্ম কর, পরিশ্রম কর। ঘণ্টা পাখীকে উপদেশ দিল না, পাখীর সম্পর্কে ঘড়ী বাজিল না। দিন বাড়িল, দিন কমিল, পাখী বলিল আমাকে ডাকে না কেন? সংসারী সঙ্কেত বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গেল আসিল। তাহাদের পরিশ্রম বিশ্রামের সময় হইল। যখন দিবস, যোগীর রাত্রি। পৃথিবী ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। ১২ ঘণ্টা ঢং ঢং বাজিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী নাচিল। ঘড়ী বাজে ঢং ঢং, বিষয়ীর টাকা বাজে টং টং। যোগী জানিল না, কর্ণপাত করিল না। যখন সূর্য্য চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, যোগীকে সংবাদ দিও আমি চলিলাম, অন্ধকার না হইলে যোগী জাগিবে না। যোগী জাগিবে নিশীথে। যখন বিষয়ী আপনার তানপুরা ছাড়িল, যোগী আপনার তানপুরা

ধরিল। যখন ভোগীদিগের রথ আরোহীদিগকে সংসারে নামাইয়া দিল, তখন যোগীদিগের রথ নামিল। এখন আকাশে উড়িবে ঘোড়া। যখন বিষয়ীর প্রদীপ নিবিল, যোগীর প্রদীপ জ্বলিল, তখন যোগ জীবন আরম্ভ হইল। এখন সন্ধ্যা। যোগীর নিকট যখন ঘোরা যামিনী সমুদায় বস্তু কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিল, তখন যোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, ভালরূপে জাগিলেন। এক হুঙ্কার। অন্ধকার যত ক্ষণ না আসিবে, তত ক্ষণ যোগীর ভাল লাগিল না। চক্ষু খুলিয়া বিনশ্বর বস্তু দেখিব? কিছু নাই যখন তখন তাঁর আনন্দ। তাঁর বন্ধুর হাতে চাবি। যখন তখন খুলিতে পার না। তাঁহার বন্ধুর নাম কি? অন্ধকার। যোগীর সহায় সহচর অন্ধকার। যোগী দ্বারে গালে হস্ত দিয়া বসিয়া আছেন, কখন আসিবে অন্ধকার। কেমন অন্ধকার? স্বয়ং অন্ধকার আভাস নহে। অন্ধকার আসিয়া সমুদায় ঢাকিবে যখন তখন যোগীর সময়। ঈশ্বর অন্ধকারের হাতে চাবি দিলেন কেন? বাহিরের চক্ষু যত ক্ষণ দেখিবে, মনের চক্ষু খুলিবে না। এই চক্ষু বন্ধ কর, ঐ চক্ষু খুলিবে। দুই চক্ষু এক সময়ে খোলা থাকে না। জীবের জীবন কি আশ্চর্য্য কল!! যোগ ধর্ম্মের চাবি তাঁহার হস্তে আসিবে না? দিবসে কি যোগ হয় না? রজনীর অন্ধকার না হইলে হইবে না? যোগের সমস্ত প্রস্তুত, তোমার চক্ষু দেখিল সংসার পরিবার ধন মান। ধর্ম্ম কীর্ত্তি যদি দেখে

তথাপি নয়। পরহিতের জন্য যে সকল কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা স্মরণে আসিলেও নয়। কোন জড় যদি চক্ষুকে আকর্ষণ করে, যোগেশ্বর তোমার যোগচক্ষু আকর্ষণ করিবেন না। ফুঁ দিয়া সমুদায় প্রদীপ নিবাও। সমুদায় নির্ব্বাণ কর। নির্ব্বাণ হইল। অন্যে দেখুক তোমার সম্বন্ধে সব নিবিল। তোমার চক্ষুদ্বয় বন্ধ কর। কিছুতে মন আকৃষ্ট হয় না তখন দেশ কাল মিলিল। যেমন আকাশ তোমার আসন, অন্ধকার তোমার কাল। ক্ষাল তোমার কাল। আকাশ তোমার আবাস। ঘোরা রজনীতে যোগ সিঁড়ী দিয়া জীব আকাশে উঠিবে। হস্ত প্রসারণ কর বস্তু নাই। কালতে কাল মিশিল। লৌহ কাল, আকাশ কাল, অন্ধকার কাল। বিজ্ঞানবিহীন লোক বলে দিবসে তারা দেখা যায় না। মূঢ় জীব, তুমি কেমন করিয়া দেখিবে তাঁহাকে, অন্ধকার ভিন্ন যাঁহার প্রকাশ নাই। কোটি কোটি তারা, তারাভরা আকাশ, সূর্য্য তারাদিগকে ঢাকিল। যার নাম প্রকাশ সে করিল অপ্রকাশ। সূর্য্যগ্রহণ হউক, তারা দেখিবে। সূর্য্য লুপ্ত হউক, তারামালা দেখা দিবে। যত ক্ষণ প্রকাণ্ড মশাল জ্বলিতেছিল তাবাদল দেখা যায় নাই। পৃথিবীর দৃষ্টান্ত দিতেছি। পৃথিবী বলিতেছেন, আমি যত ক্ষণ প্রকাশ, স্বর্গ তত ক্ষণ অপ্রকাশ। আমি যখন অপ্রকাশ, নভোমণ্ডল প্রকাশ। পৃথিবী, তুমি তোমার বিকৃত মুখ ঢাক, স্বর্গের মুখ প্রকাশ হইবে। পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়িবে, যোগের

পৃথিবী প্রকাশিত হইবে ; ব্রহ্মজ্যোতি, যোগীদিগের জ্যোতি প্রকাশিত হইবে। সংসারের সমস্ত বন্ধ হইল, বাহিরের দোকান বন্ধ হইল, ভিতরের সহস্রাধিক চক্ষু প্রকাশিত হইল। দুই জন আসিলেন বড় বড় ঝাঁটা লইয়া। এই অনন্ত ঘন আকাশ, আর এক অন্ধকার ঝাঁটা দিয়া সমুদায় বস্তু ফেলিয়া দিলেন। তোমার বন্ধু অন্ধকার। কোন্ অন্ধকার, যে অন্ধকারকে বিষয়ী ভয় করে, যে অন্ধকারে চোরে চুরী করে, যে অন্ধকারে কত পাপী পাপ করে, যে অন্ধকার যন্ত্রণা, যে অন্ধকারে পড়িলে মানব আপনাকে অসহায় মনে করে, যে অন্ধকারে মানব নিদ্রাভিভূত হয়, যে অন্ধকার এক অনুকরণ যমালয়ে লইয়া যাইবার, সেই অন্ধকার তোমার বন্ধু! যে অন্ধকারকে মানব ঘৃণা করে, ভয় করে, সেই অন্ধকারকে তুমি অভ্যর্থনা করিবে। সংসারী প্রদীপ জ্বালিল, তুমি প্রদীপ নিবাইলে। সংসারী চক্ষু খোলে পাছে বিপদ হয় বলিয়া, তুমি চক্ষু বন্ধ করিবে। চক্ষু বন্ধ করা, যোগছাত্র, তোমার পক্ষে আবশ্যক। কিঞ্চিৎ আলোক যদি দেখিতে পাও সেখানে হইবে না। অনুকূল সময় অন্ধকার। ভগবানের সঙ্গে দেখা করিবার যোগীদের সঙ্গে পরিচয় করিবার সময় অন্ধকার। অতএব অন্ধকারকে অবহেলা করিও না। যাই ঘর অন্ধকার হইল ঐ আমার বন্ধু স্বর্গের চাবি লইয়া ডাকিতেছেন। চুপি চুপি অন্ধকার মানুষকে ডাকেন। নিঃশব্দে ঘোর অন্ধকার আসিলেন,

অত্যন্ত আস্তে আস্তে ডাকিতেছেন, যোগেশ্বরপুত্র, উত্থিত হও, আকাশে যাইবার রথ প্রস্তুত। যোগপুত্র, পবিত্র নিমন্ত্রণে আহূত। ভয়ানক অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে, যোগী জাগিয়া দেখিলেন জননী সেখানে। সুপ্তোত্থিত যোগী আস্তে আস্তে উঠিয়া গহনবনের দিকে চলিলেন। তোমার মন ধ্রুব কোথায় যাইবে? আকাশকাননে। রাত্রিতে বিদায় লইবে। লোকে দেখিবে যে তুমি যোগী হও নাই। তোমার গতি রাত্রিতে। রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলে লোক তাই দেখিল, কখন যোগ করিলে দেখিতে পাইল না। এইরূপ কপট ভাবে যোগ সাধন কর। তোমার যোগ বাড়িবে, অন্যে জানিবে কি। গভীর নিশীথ সময় ঘোরান্ধকার মধ্যে বসিয়া আছ। দেশ কাল পাত্রের মিলন হইল। যোগেশ্বর যোগেশ্বরী দেখা দিলেন। যোগেশ্বরের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী, কাল মেঘের চারি দিকে সূর্য্যরশ্মি যেমন। ক্রমে এই রশ্মি বাড়িবে। অন্ধকার যখন জ্যোতি খাবে—চাঁদ গিলিবে, আরম্ভ কর। কেবল অন্ধকার মধ্যে ব্রহ্মধ্যান কর, প্রকাণ্ড কালবস্ত্রে জ্যোতির পাড় দেখিতে পাইবে। তুমি অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া চাঁদকে হাতে লইয়া বাহির হইলে। ভগবান্‌চন্দ্র অন্ধকারের ভিতর প্রকাশিত। যখন যোগনয়নে যোগেশচন্দ্রকে দেখিবে আর কি সংসারে ফিরিবে? রূপমাধুর্য্য পান কর, একেবারে মুগ্ধ হইবে। এই উৎকৃষ্ট যোগ পথ কিছুতেই ছাড়িবে না।

নির্ব্বাণ।

হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি যে যোগ ধন লাভ করিবে তাহার উপায় কি? কোন্ পথে গেলে যোগরত্ন পাইবে? উদ্দেশ্য তোমার যোগ, উপায় তোমার নির্ব্বাণ। পর পারে যোগ, এ পারে সংসার, মধ্যে নির্ব্বাণসমুদ্র। ঐ যোগের আশ্চর্য্য মনোহর অট্টালিকা, এখন হইতে যাত্রা আরম্ভ; নিবৃত্তির বিস্তীর্ণ মাঠ মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। নিবৃত্তির মাঠ অতিক্রম না করিলে যোগধামে উপস্থিত হইতে পারিবে না। যোগে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সংসারে নিবৃত্ত হইতে হইবে। যোগগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে বর্ত্তমান গৃহ ভাঙ্গিতে হইবে। যদি যোগবস্ত্র পরিধান করিতে চাও তবে পৃথিবীর ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি যোগের অন্ন খাইতে চাও, এখানকার অন্ন ত্যাগ কর। যোগজীবন যদি চাও, অস্থি মাংসের জীবন পরিত্যাগ কর। বিয়োগ প্রথমে, যোগ পরে। মৃত্যু আগে, দ্বিতীয় জীবন পরে। তোমার এক জীবন আছে, এই জীবন থাকিতে তুমি অন্য জীবন পাইতে পার না। নীচ সংসারীর জীবন থাকিতে কিরূপে তুমি স্বর্গীয় জীবন পাইবে? এপারে থাকিলে ওপার দেখিতে পাইবে না। অতএব এই পৃথিবীর নীচ সুখ ভোগের জীবন পরিত্যাগ কর, নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন কর। সর্ব্ব প্রথমে নিবৃত্ত হও। সকল প্রকার

কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও। আসক্তি, কাম, ক্রোধ, কার্য্য, চিন্তা এ সমুদয় হইতে নিবৃত্ত হও, সংসার হইতে মনের সমস্ত অনুরাগ স্নেহকে নিবৃত্ত কর। যখনই কোন সংসার-কামনা অথবা সংসারচিন্তা আসিবে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিবে। প্রিয় অপ্রিয়, মনে কাহাকেও স্থান দিবে না। উপেক্ষার পথ মধ্যবর্ত্তী। নিরপেক্ষ হওয়া চাই। কোন দিকে আসক্ত থাকিবে না। সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অবলম্বন করিবে। শান্ত নিস্তব্ধ ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে। যিনি চুপ করিয়া থাকেন তিনি অনেক কার্য্য করেন। রাগ আসিবে না, সুতরাং ক্ষমাও আসিবে না। ধনী হইবে না, আপনাকে নির্ধনও মনে করিবে না। সুখ দুঃখ মান অপমান কোন জ্ঞান থাকিবে না। সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ আংশিক নহে। একেবারে মনকে খালী করিয়া ফেলিবে। হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি এই যোগ অভ্যাস কর। কে তুমি? কোথায় তোমার যোগাসন? কখন্ তুমি যোগ করিবে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর তুমি পাইয়াছ। এখন যোগের উপায় কি? ভালরূপে এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। যোগের উপায় নির্ব্বাণ। যদ্দ্বারা মনকে একেবারে নিশ্চিন্ত এবং নির্ভাবনাযুক্ত করা যায় তাহাই নির্ব্বাণ। তুমি সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মের আড়ম্বর ভাবিতে পার, ধর্ম্মের সহস্র বাহ্যিক ব্যাপার তোমার মনকে পরিশ্রমী করিতে পারে; কিন্তু যদি নির্ব্বাণ চাও ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সাধুতা, অসাধুতা কিছুই ভাবিতে পারিবে না।

নির্ব্বাণে নিজের কোন ভাবনা থাকিবে না। একেবারে ঘটী খালী না করিলে পূর্ণ নির্ব্বাণ হয় না। মনের ভিতর হইতে সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাহিব করিয়া ফেলিতে হইবে। সেখানে সহস্র প্রকাব অগ্নি জ্বলিতেছে। নির্ব্বাণ জল ঢালিয়া সমস্ত নির্ব্বাণ কর। কাম ক্রোধাদি সমুদয় অগ্নির মাথায় নির্ব্বাণসমুদ্রের জল ঢালিবে। নির্ব্বাণের অবস্থায় মনের চিন্তা ভাবনা আসক্তি কিছুই থাকে না। মনের যন্ত্রগুলিও নিষ্ক্রিয় এবং অহং পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় একেবারে শূন্য ঘর। সংসার নানা প্রকার প্রলোভন লইয়া ডাকিল "ওহে অমুক", সংসারের চীৎকার খালি ঘরেব প্রাচীর আঘাত করিল, প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আমি বলিয়া কেহ আর উত্তর দিল না। হে সাধক, তোমার এই নির্ব্বাণের অবস্থা চাই। কিন্তু নির্ব্বাণ তোমার উদ্দেশ্য নহে, নির্ব্বাণ যোগ পথের উপায়। নির্ব্বাণ—রাজা সম্মুখে চলিল, গ্রাহ্য নাই, প্রজা চলিল গ্রাহ্য নাই। মনের ভিতবে মান অপমান কিছুই থাকিবে না। সমুদয় ঘটটিকে উপুড় করিয়া সমস্ত বাহির করিয়া দিবে, মনের ঘটটিকে এমনই শূন্য করিবে যে তাহাতে একটি পিন্ পড়িলে ঠং করিয়া শব্দ হইবে। এইরূপে মনকে একেবারে খালি করিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে ঘোরান্ধকার মধ্যে নিবৃত্তি সাধন কর। এক মিনিট অন্ততঃ সাধন কর দেখি। শূন্য মন কি তাহা ভাব, পূর্ণ মন ভাবিও না। জলবিহীন ঘট ভাব, চিন্তাবিহীন

জীব ভাব। প্রতিজ্ঞা কর, কোন ভাবনাকে মনে আসিতে দিব না। যথার্থ বৌদ্ধ জীবন ধারণ কর। সমস্ত নির্ব্বাণ কর, কিছুই যেন মনেতে না থাকে। শেষে আপনি থাকিবে, তাহাকেও হাত ধরিয়া বিদায় করিয়া দিবে। যে এইরূপে আপনাকেও বিদায় করিয়া দেয় সে যোগের নিকটবর্ত্তী হয়। এই নির্ব্বাণের জল হাতে করিয়া থাক, যাই মনের মধ্যে চিন্তার অগ্নি; কিংবা কোন প্রকার বাসনাপ্রদীপের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে তখনই তাহা ঐ জলে শোঁ করিয়া নিবাইয়া দিবে। হে সাধক, যোগেশ্বর সমক্ষে, মধ্যে এই নির্ব্বাণরূপ প্রকাণ্ড সাগর, এই সাগরে এক বার ডুব দাও সমস্ত আগুন নিবিয়া যাইবে, শীতল হইবে। এই জলে ডুবিয়া শীতল হইলে অনায়াসে পরলোকে যাইবে। মধ্যের পথটি নির্ব্বাণ, ফকিরী, আত্মবিসর্জ্জন, আমিত্বের বিনাশ। যদি ঈশ্বর আছেন যোগের এই কথা সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তবে আমি নাই ইহা সিদ্ধান্ত কর। জীবাত্মার বিয়োগ, পরমাত্মার আবির্ভাব। আমি না গেলে, হরি, তুমি আসিবে না। অতএব শীঘ্র শীঘ্র আমাকে তাড়াও। বলে পার, কৌশলে পার, আমি শত্রুকে নির্ব্বাসন কর। আমি গেলে আর পাপ প্রলোভনের সম্ভাবনা থাকিবে না। কেন না প্রলোভন যাহাকে আকর্ষণ করিবে সে নাই। আমিরূপ মূল কাট। সমুদায় পাপের মূল আমি যদি থাকে এই অহং আগুন ফোঁশ ফোঁশ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

অতএব মূল কাটিয়া ফেল। এই গৌতমের জীবন, এই শান্তি এই নির্ব্বাণ, এই পূর্ণ নিবৃত্তি। যে আমি মনে করে আমি যোগ সাধন করি সেই আমি সমূলে নিপাত হইল অর্থাৎ অহঙ্কারের নিপাত হইলে যথার্থ যোগপথে যাইতে পারিবে। যদি আমি না মরিয়া থাকে তবে যোগপথে দ্রুতগামী হইও না। যদি তুমি মনে কর, তুমি ভাব, অথবা তুমি ভাব না, তাহা হইলে যোগের পথ বন্ধ হইবে। আমি ভাবি তাহা নহে, আমি ভাবি না তাহাও নহে, কিছুতে অহঙ্কার হইবে না। যোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় যখন আমি দেখা দেয়। যোগের চক্ষু কড়্ কড়্ করে আমিকে দেখিলে। ঐ সর্ব্বনাশের আমি পদার্থকে সম্পূর্ণ রূপে চিন্তাপথের বহিভূর্ত করিতে হইবে। যত ক্ষণ আমি থাকে, তত ক্ষণ দেখি আমার দেহের মধ্যে নানাপ্রকার দীপমালা জ্বলিতেছে। যখন আমির মৃত্যু হইল তখন সমুদয় প্রদীপ নিবিল এবং দেহস্বামীর সমাধি, তিরোভাব হইল। এই কত ক্রিয়াকলাপ চলিতেছিল, কত অহঙ্কারে আগুন জ্বলিতেছিল, এই সমস্ত নির্ব্বাণ হইল। পশু মরিল, আমি মরিল, নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা হইল। আমিকে আর দেখা যায় না। সমুদয় প্রবৃত্তির প্রদীপ নিবিল, আমি শুদ্ধ নিবিল। মৃত আমির ঘোর অন্ধকার এবং আকাশের অন্ধকার মিলিয়া ভয়ানক অন্ধকার হইল। অন্ধকার মধ্যে কে? উত্তর নাই। একাকী কেহ আছ? প্রকাণ্ড আকাশ মাঠের মধ্যে কে তুমি? কে, কে,

কে তুমি ? শব্দেতে বরং আকাশ পৃথিবী নড়ে ; কিন্তু মৃত হইয়াছে যে সাধক সে কথা কহে না। সাধকের মস্তকের উপর পাথর ভাঙ্গ, প্রাণের প্রকাশ নাই। গৌতম প্রস্তর, নির্ব্বাণ জল। যোগশিক্ষার্থী, যদি যোগী হইতে চাও এই অবস্থাতে আসিতে হইবে! তুমি যত কেন সাধু হও না, মহাদেবের সঙ্গে যোগ করিতে চাহিলে এই আমিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। লোকে বলে নিঃশ্বাস অবরোধ করিলে যোগ হয়। কার নিঃশ্বাস ? ভ্রান্তি, মানুষ নাই, নিঃশ্বাস কোথায় ? যত ক্ষণ নিঃশ্বাস, তত ক্ষণ যোগ ধ্যানে নাহি বিশ্বাস। প্রাণ নাই, নিঃশ্বাস ফেলিবে কে ? যোগীর পক্ষে আত্মহত্যা পাপ নহে, অন্যত্র আত্মহত্যা মহাপাপ। যেখানে অহং অথবা অহংকার বিনাশ সেখানে আত্মহত্যা পুণ্য। উদাসীন হইয়া সন্ন্যাস অস্ত্রে এই অহংকে খণ্ড খণ্ড কর। সমুদয় সামগ্রী এবং সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ কর, বিবস্ত্র শূন্য অহং রহিল, এবার এইটিকে এক কোপে কাট, এই মূল অগ্নি নির্ব্বাণ কর। আমি আর নাই। বাড়ী হইল শূন্য, এবার হইবে পূর্ণ। মন হল সর্ব্বত্যাগী, এবার সকলই পাইবে। দিন দিন নিবৃত্তি সাধন কর। এমন অভ্যাস করিবে যে আর কিছুই ভাবিতে পারিবে না। ভাবনা ইহার ঔষধ ভেব না। ভাবনাকে না করিয়া না সাধন, হাঁ সাধন হয়। কেবল ঔদাসীন্য, কেবল নিবৃত্তি, নেতি নেতি। না সমুদ্রে ভাসা। আপনাতে ও প্রকাণ্ড নারূপ

অন্ধকার মধ্যে নারূপ জীবন ধর, না মন্ত্র উচ্চারণ কর, না বিধি সাধন কর। আকাশ বলুক—না, জীবনের রক্ত বলুক—না, অবশেষে পরপারে গিয়া যোগরাজ্যে, শান্তিরাজ্যে উপনীত হইবে। হে মহানির্ব্বাণ, আত্মহত্যার মন্ত্র সাধন করিতে শিক্ষা দেও, 'না মন্ত্রে দীক্ষিত কর। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও। না তরী, নিবৃত্তির তরীতে আমাদিগকে তোল। (Pacific) প্রশান্ত মহাসাগরে, অথবা (Atlantic) অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে কিবা ঝড় হয়, রক্ত-নদীতে যে প্রবৃত্তির তুফান লাগিয়াছে তাহার আর তুলনা নাই। এই জন্য, হে ভবকাণ্ডারী, হে নিবৃত্তি, হে অনন্ত নির্ব্বাণ, হে পরম বৈরাগী, হে পরমহংসের উদাসীন হরি; তোমাকে বারংবার ডাকিতেছি, হরি, তুমি যে বলিতেছ—না না। তোমার করুণা ভিন্ন, হে ঠাকুর, এই প্রবৃত্তিসাগর হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না। পতিতপাবন, এস তবে। যে মনে করে আমি আমার প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিব, সে কখনও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না। ঐ যে সর্ব্বনাশের আমি শত্রু রহিল। হে মোক্ষদায়িনী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন নিবৃত্তির সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। শান্তিঃ ॥

প্রবৃত্তি যোগ।

হে যোগশিক্ষার্থী, মহাদেব যোগশিক্ষা দেন। মহাদেবের শিষ্য হইবে, তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবে। অগম্য পথ সম্মুখে। যোগ সাধন পরিমিত হইতে পারে না, যোগেতে সাধন সমাপ্ত হইতে পারে না। এই জন্য, হে সাধক, সিদ্ধান্ত করিয়া লও, নিবৃত্তি শেষ গতি হইতে পারে না। না—পথ হইতে পারে, লক্ষ্য কিন্তু হাঁ। অস্বীকার উপায়, স্বীকার উদ্দেশ্য। পরিবর্জ্জন সাধন, প্রাপ্তি সিদ্ধি। ত্যাগ উপায়, লাভ পরম লক্ষ্য। নিবৃত্তিতে থাকিবে না, যদি যথার্থ যোগী হইতে চাও। নিবৃত্তি শাস্ত্রী, প্রবৃত্তি শাস্ত্রীর অনুগত। যথার্থ নিবৃত্তি যথার্থ প্রবৃত্তির পথ পরিষ্কার করে। শরীরের প্রবৃত্তি হইতে আত্মার প্রবৃত্তিতে যাওয়ার মধ্য পথ নিবৃত্তি। একবার রথ চলিবে, তার পর থামিবে, পরে রথ বিপরীত দিকে গমন করিবে। নির্ব্বাণ, বাসনাবর্জ্জন, কামনার সমাপ্তি, তৃতীয় নূতন দিকে গতি। (১) গতি, (২) গতিস্থগিত, (৩) গতি। বাসনা, মরণ, নব জীবন। চণ্ডাল, মৃত্যু, দ্বিজ। বন্ধন, ছেদন, নূতন বন্ধন। সাধক, যোগার্থ কি? বন্ধন না শৈথিল্য? যোগের অর্থ একীভূত হওয়া। আবদ্ধ ভাবিলে বন্ধনের ভাব আইসে। মুক্ত হওয়া মানসিক দুষ্প্রবৃত্তির উপরে, নিবৃত্তিমার্গ গম্য স্থান নহে। কিন্তু নিবৃত্তি না

হইলে প্রবৃত্তি হয় না। এ মানুষ না মরিলে নূতন মানুষের জন্ম হয় না। অতএব চক্ষু বন্ধ করিয়া প্রেমযোগে প্রবৃত্তি আছে কি না, একেবারে জীবনাবশেষ হইবে কি না, দেখ। নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য কি তোমায় অধিকার করিয়াছে? সংসার স্বর্গ কিছুই ভাব না যদি দেখিয়া থাক, কন্টক বিদ্ধ করিল, কন্টকের উপরিভাগে যে সুন্দর গোলাপ ফুল, পরে দেখিবে। সংসারপ্রবৃত্তির উজন স্রোতে তুমি চলিলে, রাগ হইবেই না, লোভ হবে না। সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইবে। এ ভাবি না, ও ভাবি না। কিছুই নাই, তুমি একেবারে মনুষ্যত্ববিহীন আত্মা এমন স্থানে আসিয়াছ। বিপরীত দিকে নৌকা লইয়া গেলে, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ, এখন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ। গঙ্গা অতিক্রম করিয়া সাগরে পড়িয়াছে, এক প্রকাণ্ড অনন্ত একটু একটু করিয়া নৌকা টানিয়া যেখানে বায়ু নাই, সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, কিছুই নাই, নিস্তব্ধ, শব্দ নাই, রূপ রস গন্ধ নাই, এমন স্থানে ভাবী যোগীর নৌকা আনিল। এক বিন্দু বায়ু নাই। ঘোরতর সন্ন্যাস। ইচ্ছাবিহীন মানুষ, জমাট আত্মসংযমের ভিতর যোগী বসিয়া আছে। যোগীর জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ হইল। এখন যোগরাজ্য আরম্ভ হইল, অর্দ্ধেক ব্যাপার সমাপ্ত হইল। কল্ কল্ করিতেছে জল, ভয়ানক স্রোতের মুখে নৌকা খানি পড়িল, নৌকা চলিল আবার। শান্ত নৌকা আবার চলিল। এবার চলিল না, চালিত হইল।

এখন জীব কেবল চুপ করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিল। প্রবৃত্তির গভীর স্রোত টানিতেছে। ঘোরান্ধকারে যোগী পড়িয়াছিল, প্রবৃত্তি দেখিল আমার সময় আসিয়াছে, তখন নৌকা ধরিল। হে যোগশিক্ষার্থী, যদি সেই নির্ব্বাণের অবস্থায় আসিয়া থাক, ব্রহ্মের আকর্ষণ কেশাকর্ষণ করিবে। এখানে যোগ সাধন নাই, যোগ ভোগ। যখন ঘট খালি হইল, ব্রহ্মস্রোত আসিয়া জীবকে পূর্ণ করিল। একাধারের ব্রহ্ম অন্য আধারে মিশিয়া যান, এই জন্য ঘটের ভিন্নতা, মধ্যে ব্যক্তিত্ব। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ব্রহ্ম, অধিবাস করেন। ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মপুণ্য, ব্রহ্মানন্দ। তুমি নূতন মানুষ। নরহরির প্রকাণ্ড যোগ। সেই যে লৌহ স্বর্ণের যোগ দেখিয়াছি, এখন লৌহ কোথায়? উপাধি কেবল লৌহ, ভিতরে সোণা। এখন তোমার কথা তোমার কথা, যখন সেই যোগের অবস্থায় যাইবে, তখন দেখিবে সমস্ত ব্রহ্মের। আকার তোমার, নিরাকার জ্ঞানপদার্থ ঈশ্বরের। আর কি আমার পাপ হইতে পারে? ব্রহ্ম কি পাপ করিতে পারেন? তুমি বেড়াইতেছ? পরীক্ষা কর, হে ভাবী যোগী, আমি আর নাই। ইচ্ছা নাই বলিবার, ব্রহ্মশক্তি তোমার ঘট পূর্ণ করিয়াছে। ব্রহ্ম তোমায় বসাইয়া দিলেন, ব্রহ্ম তোমার মুখের ভিতরে আহার পূরিয়া দিলেন। সমুদায় ব্রহ্মের খেলা। এ প্রবৃত্তি এ বলবতী ইচ্ছা, ব্রহ্মেরই কামনা, ব্রহ্মেরই শক্তি। সমুদায় ব্রহ্মের

দিকে তোমাকে টানিতেছে। দেখিলে পরিমিত নিবৃত্তি, অপরিমিত যোগ। এই দীপ নিবিল। আরও নিবিতে পারে? না। নিবৃত্তির অন্ত আছে। ঐ পরিমাণ, আর ঐ দিকে নির্ব্বাণ যায় না। নির্ব্বাণের শেষ আছে, নিবৃত্তি প্রবৃত্তির ন্যায় নহে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপরিমিত, কেন না ইহার ঈশ্বর অপবিমিত। যোগপথে অনন্তকাল চলা যায়। দৃঢ়তর নির্ম্মলতর যোগ হয়। লক্ষগুণে নিকটতর যোগ? হাঁ। কেন না অনন্ত জ্ঞান যিনি, আমার ভিতরে যত যান, আরও ভিতরে যান। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে যাই, তাঁহার গভীরতর হৃদয় আছে। পাপ পরিমিত, অনন্ত হয় না। অসাধু চিন্তা, অসাধু রুচি, এক শত কুপ্রবৃত্তি নিবাইলে, আর কি নিবাইবে? যখন এই কয়েকটা নিবৃত্তি হইল, সেই ভয়ানক নিবৃত্তির মধ্যে ব্রহ্ম আসিয়া সন্তানকে ডাকিলেন, মৃত সাধক জাগ। নিবৃত্তির ঘোর ঘুমের ভিতরে আচ্ছন্ন আত্মাকে ঈশ্বর ডাকিলেন। অনেক যোগীর নির্ব্বাণ স্বর্গ, তোমার যেন তাহা না হয়। নির্ব্বাণের অবস্থায় থাকা প্রার্থনীয় নহে। তাহা হইলে তো জীবন পরিমিত হইল। তুমি ছোট সংসারকে নিবৃত্ত করিলে, কিন্তু অনন্ত ঈশ্বরকে যোগ দ্বারা বাঁধিতে পারিলে না। সংসার পাপ, সংসার পাপ বলিতে বলিতে মন ছাড়িল, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলে না। সেই নির্ব্বাণ নিদ্রা হইতে নিদ্রিত আত্মাকে ব্রহ্ম ডাকেন। কেমন করিয়া জাগিল সে বুঝিল না। ব্রহ্ম কল চালাইতে

লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পরে সংযুক্ত হইলেন। যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে। লোহা সোণা এক। দিবার শেষে রাত্রি, রাত্রির শেষে দিন। স্বর যখন উঠিল, কোন্ স্বর কার ভিতর গেল। সা হইল ঋ, গা হইল সা। কেবল সংযোগ। জীব হইলেন পরমাত্মা, পরমাত্মা দিলেন এক শক্তি। জীবাত্মা প্রকাশ করিলেন প্রেম। এই তো এক ধাতু দিলাম, লৌহ সোণা। সোণার রং কখন কালোর ভিতরে গেল জানি না, কাটিলে ভাঙ্গিলে লৌহ সোণার ভিতরে। জীবাত্মা পরমাত্মা আর স্বতন্ত্র করা যায় না, দুইয়ের মধ্যে রেখা দেখা যায় না। এক জীব। ধীশক্তি কাট, এর কোন্‌খানে দেব, কোন্‌খানে নর বাহির কর। সুমতি সুবুদ্ধি। ক্ষুদ্র চিতের ভিতর, বড়চিৎ। বস্তু বিভাগ কর। পরসেবা কর, কার শক্তি? গাছ কাটিতে পার, মূল স্বতন্ত্র কর। যে যোগ বদ্ধ হইয়াছে সে যোগ আর কাটে না। যে বলে জীব ব্রহ্ম ভিন্ন, তুমি জানিবে সে বিয়োগে আছে। নাস্তিকে বিয়োগ, সেখানে এক হয় না। যোগের তৃষ্ণা যখন খুব বলবতী হইবে, অনন্ত সোণাকে পাইতে অনন্ত কাল লাগিবে। নদীতে ভয়ানক টান দেখিয়াছ, যোগপথ এইরূপ। ধীরে ধীরে যাইতেছি, ঘোর কালীমূর্ত্তি তোমায় ডুবাইবে। যায় নিঃশ্বাস যায়, আর টেন না, টান ছাড়িতে পারি না। গভীর টানে

ফেলিবে তোমাকে। মনোহর রূপ তোমায় সৌন্দর্য্য-সাগরে নিঃক্ষেপ করিবে। হরিরূপ মিষ্ট হইতে মিষ্টতর। কেবল আলোক। মাথায় শশী, বক্ষে শশী। অন্ধকার নিবৃত্তি, কঠোর তপস্যা উপায়, সে সমুদায় পার হইয়া যখন নৌকা পূর্ণিমার রাত্রে পড়িল, তখন কে আনন্দ প্রকাশ করে, কে জানে? নূতন রাজ্য, নূতন উদ্যান প্রকাশ পায়। গেরুয়া পরা সার নহে, নির্ব্বাণ শেষ নহে। নির্ব্বাণে শান্তি হইল, শান্তির পর আনন্দ আছে। স্বয়ং ভগবান্ অপরিমিত আনন্দ। বন্ধুর সঙ্গে সখাযোগ, সহস্র রজ্জুতে ভগবান্ জীবকে বাঁধেন। মার দিকে আরও যাই! এতক্ষণের পর ঘোর সুখসমুদ্রে পড়িলাম। মহাপ্রভু হে, এখন যদি হাসি, সে হাসি আর দুর্ব্বল হয় না, যদি এই শক্তির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দি! অতএব এমন অবস্থা আসে যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ, নারীশ্রেষ্ঠ ভুবন-মোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব। কি, তুমি কামক্রোধ জয় করার অহঙ্কার করিতেছ? এ কি ধর্ম্ম? সামান্য যোগে ধিক্। এ যোগ কৈ? বিয়োগ হইল। যোগ কৈ? ব্যাকরণ অনুসারে বল। নিবৃত্তিতে যোগবিনাশ, প্রবৃত্তিতে যোগ। ব্রহ্ম এখনি তোমায় হস্ত দিয়া পেষণ করিবেন। দুঃখ আর যে নাই, সুখের যোগে এমনই যোগী। এই যে আধ্যাত্মিক উদ্বাহ হইল, আর ছাড়া যায় না। পুণ্যের সঙ্গে

সুখের সঙ্গে তুমি বদ্ধ হইলে। ভঙ্গ করা যায় না। চেষ্টা কর, মিথ্যা বলিতে পার না। চড়্‌চড় করে বুক, যোগের বাঁধা তুমি ছিঁড়িতে পার না। একটা হাতী, আর একটা গাছ. ছোট স্থত বাঁধা, একি যোগ ? আমাকে ছেঁড়, দেখ আমি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়াছি কি না ? ব্রহ্ম রক্ত বাহির হইল, দুই বস্তু এক হইয়াছে। আমার চক্ষের ভিতর দিয়া জ্যোতি গিয়াছে। তোমারই ভিতরে যোগেশ্বর। সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, তোমায় টানিবে। তখন সাহস করিয়া ব্রহ্মতনয় বলিতে পার, "আমি আর আমার পিতা এক।" ব্রহ্ম পরিপূরিত জীব যোগী এই কথা বলে। তুমি কি শিখিলে ? নিবৃত্তিতে থামিবে না। শুভক্ষণে হরি আসিয়া তোমায় টানিবেন, টানিতে টানিতে এমন স্থানে লইয়া যাইবেন যেখানে অকূল সমুদ্র। এই আকাশ ব্রহ্মাকাশ হইবে। বেড়াই ব্রহ্মের ভিতরে, যাই ব্রহ্মের ভিতরে। একেবারে কিরণ তেজ, ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বাতী যেন কে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই দ্বিপ্রহর রজনীর অন্ধকারের ভিতরে যে এক তেজোময় পদার্থ পায়, সে সিদ্ধ যোগী। সময় আসিতেছে যখন, হে প্রিয় সাধক, তুমি, আমি এবং আমরা সেই তেজ দেখিব। এই অপরিমিত অনন্ত সাধন কর। এমন সুখী হব যে তিক্তরস আর খাব না। অন্ধ হইলে দিন কতক বৈকুণ্ঠ দেখিবার জন্য, বধির হইলে দিন কতক ব্রহ্ম কথা শুনিবার জন্য, হাত নুলো হইল দিন কতক ব্রহ্ম

চরণ ধরিবার জন্য। আত্মা এই তোমার হউক। এই নিবৃত্তি তোমায় ব্রহ্মবাসনার ভিতরে ফেলিয়া অপার আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া দিক্।*

* ষষ্ঠদিনের অনুশাসন হারাইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ দিবসে "সত্য শিব স্থুন্দরের" সহিত যোগ ব্যাখ্যাত হয়। সং।

সাধ্যসাধনোপনিষৎ।

নিবৃত্তি।

জিতেন্দ্রিয় জিতাসন যোগারূঢ় গৈরিকবস্ত্রপরিহিত একতন্ত্রীকর তরুলতাগুল্মবেষ্টিত বেদিতে আসীন আচার্য্য বলিলেন, যোগ পক্ষী, সংসার বন্ধন ছেদন কর, আমার সঙ্গে যোগান্তরীক্ষে উড়ে, নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া তত্ত্বচিন্তায় এই বিশ্বের শূন্যত্ব সম্পাদন কর। এখানে কি দেখিতেছ? এখানে সংসার নাই, বন্ধু নাই, চৈতন্য নাই, জড় নাই, দেহ ইন্দ্রিয় বিষয় সহকারে বিলুপ্ত হইয়াছে, আকাশ প্রাণকে গ্রাস করিয়াছে, মন তাহাতে বিলীন হইয়াছে, এখানে আর কিছুই নাই। তোমার ভয় পলায়ন করিয়াছে, বাসনা ছিন্ন হইয়াছে, এখন সর্ব্বথা নিবৃত্তিতে অবস্থান কর। বৃক্ষের ন্যায় চিরকাল নিবৃত্তিতে অবস্থিতি করিও না। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইযা শুদ্ধসত্ত্বা প্রবৃত্তির অনুসবণ কর। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সমুদায় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হও।

সমুদায়কে শূন্যায়মান করিয়া যোগী নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এখন পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিত্য-কাল ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হউন।

শক্তি।

আচার্য্য বলিলেন যোগার্থী সংযতমনা হইয়া এইরূপে প্রণিধান কর।—আমি অশক্তি, আমি প্রকৃতিদুর্ব্বল, পাপ-বিদ্ধ, সংগ্রাম কুশল নই, নিয়ত শত্রুকরগত। দেব, তুমি শক্তি বল বিক্রম। এ করদ্বয় তোমারই শক্তিতে শক্তিমান্, প্রাণ তোমারই শক্তিতে প্রাণবান্, শ্বাস ও শোণিতপ্রবাহ তোমারই শক্তিতে প্রেরিত। আমাতে কিছুই নাই যাহা তোমার শক্তি বিনা সত্তা লাভ করে।

আত্মারূপ শূন্য ঘট আমাতে এই পরা শক্তি আবির্ভূত হইলেন। তদ্দ্বারা আমি অদ্য তেজস্বী শক্তিমান্ বীর-প্রকৃতি হইলাম। পাপপিশাচকে বজ্রমুষ্টিতে পেষণ করিব, ক্রোধাদিকে সবলে বিদূরিত করিয়া দিব। আমি শক্তির সন্তান শক্তিমান্। আমি দুর্ব্বল নই, ভীরু নই, অক্ষম নই, কাপুরুষ নই। সে পাপের সন্তান যে বলে আমি পারি না।

অশক্ত ও দৌর্ব্বল্য নিপীড়িত আমি, তুমি শক্তিস্বরূপ। পাপযুক্ত আমাতে শক্তি সংক্রামিত করিয়া দেহেন্দ্রিয় প্রাণ ও বুদ্ধির শক্তিমত্তা সম্পাদন কর।

জ্ঞান।

আমি অজ্ঞান কুমতি অবিবেক। দেব, তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞা বিবেক সুচিন্তা সুবুদ্ধি সদ্যুক্তি। সরস্বতী-নদীর প্রবাহের ন্যায় হে সরস্বতী আমাতে প্রবেশ কর। আমাতে জ্ঞানরূপে যাহা কিছু স্ফূর্ত্তি পায় তোমা ছাড়া তাহার কিছুই নাই।

সেই বিদ্যাদ্বারা বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া আমি বেদ, আমি শ্রুতি, আমি দেশীয় বিদেশীয় শাস্ত্র। আমি লৌকিক বেদ শ্রুতি বা শাস্ত্র নহি। সরস্বতীমুখবিনিঃসৃত নিত্যকাল-প্রবহমাণ বেদ আমি, শ্রুতি আমি শাস্ত্র আমি। আমাতে যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞা বিবেক সুচিন্তা সুবুদ্ধি সদ্যুক্তি, তাহা আমার নহে, তাঁহারই। সরস্বতী আমাতে নিত্য-প্রবাহতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবাহে নীয়মান হইয়া আমি অজ্ঞান হইয়া সজ্ঞান, অবিবেক হইয়া সবিবেক, অসচ্চিন্তক হইয়া সচ্চিন্তক, অসদ্বুদ্ধি হইয়া সুবুদ্ধি, অপ্রজ্ঞ হইয়া সৎপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। আমি ধন্য আমি কৃতার্থ আমি কৃতকৃত্য। ইনি ধন্য, ইনি ধন্য, ইনি ধন্য।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, সুচিন্তা, সুবুদ্ধি, সদ্যুক্তি ঈশ্বরের, আমার নহে। তাঁহার সঙ্গে একভাবশতঃ আমার এই চিদ্ভাব আমার এই শাস্ত্রত্ব।

বৈরাগ্য।

আমি নিবৃত্ত হইয়াছি, আমি নিবৃত্ত হইয়াছি, আমি নিবৃত্ত হইয়াছি। এ দেহ শবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘোরান্ধকারসংবৃত মেদ শোণিত মাংস ও অস্থি মিশ্রিত বর্ণ এই শ্মশানভূমি। এই শবোপরি উপবেশন করিয়া যোগাবলম্বী হই। অহো! কোথা হইতে এই মহান্ কল কল শব্দ। এ কি দেখিতেছি? পাপরূপ পিশাচ, দানব ও প্রেত এই শবকে অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। অহো! মহতী ভীতি, মহতী ভীতি! সাধক, ভয় করিও না, ভয় করিও না। দেখ কাহার কর্ত্তৃক অধিষ্টিত এই শ্মশানভূমি? পরম উদাসীন মহেশ্বর কর্ত্তৃক। বৈরাগ্য, বৈরাগ্য, বৈরাগ্য! বৈরাগ্যরূপে ইনি সর্ব্বথা চিত্ত অপহরণ করিতেছেন। আশ্চর্য্য! কেন ইনি আমাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। একি বৈরাগ্য দ্বারা বৈরাগ্যের আকর্ষণ? মূর্খ আমাকে ধিক্! আমি একটী ভগ্ন বরাটিকা এক খানি শবাবেষ্টন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি, ইনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বস্থ বিশ্ব দিব্য রাজ্যাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। অহো, লজ্জা আমাকে আবৃত করুক। আমি অপদার্থ, আমার না নাই, সর্ব্বথা বিলুপ্ত গ্রস্ত এই বৈরাগ্যসাগর দ্বারা। কি দেখিতেছি? দুঃখ, দারিদ্র্য, অকিঞ্চনত্ব। তবে কি

এ বৈরাগ্য বিষণ্ণ মলিনমুখ ইহলোকের সন্ন্যাসিগণের? মহাশ্চর্য্য বিপরিবর্ত্তন! সেই যোগী মহেশ্বর এক হস্তে কমণ্ডলু অপর হস্তে ধান্যরাশি ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁর এই হস্ত সন্তানরক্ষণ প্রতিপালন সুখশান্তিবর্দ্ধন কার্য্যে ব্যগ্র রহিয়াছে। ইনিই লক্ষ্মী শ্রী সম্পৎ। এখানে উভয় প্রকৃতির আশ্চর্য্য মিলন। সর্ব্বথা আত্মত্যাগী পরের জন্য পরিত্যক্তসর্ব্বস্ব একান্ততঃ তাহাদিগের সুখসংবর্দ্ধনে উৎসুক; সেই কার্য্যে সহাস্য প্রফুল্লবদন। এইরূপ আমি আমাকেও করিব। দ্বিমূর্ত্তিধর দেব আবির্ভূত হউন। তাঁহাতে নিমগ্ন, তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত, তদ্ভাবচেষ্টাসম্পন্ন হইয়া কৃতকৃত্য হইলাম। আমি ধন্য আমি কৃতার্থ, আমি আত্ম-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছি, নিয়ত পরের সুখবর্দ্ধনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, সেই মহেশ্বরে লক্ষ্মীতে আমি বিলীন।

পাপপিশাচসেবিত শবায়মান এই দেহোপরি উপবেশন করিয়া আত্মসুখে ত্যাগী বিরাগী, পরের সুখের জন্য নিয়ত যত্নশীল হইয়া বিচরণ করি।

বিবেক।

আমি পাপ, আমি লৌহময় পুরুষ, নিতান্ত মলিন, পাপদূষিত আমার শোণিত, ব্যাধিগ্রস্ত; নিয়ত কুস্মৃতি, কুকল্পনা, কুচিন্তানিচয় দ্বারা প্রপীড়িত। বিবেক, তোমাকে

আমি অভ্যর্থনা করি। তুমি ঈশ্বরের প্রভাব, স্বয়ং ঈশ্বর ; তোমা দ্বারা আমি তাঁহার সঙ্গে একত্ব লাভ করিব।

তুমি পুণ্য, তুমি নির্ম্মল, তুমি অগ্নিস্বরূপ, মলিন অঙ্গার তুল্য আমাতে প্রবেশ করিয়া নৈর্ম্মল্য এবং দীপ্তিমত্তা বিধান কর।

সম্প্রতি আমি পুণ্যসম্পন্ন নির্ম্মল তেজস্বী পুণ্যবলে বলবান্ হইয়াছি। কোথায় রে পাপপিশাচ, তোকে আমি পুণ্যাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব। বিপুল পুণ্যযজ্ঞসম্পন্ন পুণ্যাগ্নি-রেখার মধ্যগত আমাকে কলুষজাল অধিকার করিতে সক্ষম নহে। প্রবিষ্ট পুণ্য দ্বারা আমার শোণিত বিশোধিত, আমার চিন্তা বিশুদ্ধ, আমার কল্পনা কুচিত্রশূন্য, স্মৃতি অদুষ্ট, সকলই আমাতে পুণ্যোর্জ্জিতসত্ত্ব। আমি ধন্য! বিবেক পুণ্য সহ একীভূত হইয়া আমি পুণ্যত্বসম্পন্ন হইয়াছি।

পরমেশ্বর প্রভব (উৎপত্তি স্থান), বিবেক প্রভাব, ভিন্নরূপ নহেন। পরমেশ্বর মনুষ্যে বিবেক দ্বারা বিকাশ লাভ করিয়া তাহাতে অবতীর্ণ। আমি সেই বিবেকযোগে ঈশ্বরে একত্ব লাভ করি।

সৌন্দর্য্য।

অশক্তি হইতে নিবৃত্তি শক্তিতে প্রবৃত্তি, অজ্ঞান হইতে নিবৃত্তি, জ্ঞানে প্রবৃত্তি, সংসার হইতে নিবৃত্তি বৈরাগ্যে

প্রবৃত্তি, পাপ হইতে নিবৃত্তি পুণ্যে প্রবৃত্তি লাভ করিয়া আমি কি সম্পন্ন হইলাম? ইহাদিগের সম্মিলন তো হয় নাই। ইহাঁরা সম্মিলিত হইলে তবে যোগের পূর্ণত্ব। ইহাদিগের একতা কোথায়? সৌন্দর্য্যে। তবে এখন তাহারই অনুসরণ করি। অহো! ঘনীভূতপ্রেম ঘনীভূত আনন্দময় মহেশ্বর বিশ্বকে বিমুগ্ধ করতঃ শক্তিতে বিদ্যাতে বৈরাগ্যে পুণ্যে আবির্ভূত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করিলেন। যদি তাঁহার করুণাতে সেই সেই স্বরূপে আবিষ্ট হইয়াছি, তবে ইহাতে কেন মগ্ন হইব না? অহো! যোগভূমিতে আনন্দতাণ্ডোৎসব লক্ষিত হইতেছে। তবে আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া সমুদায় দুঃখ পরিত্যাগ করি। পরম আনন্দে আবিষ্ট, সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ, চিরপ্রমত্ত, পাপবিকারোত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইলাম ধন্য হইলাম। আনন্দময়ীর ক্রোড়ে বিলীন, তাঁহার স্তন্যপানে অপূর্ব্বতাপ্রাপ্ত, তাঁহার সন্ততিগণের মধ্যগত হইয়া আমি পারপ্রাপ্ত হইলাম, পারপ্রাপ্ত হইলাম।

সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বজনগণ লইয়া আনন্দময়ী আনন্দনৃত্য বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া নিত্য স্তন্য পান করিয়া কৃতার্থ হইলাম, বন্ধনবিমুক্ত হইলাম।

সম্পূর্ণ।